অগ্রযাত্রার দুই বছর

২০১০

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৈয়দ আবুল হোসেন, এম.পি.
মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদা। মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে সাধারণ মানুষ প্রাপ্তির অনিমেষ তৃপ্তিতে তুষ্ট থাকে। তবে এ চারটি মৌলিক চাহিদার সমন্বয় ঘটিয়ে সতত ও দ্রুত বর্ধনশীল বিপুল জনসংখ্যার তীব্র চাহিদা মেটানো তাত্ত্বিকভাবে সহজ হলেও প্রায়োগিকভাবে কঠিন ও জটিল। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে যে প্রত্যয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেটি হলো যোগাযোগ। জীবন ব্যবস্থায় আবশ্যক প্রতিটি চাহিদা যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্য যোগাযোগকে সার্বিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড বলা হয়। আধুনিক উন্নয়ন ধারায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিপূর্ণ উন্নয়নের প্রতিভূ হিসেবেও স্বীকৃত। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো উপহার দেয়ার যে পরিকল্পনা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ও প্রশংসনীয়।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম পূর্বশর্ত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকগুলো বিষয় ও নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল। এককভাবে এর সাবলীল অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সবগুলো নিয়ামকের সমন্বয় সাধনে যেমন সচেতন তেমনই প্রত্যয়দীপ্ত ও ক্রিয়াশীল। ঘন জনবসতিপূর্ণ নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি যেমন জটিল তেমন ক্ষয়প্রবণ। অধিকন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থান বিবেচনায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের নিকট সহজলভ্য করে তোলার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিতে হয়। তাই আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামকের সমন্বয় সাধন করে অগ্রসর হতে হয়। প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

আদর্শ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা বাইপাস সড়ক, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর সুলতানা কামাল সেতু, কর্ণফুলী নদীর ওপর শাহ্ আমানত সেতু চালু হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প ও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সড়ক ও রেলপথের সার্বিক উন্নয়ন, যানজটমুক্ত ঢাকা, গুরুত্বপূর্ণ সকল খাল ও নদীতে সেতু নির্মাণ, বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থার নিয়মিত সংস্কার ও সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, অবিচ্ছিন্ন ও সহজলভ্য নিবিড় এবং সার্বজনীন যোগাযোগ ব্যবস্থা উপহার দেয়ার লক্ষ্যে জননেত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অঙ্গীকার পূরণে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং দেশী-বিদেশী সাহায্য সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ, পরামর্শ ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত এ পুস্তিকাটি একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে। পুস্তিকাটি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। পরিশেষে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমি জাতি-ধর্ম, দলমত ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আবুল হোসেন, এম.পি.)

প্রকৌশলী শেখ মুজিবুর রহমান, এম.পি.
সভাপতি
যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

যোগাযোগ ব্যবস্থা সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। পথ ছাড়া যেমন গন্তব্যে পৌঁছান দুষ্কর তেমনি যোগাযোগের উন্নয়ন ছাড়া কোন জাতির পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানও দুষ্কর। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সারা দেশে নিবরচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। সফলতা গন্তব্য নয়, বরং নতুন গন্তব্যের পথে মহাযাত্রার ইঙ্গিত। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও বেশি সত্য, আরও কঠিন। সংগতকারণে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে প্রতিনিয়ত নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিরামহীন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রয়োজন ও জনস্বার্থ বিবেচনায় সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। পদ্মা সেতু ও এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের মত বিশাল প্রকল্পের অগ্রগতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। সারা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিস্থাপনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যানজটমুক্ত নগর ও দুর্ঘটনামুক্ত রাজপথ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের সম্মিলিত প্রয়াস প্রশংসনীয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন একক প্রচেষ্টার বিষয় নয়। এটি একটি বিশাল ও বহুমুখী কর্মাধ্যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কর্মাধ্যায়ের সুচারু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার প্রত্যয়ে দীপ্ত। তদসঙ্গে দেশের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতাও প্রত্যাশা করছি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবর্গের ভূমিকাও প্রশংসনীয়।

বিগত দুই বছর যোগাযোগ মন্ত্রণালয় যে সকল প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার বিবরণ সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুস্তিকাটির মাধ্যমে জনগণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এটি মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করবে। পুস্তিকাটি প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(প্রকৌশলী শেখ মুজিবুর রহমান, এম.পি)

মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সচিব
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাণী

উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে টেকসই ও স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। ইতোমধ্যে সরকার দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছে। বিগত দু'বছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় দেশে একটি শক্তিশালী ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় ছিল অত্যন্ত কর্মতৎপর, অর্পিত দায়িত্বপালনে ছিল নিরলস। দু'বছরে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত, বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সাবলীল উপস্থাপনা অগ্রযাত্রার দুই বছর গ্রন্থটি। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রূপকল্প ২০২১ এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ঘোষিত রোডম্যাপের আলোকে একটি সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নময় অভিযাত্রা; তারই ধারাবাহিক প্রকাশ অগ্রযাত্রার দুই বছর।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের সড়ক নেটওয়ার্কে রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটারের বেশি পাকা সড়ক, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সাড়ে ৪ হাজারের বেশি সেতু, প্রায় ১৪ হাজার কালভার্ট এবং ৬০টি ফেরিঘাটে ১৫৩টি ফেরি সার্ভিস। দেশের বর্তমান সড়ক-নেটওয়ার্কের সম্পদমূল্য প্রায় ৪২ হাজার ৪শত কোটি টাকা। দেশব্যাপী জালের মত ছড়িয়ে থাকা বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক সচল রাখা এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। নদ-নদীজনিত আপাত বিচ্ছিন্নতাকে জয় করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ওপর সেতু নির্মাণের। ধাপে ধাপে সকল মহাসড়ককে চার-লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনায় অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রধান কয়েকটি মহাসড়কের কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে রেলওয়েকে সরকার নিরাপদ এবং ভ্রমণ-বান্ধব পরিবহণে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত দু'বছরে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, উপেক্ষিত রেলওয়ের উন্নয়নে নিকট কিংবা দূর-অতীতে এমন প্রয়াস দেখা যায়নি। রেলসার্ভিসের মান বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ দেশের জন্য একটি নতুন ও সেবা-বান্ধব রেলওয়ে সার্ভিস প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। সম্প্রসারিত হচ্ছে রেল নেটওয়ার্ক। দীর্ঘমেয়াদে দেশের প্রতিটি জেলায় রেললাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শীঘ্রই রেলসেবার মানোন্নয়নের বিষয় যাত্রি-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শৃংখলা রক্ষায় নেয়া হয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ। গণপরিবহণের সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। ইতোপূর্বে বিআরটিসি কর্তৃক সংগৃহীত একশতটি বাসের সাথে যোগ হয়েছে আরও ১৭৫টি। বিআরটিএ-র যানবাহন কর আদায়ে অন-লাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাপনাকে করা হচ্ছে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। ঢাকা মহানগরীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল নগরীর যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও যানজট নিরসনে নেয়া হয়েছে সমন্বিত উদ্যোগ।

মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে গত দু'বছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ছিল কর্মমুখর। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া দিন-দিন হচ্ছে গতিময়। দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনে সকলেই ছিল সচেষ্ট। তবুও আমাদের সক্ষমতা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। নিশ্চিত করতে হবে জবাবদিহিতা। প্রয়োজন সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সরকারের ২য় বছর হতে তা ধাপে ধাপে দৃশ্যমান হতে চলেছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। দেশের মানুষ এর সুফল পাবে বলে আমরা আশাবাদী।

গ্রন্থটি প্রকাশে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সদস্যগণকে। পুস্তিকাটি প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আমার সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

দিনবদলের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতে আরও বেগবান হবে এ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

(মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সচিব

সচিব
মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সেতু বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমান সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা স্থানে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে এ সেতু জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বাড়িয়ে দিতে পারে, যা দারিদ্র্য নিরসন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে সেতু বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে গৃহীত Dhaka Elevated Expressway PPP প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু করে ২০১৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সেতু বিভাগ আশাবাদী ।

বর্তমান সরকারের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এ প্রতিবেদনে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগসমূহ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এর মাধ্যমে দেশের জনগণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

এ উদ্যোগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)

'অগ্রযাত্রার দুই বছর' প্রকাশনা কমিটি

খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	সভাপতি
জনাব মজিবর রহমান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সড়ক ও রেলপথ বিভাগ,	সদস্য
জনাব এ এন এম খসরু, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
জনাব ইবনে আলম হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান, পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিবি	সদস্য
জনাব তপন কুমার সরকার, পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ	সদস্য
মেজর কাজী সফিক উদ্দীন, ডিজিএম (অপারেশন), বিআরটিসি	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন, উপসচিব (উন্নয়ন), সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	সদস্য সচিব

কমিটিকে সহায়তা করেছেন

শাহ মোঃ আমিনুল হক, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ড. শাহ আলম, উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব), সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
ড. মোহাম্মদ আমীন, উপসচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, উপসচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, উপপ্রধান (অর্থনৈতিক), সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
জনাব মো. আবু নাছের, সিনিয়র তথ্য অফিসার, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বেগম মারুফা ইসমাত, চীফ ট্রান্সপোর্ট ইকনোমিস্ট, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বেগম নাজনীন আরা কেয়া, উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে
বেগম উম্মে সালমা, উপপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব আবুল হোসেন, উপপরিচালক, সেতু বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হক, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ

প্রকাশনা কমিটির অভিব্যক্তি

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে 'অগ্রযাত্রার দুই বছর' পুস্তিকায় বর্তমান সরকারের দু'বছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সহযোগীগণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এ পুস্তিকাটি তাদের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

| সূচীপত্র |

বিষয় :		পৃষ্ঠা
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৫
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ		১৫
১.	ভিশন স্টেটমেন্ট (Vision Statement)	১৫
২.	অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission)	১৫
৩.	সংস্থাভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ও বরাদ্দ	১৬
৪.	সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ	১৬
৫.	সড়ক ও রেলপথ বিভাগের বিগত দুই বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ	১৭
৫.১	এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক	১৭
৫.২	সার্কের (SAARC) আওতায় সড়ক রুট	১৯
৫.৩	বিমসটেকের (BIMSTEC) আওতায় সড়ক রুট	১৯
৫.৪	সাসেকের (SASEC) আওতায় সড়ক রুট	১৯
৫.৫	সার্ক, বিমসটেক, সাসেক ও এশিয়ান হাইওয়ে সংক্রান্ত সমীক্ষার আওতায় বাংলাদেশে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সড়ক প্রকল্পের অগ্রগতি	২০
৫.৬	ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক	২৪
৫.৭	সার্কের আওতায় রেলওয়ে রুট	২৪
৫.৮	বিমসটেকের আওতায় রেলওয়ে রুট	২৫
৫.৯	সাসেকের আওতায় রেলওয়ে রুট	২৫
৫.১০	প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটসমূহ	২৫
৫.১১	ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক রেলওয়ে সংযোগ রুটসমূহ	২৬
৫.১২	বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং উপআঞ্চলিক রেলওয়ে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	২৭
৫.১৩	বাংলাদেশ ভারত যৌথ ইশতেহারের আলোকে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা	৩০
৫.১৩.০১	রেলপথযোগে নেপাল, ভারত এবং ভুটানের সাথে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ	৩০
৫.১৩.০২	সড়কপথে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ	৩১
৬.	সড়ক নিরাপত্তা	৩৪
৭.	রাজধানীর যানজট নিরসন	৩৪
৮.	নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন	৩৬
৯.	প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	৩৬
১০.	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৩৭
১০.০১	গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কগুলোকে চার লেনে উন্নীতকরণ	৩৭
১০.০২	সেতু প্রকল্প	৩৭
১০.৩	পর্যটন শিল্প উন্নয়ন সহায়ক সড়ক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৩৯
১১.	২০০৯ ও ২০১০ সনে অনুমোদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প	৪০
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		৪২
১.	সূচনা	৪২
২.	২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মসূচির (বরাদ্দ ও ব্যয়) তথ্যাবলি	৪৩
৩.	২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	৪৩
৪.	সড়ক যোগাযোগ খাতে বর্তমানে প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ	৪৪
৫.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৪৬
৫.১	সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি	৪৬
৫.২	সাম্প্রতিক সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প	৪৭
৫.৩	সওজ বাস্তব কাজের সাম্প্রতিক অগ্রগতি	৪৮
৫.৪	বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প	৪৮

৫.৫	অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প	৪৯
৬.	চলতি অর্থবছরের সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প	৫০
৭.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	৫১
৭.১	রাজস্ব খাতে শূন্যপদ পূরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫১
৭.২	ই-পজনেল বাস্তবায়ন	৫১
৭.৩	ই-টেন্ডার বাস্তবায়ন	৫২
৮.	আন্তঃদেশীয় সংযোগ – বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন	৫৩
৮.১	এশিয়ান হাইওয়ে রুটে অগ্রাধিকার প্রকল্প পরিকল্পনা	৫৩
৯.	অন্যান্য আঞ্চলিক প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫৪
১০.	যৌথ ইশতেহার বাস্তবায়ন	৫৪
১১.	পদ্মা সেতু একসেস রোড নির্মাণ	৫৫
১২.	রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসন ঢাকার যানজট হ্রাসকরণ	৫৫
বাংলাদেশ রেলওয়ে		৫৬
১.	বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন/সার্ভিস চালুকরণ	৫৬
২.	জনবল	৫৭
৩.	উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৭
৩.১	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	৫৭
৩.২	প্রকল্প সংশোধন	৫৯
৩.৩	চুক্তিপত্র সম্পাদন	৬০
৪.	রেলওয়ের রিফর্ম	৬২
৫.	রেলওয়ের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৬২
৬.	বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ	৬৩
৭.	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ	৬৬
৮.	বরাদ্দ	৬৮
৯.	পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকে পদ্মা সেতুতে রেল যোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা	৬৮
১০.	ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে এবং আঞ্চলিক/ উপআঞ্চলিক রেলযোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা	৬৯
১০.১	বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের রুটসমূহ	৬৯
১১.	ঢাকা মহানগরীতে রেলওয়ে কমিউটার সার্ভিস বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা	৭০
১২.	রেলওয়ের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৭১
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি		৭২
১.	নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন	৭২
২.	মোটরযানের কর ও ফি অন লাইন পদ্ধতিতে আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন	৭২
৩.	বিআরটিএ ইনফরমেশন সিস্টেম (বিআরটিএ-আইএস)	৭২
৪.	Vehicle Tracking System বা গাড়ির গতি মনিটর সংক্রান্ত	৭৩
৫.	ভিআইসি (Vehicle Inspection Center) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বেসরকারিকরণ	৭৩
৬.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও টেস্টিং কেন্দ্র স্থাপন	৭৩
৭.	মোটর ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন ও মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষক লাইসেন্স প্রদান	৭৩
৮.	ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম	৭৪
৯.	পেশাজীবী গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৭৫
১০.	বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন	৭৭
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন		৭৮
১.	সরকারি নির্দেশনার সফল বাস্তবায়ন	৭৮
২.	প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃংখলা সুদৃঢ়করণ	৭৯

৩.	ভারী মেরামতাধীন বাসসমূহ বিআরটিসি'র গাজীপুরস্থ নিজস্ব ওয়ার্কশপে রিবিল্ডকরণ	৮০
৪.	বিআরটিসি'র ভলভো সিটি সার্ভিস মেরামত	৮০
৫.	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসন	৮১
৬.	প্রশাসনিক অগ্রগতি	৮৩
৭.	বিআরটিসি'র বাস বহর কর্তৃক জনসেবামূলক কার্যক্রম	৮৩
৮.	বিআরটিসি'র স্টাফ বাস	৮৪
৯.	বিআরটিসি'র স্কুল বাস	৮৪
১০.	উন্নয়ন পরিকল্পনা	৮৫
১০.১	স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা	৮৫
১০.২	দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা	৮৫
১১.	সীমাবদ্ধতাসমূহ ও তা থেকে উত্তরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৮৫-৮৬
ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন বোর্ড		৮৭-৯০
রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর		৯১-৯২
সেতু বিভাগ		৯৩
১.	সূচনা	৯৩
২.	বিভাগের মিশন এবং ভিশন	৯৩
২.১	বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	৯৩
২.২	সেতু বিভাগের জনবল	৯৩
২.৩	অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা	৯৪
২.৪	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলী	৯৪
২.৫	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল	৯৪
৩.	বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৯৪
৩.১	বঙ্গবন্ধু (যমুনা বহুমুখী) সেতু	৯৪
৩.২	ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু	৯৪
৪.	২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়	৯৫
৫.	২০০৯-২০১০ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৯৫
৬.	২০১০-২০১১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৯৫
৭.	চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৯৬
৭.১	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৯৬
৭.২	পদ্মা বহুমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প	৯৭
৭.৩	Elevated Expressway PPP প্রকল্প	১০৯
৮.	বাস্তবায়িতব্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	১১০
৮.১	পাটুরিয়া- গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু নির্মাণ	১১০
৮.২	ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট হতে রোকেয়া সরণী এবং কর্ণফুলি নদীতে টানেল নির্মাণ	১১১
৮.৩	পিরোজপুর-ঝালকাঠী সড়কে কচা নদীর উপর বেকুটিয়া সেতু নির্মাণ	১১১
৮.৪	মুক্তারপুর সেতু সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১১১
৯.	অন্যান্য কর্মকাণ্ডসমূহ	১১১
৯.১	বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়	১১১
৯.২	বঙ্গবন্ধু সেতুতে সৃষ্ট ফাটল মেরামত	১১২
৯.৩	বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার সৌন্দর্য বর্ধন	১১৩
৯.৪	বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় জাতীয় জনকের প্রতিকৃতি স্থাপন	১১৩
১০.	অন্যান্য প্রকল্প	১১৩
১১.	বিগত ২ বছরে সেতু বিভাগের অর্জিত সাফল্যসমূহ	১১৩-১১৫
১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক	১১৬

উন্নত ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রীর সুষম বন্টন, উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে থাকে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর যোগাযোগ মন্ত্রণালয় একটি জনমুখী, নিরাপদ, সুলভ, বহুমাত্রিক, পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই সমন্বিত যোগাযোগ ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩১ মার্চ ২০০৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন মূলে এ মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়, যথা- ১) সড়ক ও রেলপথ বিভাগ এবং ২) সেতু বিভাগ।

সড়ক ও রেলপথ বিভাগ

সড়ক ও রেলপথ বিভাগের মূল দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সড়ক ও রেল যোগাযোগ/পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধন, প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ।

১. ভিশন স্টেটমেন্ট (Vision Statement)

সমন্বিত সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ উন্নত পরিবহন সেবার মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২. অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission)

ক. সড়ক, সড়ক পরিবহন ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন
খ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিরাপদ, দক্ষ ও পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
গ. জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ব্রীজ ও কালভার্টসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
ঘ. দেশব্যাপী পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসূত্র থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ
ঙ. সড়ক পরিবহন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবহন সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিবহন সংক্রান্ত- সমন্বয় সাধন
চ. সড়ক নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণ ও প্রয়োগ
ছ. সড়ক ও ব্রীজ পারাপার সংক্রান্ত টোল ধার্য, আদায় ও সরকারি খাতে জমাকরণ
জ. মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ফি নির্ধারণ, আদায় ও সরকারি খাতে জমাকরণ
ঝ. e-governance-এর মাধ্যমে অফিস ব্যবস্থাপনাসহ যোগাযোগ সেক্টরে সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
ঞ. সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

৩. সংস্থাভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ও বরাদ্দ

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		অর্থ বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০০৯-২০১০		২০১০-১১	
			জিওবি	বৈঃ সাঃ	জিওবি	বৈঃ সাঃ
১। সওজ অধিদপ্তর	৯৮	১১৯	১০৫০.১৭	৬৬৩.৯৮	১২০৪.০৯	৫৬০.৯৭
২। বাংলাদেশ রেলওয়ে	২৭	২৮	৬৮৭.৫৩	৪১৯.২০	৮৩৩.০১	৪৯৪.৪৬
৩। বিআরটিএ	০১	০১	০.৫৯	2.83	০.৫৯	৩.৪৯
৪। বিআরটিসি	০১	০২	৭.০০	৭০.০০	৪.৩৯	৩০৫.১৭
৫। ডিটিসিবি	০১	০১	---	১০.৭৭	০.৮৮	----
৬। জিআইবিআর	--	--	---	--	---	---
মোট	১২৮	১৫১	১৭৪৫.২৬	১১৬৬.৭৮	২০৪২.৯৬	১৩৬৪.০৯

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পদ্মা সেতুর গুরুত্ব ও রেলওয়ে যোগাযোগের অধিকতর উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করে পরিবহন খাতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পরিবহন খাতে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৫.৩২% এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৪.৩১% বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। স্থির মূল্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি'তে খাতভিত্তিক অবদান বিশ্লেষণে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ছিল ১০.৬৫ শতাংশ। এমটিএমএফ-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী স্থির মূল্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি'তে উক্ত খাতের প্রাক্কলিত সাময়িক অবদান ১০.৭৬ শতাংশে।

৪. সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ

সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সকল কার্যক্রম নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে ঃ

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে (বিআর)

(৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

(৪) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

(৫) ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) এবং

(৬) সরকারি রেল পরিদর্শকের দপ্তর (জিআইবিআর)।

৫. সড়ক ও রেলপথ বিভাগের বিগত দুই বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ

আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের এ যুগে আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থাপন করা অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আন্তঃদেশীয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহ আজ একই পরিবারের সদস্য হয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সামিল হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের এ অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ না করার অর্থ উন্নয়নের সুযোগ হতে নিজকে বঞ্চিত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

৫.১ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশ ১০ আগস্ট ২০০৯ The Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network এ পক্ষভুক্ত হয়েছে। এই পক্ষভুক্তি ৮ নভেম্বর ২০০৯ হতে কার্যকর হয়েছে। এ চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হবার ফলে ১,৪১,০০০ কি.মি. দীর্ঘ এশিয়ান হাইওয়ের মাধ্যমে এশিয়ার ৩২টি দেশ ও ইউরোপের সাথে সড়কপথে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের নিম্নলিখিত ৩টি সড়ক রুট এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

আন্তর্জাতিক রুট

(১) AH-1 ঃ বেনাপোল-যশোর-ভাংগা-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল ঃ ৪৯৫ কি.মি.
(২) AH-2 ঃ বাংলাবান্দা-হাতিকামরুল-টাঙ্গাইল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল ঃ ৮০৫ কি.মি. AH-1 রুট জাপান থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক হয়ে বুলগেরিয়া সীমান্তে শেষ হবে। AH-2 ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান হয়ে ইরানের তেহরানে AH-1 রুট-এর সাথে সংযুক্ত হবে।

উপ-আঞ্চলিক রুট

AH-41 ঃ মংলা-খুলনা-যশোর-পাকশী-হাতিকামরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার- টেকনাফঃ ৭৫২ কি.মি.

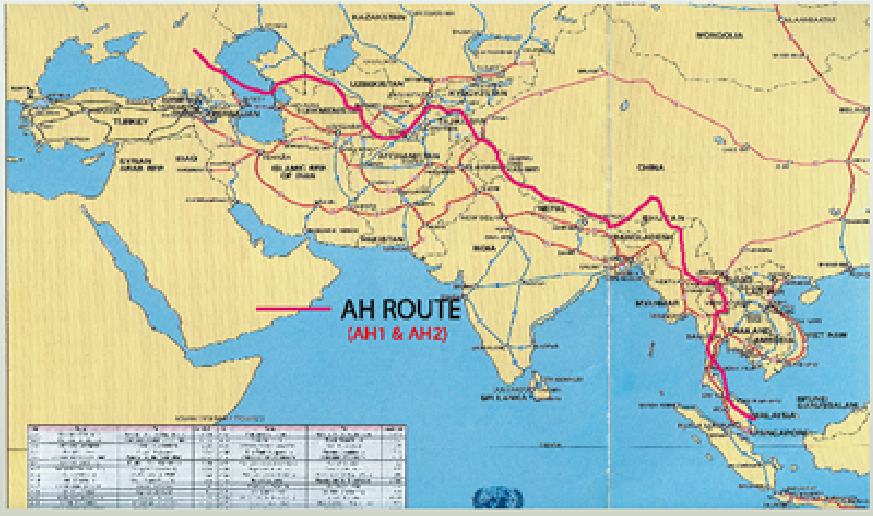

চিত্র ঃ এশিয়ান হাইওয়ে

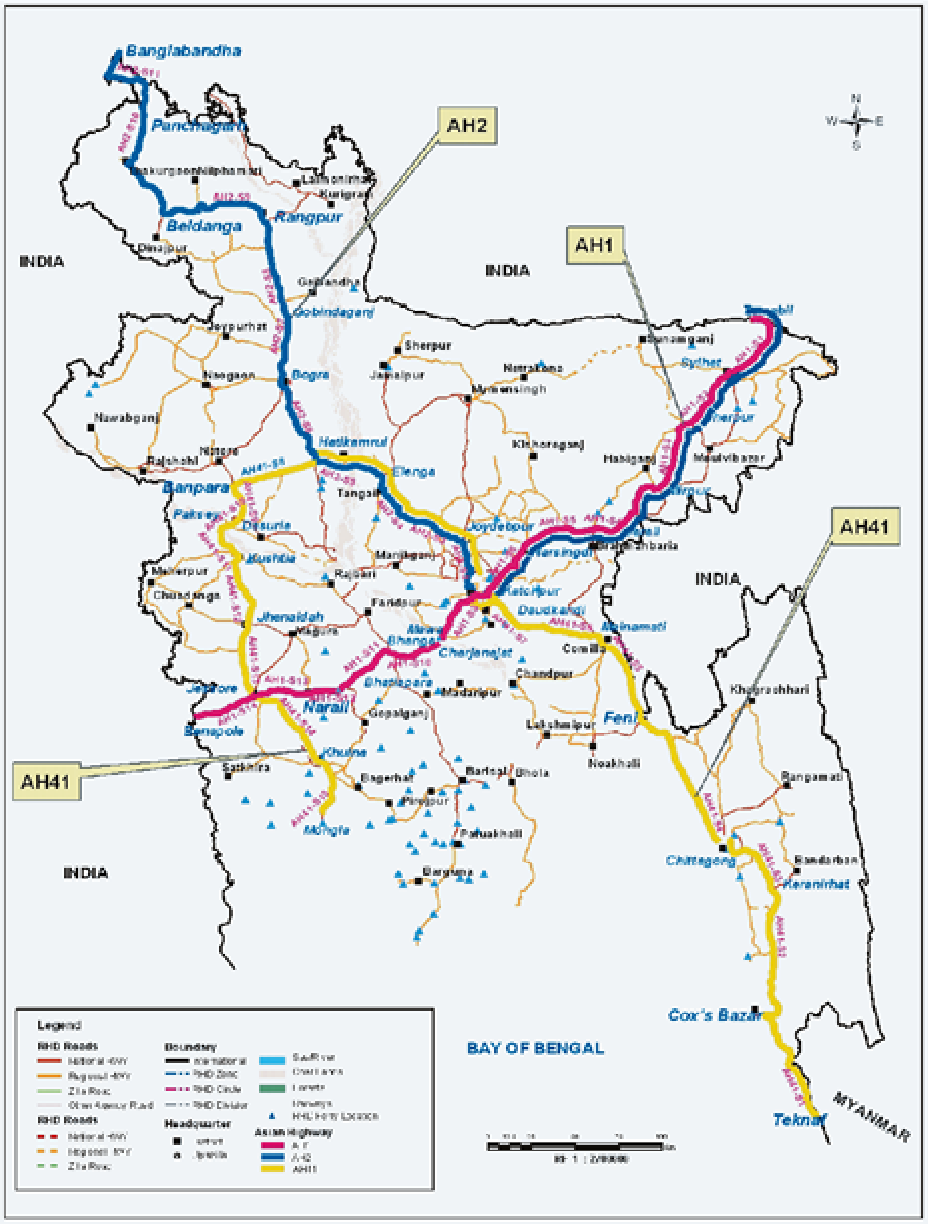

চিত্র ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে রুট

৫.২ সার্কের (SAARC) আওতায় সড়ক রুট

সার্কের আওতায় সম্পাদিত সার্ক রিজিওনাল মালটিমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডিতে (SRMTS) মোট ১৪টি সড়ক করিডোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৬টি সড়ক করিডোর বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত আছেঃ

করিডোর (১) লাহোর-নিউ দিল্লি-কোলকাতা পেট্রাপোল/বেনাপোল-ঢাকা-আখাউড়া/আগরতলা

করিডোর (৪) কাঠমন্ডু-কাকড়ভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা/চট্টগ্রাম

করিডোর (৫) সানড্রপ-জংখার-গোহাটি-সিলং-সিলেট-ঢাকা-কোলকাতা

করিডোর (৬) আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম

করিডোর (৮) থিমপু-ফুয়েনসলিং-জয়গাঁও-বুড়িমারি-মংলা/চট্টগ্রাম

করিডোর (৯) মালদহ-শিবগঞ্জ-বঙ্গবন্ধু ব্রীজ (বাংলাদেশ)

৫.৩ বিমসটেকের (BIMSTEC) আওতায় সড়ক রুট

বিমসটেকের আওতায় সম্পাদিত বিমসটেক ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লজিসটিক স্টাডিতে (BTILS) মোট ১৪টি সড়ক করিডোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৭টি সড়ক করিডোর বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছেঃ

করিডোর (১) কোলকাতা-পেট্রাপোল/বেনাপোল-ঢাকা-আখাউড়া/আগরতলা

করিডোর (২) কাঠমন্ডু-কাকড়ভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা/চট্টগ্রাম

করিডোর (৩) সানড্রপ-জংখার-গোহাটি-সিলং-সিলেট-ঢাকা-কোলকাতা

করিডোর (৪) আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম

করিডোর (৫) থিমপু-ফুয়েনসলিং-জয়গাঁও-বুড়িমারি-মংলা/চট্টগ্রাম

করিডোর (৬) মালদহ-শিবগঞ্জ- বঙ্গবন্ধু ব্রীজ (বাংলাদেশ)

করিডোর (৭) চট্টগ্রাম-রামু (কক্সবাজার)-টেকনাফ-মংডু

৫.৪ সাসেকের (SASEC) আওতায় সড়ক রুট

সাসেকের আওতায় সম্পাদিত সাব-রিজোনাল করিডোর অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি স্টাডিতে (SCOES) মোট ৬টি সড়ক করিডোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ২টি সড়ক করিডোর বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে ঃ করিডোর (৫এ) কোলকাতা-পেট্রাপোল /বেনাপোল-যশোর- খুলনা/ঢাকা- মংলা/চট্টগ্রাম; এবং করিডোর (৯) কাঠমন্ডু-কাকড়ভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা/চট্টগ্রাম।

৫.৫ সার্ক, বিমসটেক, সাসেক ও এশিয়ান হাইওয়ে সংক্রান্ত সমীক্ষার আওতায় বাংলাদেশে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সড়ক প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	করিডোর	বাস্তবায়নকাল : ১-৫ বৎসর	বাস্তবায়নকাল : ৬-১০ বৎসর	প্রাধিকার
১.	লাহোর-নিউ দিল্লি-কোলকাতা-পেট্রাপোল/ বেনাপোল-ঢাকা-আখাউড়া/ আগরতলা	ক) এডিবির সহায়তায় ট্রান্সপোর্ট করিডোর প্রজেক্টের অধীনে বেনাপোল-যশোর-নড়াউল-ভাটিয়াপাড়া (কালনা ব্রীজসহ) সড়ক উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১০২ কি.মি. ব্যয় : ৬৩.৯৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন খ) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণে আশুগঞ্জ-বি.বাড়িয়া-সুলতানপুর-তিনাইর-আখাউড়া-সেনারবাদি ল্যান্ডপোর্ট সড়ক উন্নতকরণ অগ্রগতিঃ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত গ) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণে ধরখর-আখাউড়া সংযোগ সড়ক জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ সহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সুলতানপুর) -ধরখর-কুমিল্লা (ময়নামতি) সড়ক উন্নয়ন ব্যয় : ৮৮.৫৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন	ক) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ২১.৬ কি.মি. ব্যয় : ১৪.৬৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার খ) বাত্রাবাড়ী-ডেমরা-তারাবো-কাঁচপুর সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১০ কি.মি. ব্যয় : ৯.৪৬ ইউএস মিলিয়ন ডলার গ) ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ৫৯ কি.মি. ব্যয় : ১৩.৭৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার	SHC1 BRC1 SASSA AH1
২.	কাঠমন্ডু-কাকড়ভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা/ চট্টগ্রাম	ক) এডিবির সহায়তায় আরএনআইএমপি-২ প্রজেক্টের অধীনে পঞ্চগড়- বাংলাবান্ধা সড়ক পুনর্বাসন দৈর্ঘ্যঃ ৫৪ কি.মি. ব্যয় : ১৮.৭৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ চলমান খ) এডিবির সহায়তায় সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে রংপুর-হাতিকামরুল সড়ক উন্নতকরণ সড়কের দৈর্ঘ্যঃ ১৫৭ কি.মি. ব্যয় : ১৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন	ক) বনপাড়া-ঈশ্বরদি-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-যশোর সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১৩৪ কি.মি. ব্যয় : ৯৭.১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার খ) জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-নারায়ণপুর বাজার-মদনপুর(ঢাকা বাইপাস) সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ৪৮ কি.মি. ব্যয় : ৩২.৬৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার	SHC4 BRC4 SAS9 AH2/41

ক্রঃ নং	করিডোর	বাস্তবায়নকাল ঃ ১-৫ বছর	বাস্তবায়নকাল ঃ ৬-১০ বছর	প্রাধিকার
		গ) এডিবির সহায়তায় ট্রান্সপোর্ট করিডোর প্রজেক্টের অধীনে বগুড়া-নাটোর সড়ক উন্নতকরণ দৈর্ঘ্য ঃ ৬৫ কি.মি. ব্যয় ঃ ৮১.২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন। ঘ) এডিবির সহায়তায় সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে নৌলতদিয়া-মাগুড়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা সড়ক উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্য ঃ ২২২ কি.মি. ব্যয় ঃ ২৯৭.৬৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ঙ) এডিবির সহায়তায় সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে খুলনা-মংলা সড়ক উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্য ঃ ৪৮ কি.মি. ব্যয় ঃ ২৬.৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন চ) এডিবির সহায়তায় প্রায়োরিটি রোড প্রজেক্টের অধীনে জয়দেবপুর-চন্দ্রা-বঙ্গবন্ধু সেতু-হাতিকামরুল সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্য ঃ ১১০ কি.মি. ব্যয় ঃ ১৭৬.৭৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করা হয়েছে ছ) চীনের সহায়তায় ২য় মেঘনা ব্রীজ নির্মাণ দৈর্ঘ্য ঃ ৯৩০ মিটার ব্যয় ঃ ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ হয়েছে। জ) ২য় মেঘনা-গোমতী ব্রীজ নির্মাণ দৈর্ঘ্য ঃ ১৪১০ মিটার ব্যয় ঃ ১৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ পিডিপিপি প্রক্রিয়াধীন।	ণ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীতকরণ	

ক্রঃ নং	করিডোর	বাস্তবায়নকাল ঃ ১-৫ বৎসর	বাস্তবায়নকাল ঃ ৬-১০ বৎসর	প্রাধিকার
৩.	সান্দ্রুপ-জংখার-গোহাটি-শিলং-সিলেট-ঢাকা-কোলকাতা	ক) এডিবির সহায়তায় সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে কাঁচপুর-সরাইল-তামাবিল সড়ক উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ২৮৬ কি.মি. ব্যয় ঃ ৪৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।		SHC5 BRC5 AH1/2
৪.	আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম	ক) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১৯২ কি.মি. ব্যয় ঃ ৩৪৫.২৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ চলমান খ) কুমিল্লা (ময়নামতি)-বি.বাড়িয়া(সরাইল) সড়ক উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ৮২ কি.মি. ব্যয় ঃ ৭৫.৭১ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন এবং ভারতীয় ঋণে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত।		SHC6 BRC6
৫.	ঝিমপু-ফুয়েন্টসলিং-জয়গাঁও-বুড়িমারি-মংলো/চট্টগ্রাম	ক) ভারতীয় ঋণের সহায়তায় বুড়িমারি-লালমনিরহাট সড়ক উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ৯০ কি .মি. ব্যয় ঃ ৮৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) এডিবির সহায়তায় সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে লালমনিরহাট-রংপুর সড়ক উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ৪৭ কি.মি. ব্যয় ঃ ৬৭.৭৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন	ক) চন্দ্রা-বঙ্গবন্ধু সেতু-হাতিকামরুল সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১১০ কি.মি. ব্যয় ঃ ১৫৯.৪২ মিলিয়ন ইউএস ডলার	SHC8 BRC8
৬.	মালদহ-শিবগঞ্জ-বঙ্গবন্ধু সেতু (বাংলাদেশ)	ক) এডিবির সহায়তায় সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে সোনামসজিদ-রাজশাহী-হাতিকামরুল সড়ককে জাতীয় সড়ক মানে উন্নতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ২০৫ কি.মি. ব্যয় ঃ ৩৫১ মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্রগতিঃ বিস্তারিত নকশার জন্য টিএপিপি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।	ক) হাতিকামরুল-বনপাড়া-রাজশাহী সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ দৈর্ঘ্যঃ ১১৫ কি.মি. ব্যয় ঃ ৮৩.৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার	SHC9 BRC9 AH1
৭.	চট্টগ্রাম-রামু (কক্সবাজার)-টেকনাফ-মংদেও	বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সড়ক লিংক নির্মাণ প্রকল্প দৈর্ঘ্যঃ ২৫ কি.মি. অগ্রগতিঃ সমীক্ষা সম্পন্ন		BRC11 AH41

সার্ক হাইওয়ে করিডোর = SHC; বিমসটেক রোড করিডোর = BRC; সাসেক রোড করিডোর = SAS; এশিয়ান হাইওয়ে = AH

চিত্র ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে সার্ক, সাসেক এবং বিমসটেক করিডোর

৫.৬ ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network চুক্তিতে ২০তম স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ০৯ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে স্বাক্ষর করেন। ০৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় চুক্তিটি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১১ আগস্ট ২০১০ এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুক্তিটির অনুসমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের ৩ (তিন) টি রুট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

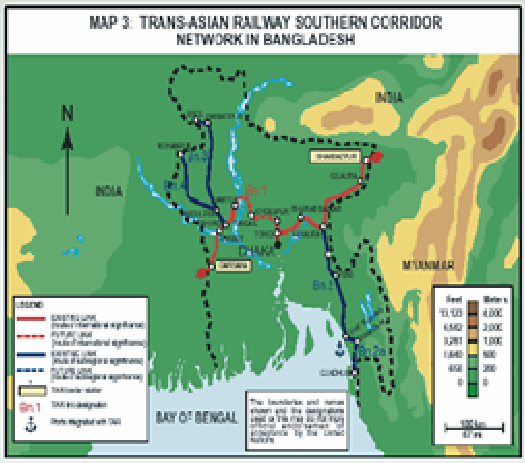

টার-রুট ১ ঃ পেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু- জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম- দোহাজারী-গুনধুম-মায়ানমার বর্ডার।
সাব-রুট ১ ঃ টঙ্গী-ঢাকা।
সাব-রুট ২ ঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর।

টার-রুট ২ ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

টার-রুট ৩ ঃ রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

চিত্র ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক

৫.৭ সার্কের আওতায় রেলওয়ে রুট

সার্ক রুটঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে পরিচালিত SAARC Regional Multimodal Transport Study (SRMTS) শীর্ষক সমীক্ষায় নিম্নোক্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

রুট-১ঃ লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/কলকাতা(ভারত)- ঢাকা (বাংলাদেশ)- মহিশাসন-ইমফল (ভারত)

রুট-২ঃ করাচী (পাকিস্তান)-হায়দ্রাবাদ-খোকড়াপার-মুনাবাও-যোধপুর (ভারত)

রুট-৩ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-হলদিয়া/কলকাতা(ভারত)

রুট-৪ঃ বীরগঞ্জ(নেপাল)-রাক্সুয়াল-কাটিহার(ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত) এর সংযোগ

রুট-৫ঃ কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-চেন্নাই(ভারত)

পরবর্তীতে সার্ক সভায় বাংলাদেশের প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত রুটটি সার্ক রুটের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ঃ

রুট-৬ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-খুলনা-মংলা বন্দর (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে বিরাটনগর (নেপাল) এর সংযোগ

উপরোক্ত রুটসমূহের মধ্যে রুট-১, ৪ এবং ৬ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে। ভারত প্রস্তাবিত Negotiated Draft Regional Agreements on Railways এ বর্ণিত ৬টি রুট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৮ বিমসটেকের আওতায় রেলওয়ে রুট

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে ২০০৭ সালে পরিচালিত BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study (BTILS) শীর্ষক সমীক্ষায় নিম্নোক্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

রুট-১ঃ লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী-কোলকাতা(ভারত)- ঢাকা (বাংলাদেশ)-মহিশাসন-ইমফল (ভারত)

রুট-২ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-হলদিয়া/কোলকাতা (ভারত)

রুট-৩ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত) এর সংযোগ

রুট-৪ঃ কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-চেন্নাই (ভারত)

উপরোক্ত রুটসমূহের মধ্যে রুট-১ এবং ৩ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে।

৫.৯ সাসেকের আওতায় রেলওয়ে রুট

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে পরিচালিত South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) Transport and Trade Facilitation Project শীর্ষক সমীক্ষায় বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট কোন রুট নেই।

৫.১০ প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটসমূহ

ভারতের সাথে ঃ

রুট-১ঃ শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কোলকাতা

রুট-২ঃ শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-চট্টগ্রাম পোর্ট

রুট-৩ঃ আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা- বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কোলকাতা

রুট-৪ঃ আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম পোর্ট

রুট-৫ঃ আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা-পদ্মা সেতু-বেনাপোল/পেট্রাপোল-কোলকাতা

রুট-৬ঃ কোলকাতা -পেট্রাপোল/বেনাপোল-খুলনা-মংলা পোর্ট

নেপালের সাথে ঃ

রুট-১ঃ রাক্সুয়াল-বীরগঞ্জ-কাটিহার-সিঙ্গাবাদ/রোহনপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট

রুট-২ঃ যোগবানী, বিরাটনগর-রাধিকাপুর/বিরল-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট

ভুটানের সাথে ঃ

রুট-১ঃ হাশিমারা-হলদিবাড়ী/চিলাহাটি-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট

৫.১১ ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক রেলওয়ে সংযোগ রুট সমূহ

ক্রঃ নং	বাংলাদেশ- ভারত এর সীমান্তবর্তী স্টেশনের নামসহ সেকশন	দূরত্ব (কি. মি.)	রেল সংযোগ চালু / বন্ধ	মন্তব্য
১	দর্শনা-গেদে (বিজি)	৩.০০	চালু আছে।	মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে এবং ১৪ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখ হতে ঢাকা-কলকাতা রুটে সরাসরি যাত্রিবাহী ট্রেন 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' চলাচল করছে।
২	বেনাপোল-পেট্রাপোল (বিজি)	১.৫০	চালু আছে।	মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে।
৩	রোহনপুর-সিংগাবাদ (বিজি)	১০.০০	চালু আছে।	ভারত-বাংলাদেশ মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে। নেপাল ট্রানজিট ট্রাফিক পরিবহনের জন্য ভারত সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪	বিরল-রাধিকাপুর (বিজি)	১০.০০	০১-০৪-২০০৫ হতে বন্ধ আছে।	ভারত-বাংলাদেশ এবং নেপাল ট্রাফিকের জন্য নতুন চুক্তির প্রয়োজন নেই।
৫	শাহবাজপুর-মহিশাসন (এমজি) (কুলাউড়া-শাহবাজপুর-করিমগঞ্জ)	১১.০০	০৭-০৭-২০০২ হতে বন্ধ আছে।	কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ মালবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য নতুন চুক্তির প্রয়োজন নেই।
৬	চিলাহাটি-হলদিবাড়ী (বিজি)	৯.০০	১৯৬৫ হতে বন্ধ আছে।	ভারত/নেপাল/ভুটানে মালামাল পরিবহনে ভারত সরকারের সাথে দ্বি বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হবে।
৭	বুড়িমারী-চেংড়াবান্দা (এমজি)	৩.০০	স্বাধীনতার পর হতে বন্ধ আছে।	ভারত/নেপাল/ভুটানে মালামাল পরিবহনে ভারত সরকারের সাথে দ্বি বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হবে।

এছাড়া, আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় অনুদানে আখাউড়া-আগরতলা (১০ কি.মি.) রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা রেল এলাইনমেন্ট নির্ধারণের জন্য গঠিত ভারত ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ টিম চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত রেললাইনটি ভারতীয় অনুদানে বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫.১২ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক রেলওয়ে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	করিডোর	বাস্তবায়নকালঃ ১-৫ বৎসর	বাস্তবায়নকালঃ ৬-১০ বৎসর	প্রাধিকার
১	লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/ কোলকাতা (ভারত)- ঢাকা (বাংলাদেশ)- মহিশাসন-ইমফল (ভারত)	ক) **কুলাউড়া-শাহবাজপুর পুনর্বাসন ঃ** ডিপিপি ০১ এপ্রিল ২০১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) **টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন ঃ** প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৩ ডিসেম্বর ২০১০ এ এডিবি'র নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের দরপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভ হবে। প্রকল্পটি ২০১৪ সনে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গ) **রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব ও ২য় ভিতাস সেতু নির্মাণ ঃ** ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। গত ০২ জানুয়ারি ২০১১ সেতু দুটির সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের জন্য পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহ্বান করা হয়েছে যা ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খোলা হবে। ঘ) **রপ্তানি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ** প্রকল্পের আওতায় ধীরাশ্রমে একটি নতুন আইসিডি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ১৬ জুন ২০০৯ এ অনুমোদিত হয়েছে। ঙ) **পৃথক যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ** এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটির সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। চ) **হার্ডিঞ্জ ব্রীজের শক্তি বৃদ্ধিকরণ/পুনঃনির্মাণঃ** এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটির সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। ছ) **পদ্মা সেতু রেল লিংক নির্মাণ-১ম পর্যায় ঃ** এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটির সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। জ) **ঈশ্বরদী-দর্শনা সেকশনে ১৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঃ** এডিবি অথবা ইডিসিএফ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।	ক) পদ্মা সেতু রেল লিংক নির্মাণ-২য় পর্যায়ঃ এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটির সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। খ) জয়দেবপুর-জামতৈল-ঈশ্বরদী ডাবল লাইন নির্মাণ। গ) পৃথক যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অবশিষ্ট অংশ। ঘ) ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঙ) বিশ্ব-ব্যাংকের দুটি প্রকল্পের বিপরীতে ২৫টি এমজি লোকোমোটিভ, ৫০টি এমজি কোচ, ১০২টি ফ্লাট ওয়াগন এবং ৪টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে।	SHC1 BRC1 Sub route of TAR1

ক্রঃ নং-		বাস্তবায়নকালঃ ১-৫ বৎসর	বাস্তবায়নকালঃ ৬-১০ বৎসর	প্রাধিকার
		খ) প্রয়োজনীয় রোলিং স্টক সংগ্রহ ঃ নতুন ৯টি এমজি লোকোমোটিভ আগামী সেপ্টেম্বর, ২০১১ নাগাদ দেশে পৌঁছাবে এবং আরও ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১২৫টি ব্রডগেজ ও ৪১৪ টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী গাড়ি, ২টি ব্রডগেজ ইন্সপেকশন কার, ১৮০টি ব্রডগেজ ও ১০০টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ২২০টি মিটারগেজ ফ্লাট ওয়াগন এবং ১০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।		
২	বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত) এর সংযোগ	**ক) রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার রেললাইন পুনর্বাসন প্রকল্প ঃ** পুনর্বাসন কাজ চলছে এবং ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত ভৌত কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৪৪.২৩%। **খ) লাকসাম-চিনকি আস্তানা ডাবল লাইন নির্মাণঃ** জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা) এর অর্থায়নে "ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" এর একটি সাব-প্রজেক্ট হিসেবে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়- যা ১৫-১২-২০১০ তারিখে খোলা হয়েছে। প্রকল্পের দরপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভ হবে। প্রকল্পটি ২০১৪ সনে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। **গ) আখাউড়া-আগরতলা রেললাইনঃ** ভারতীয় অনুদানে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	**ক) আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন নির্মাণ ঃ** বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন সম্পন্নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সম্পন্নের পর বিশ্বব্যাংকের সাথে বিনিয়োগ প্রকল্পের ঋণচুক্তি সম্পাদিত হবে। খ) আখাউড়া-কুলাউড়া-সিলেট ডাবল লাইন নির্মাণ।	SHC4 BRC3 TAR2
৩	বীরগঞ্জ (নেপাল)-রাক্সুয়াল-সিঙ্গাবাদ-(ভারত)-রোহনপুর-বাজশাহী-খুলনা-মংলা বন্দও (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে বিরাটনগর (নেপাল) এর সংযোগ	**ক) খুলনা-মংলা পোর্ট রেললাইন নির্মাণঃ** ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট এর বিপরীতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষা এবং বিস্তারিত ডিজাইনের জন্যে পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে EOI ৩০-১১২০১০ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে যা ৩০-০১-২০১১ তারিখে খোলা হবে।	ক) ঈশ্বরদী-খুলনা ডাবল লাইন নির্মাণ।	SHC6

ক্রঃ নং-	করিডোর	বাস্তবায়নকালঃ ১-৫ বৎসর	বাস্তবায়নকালঃ ৬-১০ বৎসর	প্রাধিকার
		খ) রাজশাহী-আব্দুল্লাপুর সেকশনে ৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঃ এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটির সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।		
৪	যোগবানী, বিরাটনগর-রাধিকাপুর/বিরল-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট	**ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর ঃ** বিরল-পার্বতীপুর সেকশনকে মিটারগেজ হতে ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ এ রূপান্তরের জন্য প্রকল্প চলমান আছে এবং জুন ২০১২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। **খ) ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনের ২০টি স্টেশনে সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ ঃ** এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর ডাবল লাইন নির্মাণ।	TAR3 নেপাল ট্রানজিট রুট-২
৫	গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার	ক) দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত প্রায় ১২৮ কি.মি. নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প মোট ১৮৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬ জুলাই ২০১০ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।		TAR3 নেপাল ট্রানজিট রুট-২

বাংলাদেশের সাথে ভুটান ও নেপালের মধ্য যাত্রিবাহী বাস সার্ভিস চালু করার জন্য Dhaka-Thimpu Bus Service ও Dhaka-Kathmandu Bus Service Protocol এবং বাংলদেশের সাথে নেপালের Agreement on operating modalities for the carriage of transit/trade cargo চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে ভারত, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশে আঞ্চলিক বাণিজ্য সহযোগিতা ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৩ বাংলাদেশ ভারত যৌথ ইশতেহারের আলোকে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা।

৫.১৩.০১ রেলপথযোগে নেপাল, ভারত এবং ভুটানের সাথে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ

নেপাল

(ক) রোহনপুর-সিংগাবাদ : (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত-২৬)

রেলপথে নেপালের বীরগঞ্জ থেকে ভারতের সিংগাবাদ বাংলাদেশের রোহনপুর হয়ে খুলনা পর্যন্ত নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনে যৌথ ইশতেহারে সম্মত ঘোষণা রয়েছে। এ রুটের মাধ্যমে রেল সংযোগ পুনঃস্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অংশে আমনুরা-রোহনপুর সেকশনের পুনর্বাসনের কাজ চলছে। এ রেলপথ পুনরায় চালু হলে বাংলাদেশ প্রান্তে কোন সমস্যা নেই। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত চুক্তিতে এ রুটটি সন্নিবেশিত না থাকায় এ রুটটি চুক্তিতে সন্নিবেশিত করার জন্য Addendum to the MOU on Nepal Transit Traffic between Bangladesh and India গত ২৪ আগস্ট ২০১০ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

খুলনা-মংলা পর্যন্ত বর্তমানে কোন রেল লাইন নেই। এ রুটে নেপাল,ভারত ও ভুটান ট্রাফিক ট্রানজিট করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে Indian State Credit (Dollar Credit Line Agreement) এর আওতায় ৫৩ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি গত ২১-১২-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(খ) বিরল-রাধিকাপুর : (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ২৬)

বিরল-রাধিকাপুর রেলওয়ে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পাবর্তীপুর হতে বিরল বর্ডার পর্যন্ত ডুয়েলগেজ কনভারশনের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০১২ সালে প্রকল্প কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্প কাজ সমাপ্ত হলে বিরল রাধিকাপুর দিয়ে ভারত ও নেপাল ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে।

ভুটান

(গ) চিলাহাটি (বাংলাদেশ)-হলদিবাড়ি (ভারত) রেল সংযোগ

১৯৬৫ সাল হতে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল রুটটি ব্যবহার করলে ব্রডগেজ রেলযোগে বাংলাদেশের ব্রডগেজ সেকশনের মোংলা পোর্ট বা অন্য কোথাও হতে আগত মালামাল সরাসরি ব্রডগেজে ভারত এবং ভুটানের বর্ডার স্টেশন হাশিমারা পর্যন্ত প্রেরণ করা যাবে। সৈয়দপুর হতে চিলাহাটি পর্যন্ত সেকশন পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান আছে। চিলাহাটি হতে চিলাহাটি বর্ডার পর্যন্ত ৭.৫ কি.মি. রেলপথ পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ২০.৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে, যা সরকারি অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের বিপরীতে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংশোধন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। উক্ত রেলপথ পুনর্বাসন সম্পন্ন হলে এবং দু'দেশের মধ্যে অপারেটিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এ রুটে আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবে। বিষয়টি বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

(ঘ) বুড়িমারী (বাংলাদেশ)-চেংরাবান্দা (ভারত) রেল সংযোগ

বুড়িমারী (বাংলাদেশ)-চেংরাবান্দা (ভারত) রুট ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত ও ভুটান হতে বিজি ওয়াগনযোগে আনীত মালামাল বুড়িমারী স্টেশনে যানান্তর (Transhipment) করে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মিটার গেজ সেকশনের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রেরণ করা যাবে। এছাড়া, প্রয়োজন হলে বুড়িমারীতে ঐ পণ্য খালাস করে সড়ক পথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে

কোন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে ভারত বা ভুটানে প্রেরিতব্য মালামাল রেলযোগে/সড়ক পথে বুড়িমারী স্টেশনে আনার পর যানান্তর করে বিজি ওয়াগনে ভারতে ও ভুটানে প্রেরণ করা যাবে।

লালমনিরহাট হতে বুড়িমারী পর্যন্ত রেলপথ পুনর্বাসনের একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান আছে। এছাড়া, বুড়িমারী স্টেশনে যানান্তর সুবিধা প্রবর্তন করা হলে এবং দু'দেশের মধ্যে অপারেটিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বুড়িমারী-চেংরাবান্দা রুটে আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবে। এ বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

ভারত

(ঙ) কুলাউড়া-শাহবাজপুর (বাংলাদেশ)-মহিশাসন (ভারত) ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ২৪)।

গত ০৭-০৭-২০০২ তারিখ হতে কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের রেললাইন খারাপ থাকায় এ সেকশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আলোচ্য সেকশনের ৩৯ কি.মি. রেললাইনের পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হলে এ রুটে আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপনের উপযোগী হবে। আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ নির্মাণে সময় লাগবে। আপাতত কুলাউড়া-শাহবাজপুর-মহিশাসন রুট পুনরায় চালুর প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(চ) আখাউড়া (বাংলাদেশ)-আগরতলা (ভারত) ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত-২৪)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় গত ১২ জানুয়ারি ২০১০ ঘোষিত যৌথ ইশতেহারের ২৪নং আর্টিকেলে আখাউড়া-আগরতলা রেলওয়ে লিংক নির্মাণের বিষয়ে উভয় দেশ সম্মত হয়। আখাউড়া-গংগাসাগর ৪.৫০ কি.মি. নতুন ডাবল লাইন নির্মাণ, গংগাসাগর স্টেশনে ৩টি, ইমামবাড়ী স্টেশনে ২টি নতুন লুপ লাইন নির্মাণসহ গংগাসাগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত উভয় অংশে ৫কি.মি. করে ১০ কি.মি. নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত অনুমোদনের বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য ১৭ জানুয়ারি ২০১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে।

৫.১৩.০২ সড়কপথে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ

(জ) বাংলাবন্দ-ফুলবাড়ী সড়ক যোগাযোগ ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ৩৭)।

ভারত সিমান্তের ২০০ গজ বাংলাদেশ প্রান্তে বাংলাবন্দ নেপাল ও ভুটানের ট্রাক চলাচলের জন্য বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ যৌথ ইশতেহারে সম্মত হয়েছে। নেপাল এবং বাংলাদেশের মধ্যবর্তী ভারতীয় স্থলবন্দর ব্যবহারের জন্য নেপাল সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে মর্মে জানা গেছে, তবে আনুষ্ঠানিক পত্র পাওয়া যায়নি। ১৯৭৬ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে Transit I Trade চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেপাল ও বাংলাদেশের মধে Agreement on Operating Modalities for the carriage of Transit/Trade Cargo between Nepal and Bangladesh শিরোনামে চুক্তিপত্রের চূড়ান্ত খসড়া Core Group on Connectivity Matters এর সভায় চূড়ান্তকরতঃ গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত খসড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ভারত

(ঝ) ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ঃ

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম শহরের মধ্যে প্রবাহিত অভিন্ন সীমান্ত-নদী ফেনীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ সম্পাদনের বিষয়ে গত ০২-০৪ জানুয়ারি ২০১১ ভারতীয় দলের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সেতু নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঞ) ভারতের ঋণের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত-৩৮)

ভারতীয় ঋণের বিপরীতে গৃহীত সড়ক ও রেলপথ বিভাগের মোট ১৭টি প্রকল্প প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১২টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি ও বিআরটিসি'র ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৪টি প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ০২টি প্রকল্প, বিআরটিসি'র ০১টি প্রকল্প ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাকী ০৭টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্যাবলী নিম্নে সারণী-৫ এ প্রদান করা হলো।

ভারতীয় ঋণের বিপরীতে গৃহীত প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য

অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন হতে গৃহীতব্য অর্থের পরিমাণ		মন্তব্য
		(কোটি টাকা)	(কোটি টাকা)	(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	
বিআরটিসি					
১।	বিআরটিসি'র জন্য ডাবল ডেকার, একতলা এসি ও আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহ	৩০৩.৩৩৮৫	২৫৪.২৪৩৫	৩৬.৮৫	০৭-১২-১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর					
২।	সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সুলতানপুর-টিনইর-আখাউড়া-সেনারবাদি স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ।	২৩৩.৩৪৫৩	২৩৩.৩৪৫৩	৩৩.৩৪	১২-১০-১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	ঢাকা শহরের জুরাইন রেলক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ।	৬৫.৮১০৯	৫৫.৪৭৪৯	৭.৯২	০৯-০৯-১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (পরিবর্তিত নাম বাঁরৈয়ারহাট-হেয়াকো-রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প)।	২০৩.৯০১১	২০৩.৯০০০	২৯.১৩	০৪-০১-১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	লালমনিরহাট-বুড়িমারি সড়ক উন্নয়ন	৫৬০.৬১৮০	৫২৮.৫৮৮৫	৭৫.৫১	২৯/১২/১০ তারিখ প্লানিং কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	বি-বাড়িয়া (সুলতানপুর) ধরখার-কুমিল্লা (ময়নামতি) (ধরখার-আখাউড়া সংযোগ সড়কসহ) জাতীয় সড়কে উন্নীতকরণ।	৬১১.০৬	৬১১.০৬	৮৭.২৯৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৫/০১/১১ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত। ০৭/০২/১১ তারিখে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
	মোট (সড়ক ও জনপথ)	**১৬৭৪.৭৩৫৩**	**১৬৩৩.২১০২**	**২৩৩.১৯৫**	

বাংলাদেশ রেলওয়ে

অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন হতে গৃহীতব্য অর্থের পরিমাণ		মন্তব্য
		(কোটি টাকা)	(কোটি টাকা)	(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	
৭।	১০টি ব্রডগেজ ডি.আই লোকোমোটিভ সংগ্রহ।	২০৮.৬০৯২	১৪৮.৪৭৫৩	২১.২১	০৯.০৯.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৮।	১২৫টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ।	৩৫৩.২৫৩২	২৪৫.১১৮৫	৩৫.০২	০৯.০৯.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৯।	জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য ১৮০টি ব্রডগেজ ট্যাংকে ওয়াগন এবং ৬টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ	১৭৮.১৯০০	১২১.২৩১০	১৭.৩২	০৯.০৯.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১০।	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৫০টি মিটারগেজ ফ্লাট ওয়াগন এবং ৫টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ	৩১.৩৮০০	২০.২৩০০	২.৮৯	০৯.০৯.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১।	রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ	৯৫৯.২০৪৯	৮২৬.২০০০	১১৮.০৩	০৯.১১.১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১২।	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ।	১৭২১.৩৯৩৬	১২০২.৩১১৪	১৭৪.২৭	২৯.১২.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ।	৫৫৬.৩১১৫	৩৯৭.৬৬১৩	৫৬.৮১	২১.১২.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৪।	বিমানের জ্বালানি পরিবহনের জন্য ১০০টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।	৭৭.০৭৪৯	৫১.৮৫০২	৭.৪১	০৪-০১-১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ।	৩৩১.৩২৪২	২৩২.২২৩৮	৩৩.১৭	০৪-০১-১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৬।	৩০টি বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ।	৯০৭.৭৯৫১	৪২৫.০৫০১	৬০.৭২	০৪-০১-১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৭।	২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ।	৯৮৩.২৪৮০	৬৮৮.৪১৫০	৯৮.৩৫	২৮.১২.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৮।	১৭০টি এমজি বিএফসিটি ও ১১টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।	৯৬.৬০৯৯	৬৬.২১৮৭	৯.৪৬	২৮.১২.২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
	মোট (রেলওয়ে)	৬১০৪.৩৯৪৫	৪৪২৪.৯৮৫৩	৬৩৪.৬৬	
	সর্বমোট (বিআরটিসি+সড়ক ও জনপথ +বাংলাদেশ রেলওয়ে)	৮০৮২.৪৬৮৩	৬৩১২.৪৩৯	৯০৪.৭০৫	

রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ৩৫)

রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (পরিবর্তিত নাম বাইয়ার হাট-হেয়াকো-রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প)। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৫.১৬ কোটি টাকা । সম্প্রতি প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

দেমাগিরি-তেগামুখ সীমান্ত পয়েন্ট ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ৩৫)

দেমাগিরি-তেগামুখ সীমান্ত পয়েন্ট খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। বিদ্যমান কোন সড়ক এলাইনমেন্ট না থাকায় একটি সম্পূর্ণ নতুন রুট চালু করা প্রয়োজন হবে। নতুন রুট চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সার্ভে, এলাইনমেন্ট নির্ধারণ, রোড ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলছে।

জুরাইন ফ্লাইওভারের সংশোধিত প্রস্তাব ঃ (যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত- ৩৯)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক "ঢাকা শহরের জুরাইন রেলক্রসিং এর উপর ওভারপাস নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৪-লেন বিশিষ্ট আলোচ্য ওভারপাসটির দৈর্ঘ্য ৪০৮.৩৬ মিটার। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫৫.৪৭ কোটি টাকার ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণসহ মোট ৬৫.৮১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ঢাকা শহরের শ্যামপুরে নির্মিতব্য আলোচ্য ওভারপাস নির্মাণ কাজ ৩০ জুন ২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউটিলিটি শিফটিং, সার্ভে ও নকশা প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬. সড়ক নিরাপত্তা

মহাসড়কগুলোতে দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর উপায় উদ্ভাবন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রোড সেফটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে দুর্ঘটনার হার ৫০% হ্রাস করার জন্য প্রত্যেক বছর ১০-১২% দুর্ঘটনা হ্রাসের target নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড হবিগঞ্জের আউসকান্দি, মেঘনা, মেঘনা-গোমতী ব্রীজ, মানিকগঞ্জের উথুলী এবং মাওয়াতে Overload control stations/weigh bridges স্থাপন করা হয়েছে। আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে Overload control stations/weigh bridges স্থাপনের কাজ চলছে। রেল ক্রসিংগুলোর ওপর সড়ক ওভার ব্রিজ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. রাজধানীর যানজট নিরসন

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধান এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে Strategic Transport Plan (STP) বাস্তবায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। রাজধানীর যানজট নিরসনে বর্তমান সরকার নতুন বিমানবন্দর হতে যাত্রাবাড়ি হয়ে শনির আখড়া পর্যন্ত প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ Dhaka Elevated Expressway নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১১ মাসে বহুল প্রত্যাশিত এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করে বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল অর্থাৎ ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। দ্রুততম সময়ে BOOT/PPP ভিত্তিতে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা বাইপাস সড়ক (জয়দেবপুর হতে দেবগ্রাম-ভুলতা-নয়াপুর বাজার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক) ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এ সড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাংশের সাথে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী কেরানীগঞ্জের যাতায়াত সহজ করার জন্য কুয়েত ফান্ডের সহায়তায় চুরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ সেতু কেরানীগঞ্জসহ দক্ষিণাঞ্চলগামী যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী যানবাহনের ঢাকা প্রবেশ ও নির্গমন সহজ করার লক্ষ্যে কাঁচপুর সেতুর বিকল্প শীতলক্ষ্যা

নদীর ওপর সুলতানা কামাল সেতু **(২য় শীতলক্ষ্যা সেতু)** ২৬ জুন ২০১০ এ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ডেমরা-আমুলিয়া সড়ক নির্মাণ এবং বাঁধের উপর নির্মিত আশুলিয়া-মিরপুর-গাবতলী-সোয়ারিঘাট সড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সায়দাবাদ হতে কাঁচপুর পর্যন্ত সড়ককে ৬-লেনে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ জুন ২০১০ তারিখে সুলতানা সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) উদ্বোধন করেন

জাহাঙ্গীর গেইট হয়ে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত প্রায় ১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী ও জুরাইন রেলক্রসিংএ ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণে বন্ধু প্রতীম দেশ সৌদি আরব ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে একদিকে যেমন নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় সাথে রাজধানীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে অন্যদিকে সেতুর অপরপাড়ে উপ-শহর গড়ে উঠবে। ফলে রাজধানীর ওপর জনসংখ্যার চাপ কমবে।

মহানগরীর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বিআরটিসি বাসযোগে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী পরিবহনের জন্য ১৬ জানুয়ারি ২০১০ হতে পল্লবী হতে টেকনিক্যাল হয়ে আজিমপুর পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস চালু করেছে। বিআরটিসি ইতোমধ্যে মতিঝিল-মিরপুর এবং মতিঝিল-আবদুল্লাপুর রুটে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র ই-টিকেটিং পদ্ধতি ঢাকার অন্যান্য রুটে চালু করা হবে। বিআরটিসি কর্তৃক সংগৃহীত ১০০টি সিএনজি বাস ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় আরও ১৭৫ টি বাস জুন ২০১১ এ বিআরটিসি বাস বহরে যুক্ত হবে। এ ছাড়া মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যাত্রী সাধারণের কথা বিবেচনায় এনে সিটি সার্ভিস, কমুটার সার্ভিস এবং দূরপাল্লায় চলাচলের জন্য ইডিসিএফ (কোরিয়া) ঋণের আওতায় জুন ২০১১ সালের মধ্যে আরও ৩০০টি সিএনজি বাস সংগ্রহ করার জন্য প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে। ভারতীয় স্টেট ক্রেডিটের আওতায় ৩০০ দ্বিতল, ১০০ এসি একতলা ও ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে ।

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন বোর্ড ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম নিরসনে উত্তরা-আজিমপুর রুটে বাস রুট ফ্রান্সসাইজ পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছে। এছাড়া গাজীপুর-উত্তরা এবং উত্তরা-সদরঘাট রুটে বাস **রেপিড** ট্রানজিট চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা কাজ চলছে। রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের পরিবহন ব্যবস্থা সমন্বয় করার লক্ষ্যে ডিটিসিবি'কে অধিকতর কার্যকরী করে গড়ে তোলার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে Dhaka Mass Transit Authority হিসেবে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন

ক্রমবর্ধমান স্থল পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করা, পরিবহনের উপযুক্ত ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা** প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুসরণে প্রণীত সড়ক খাতে ২০ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা **রোড মাস্টার প্ল্যান** যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। সড়ক, রেল, নৌসহ অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে **সমন্বিত বহুমুখী পরিবহন নীতিমালা** চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। সড়ক ও মহাসড়কগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সড়ক তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে **সড়ক তহবিল বোর্ড** আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বৎসর মেয়াদি **রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান** প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা শহরের ট্যাক্সিক্যাব চলাচলের অনুমতি প্রদানের জন্য ট্যাক্সিক্যাব নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের পার্কিং সমস্যা নিরসনের জন্য পার্কিং নীতিমালা ও সড়কে অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনরোধে এক্সেল কন্ট্রোল নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৯. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থার সাথে তথ্যের আদান প্রদান সহজ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.moc.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে Local Area Network প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সংস্থার সাথেও Network স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে রেলওয়ে সেক্টর রিফর্মস প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিআরটিএ তে WAN এর মাধ্যমে সকল সার্কেলে ও জোনাল অফিসসমূহকে সদর কার্যালয়ে স্থাপিত মেইন সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদানপূর্বক নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.brta.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং গ্রাহক হয়রানি লাঘবের জন্য অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি জমাদান কার্যক্রম গত ১৪ নভেম্বর ও ২০১০ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকি পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে।

সেমি-অটোমেটিক পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা করার জন্য Vehicle Inspection Centre স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ভিআইসি অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভিআইসি পরিচালনা শুরু হলে ফিটনেস পরীক্ষায় অটোমেটিক পদ্ধতি চালু থাকলে মোটরযান পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আসবে এবং এ খাতে দুর্নীতি কমবে। অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অধীন গোপালগঞ্জ জোন এবং এ জোনের অধীন গোপালগঞ্জ ও পটুয়াখালী দু'টি সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রেলওয়ে কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বতন্ত্র রেলপথ বিভাগ প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিভাগের জনবল নিয়োগের (১৩ টি ক্যাডার ও ২৩ টি সহায়ক পদ) বিষয়ে সংস্থাপন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে এবং বিভাগ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় দক্ষতা ও গতিশীলতা, সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচটি অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদকে Line of Business (LoB) প্রধান হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

১০. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১০. ০১ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কগুলোকে চার লেনে উন্নীতকরণ

রাজধানী ঢাকার সাথে বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ অধিকতর নিরাপদ, সুগম এবং দ্রুততর করার লক্ষ্যে প্রায় দুই হাজার তিনশত তিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে **ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি** অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম নেটওয়ার্ক হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে ২-লেনের জাতীয় এ সড়কটি সারাদেশের পণ্য ও মালামাল পরিবহনে অপ্রতুল। এ সড়কে দুর্ঘটনার মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৪০০-৬০০ জীবনহানি ঘটছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই এ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রতি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতোমধ্যে এক হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯২.৩ কি.মি. সড়ক নির্মাণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কার্যাদেশপূর্বক চুক্তি সম্পাদন এবং ভূমি অধিগ্রহণসহ যাবতীয় কাজ সম্পাদনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০১৩ সালের মধ্যে সমাপ্ত হলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ মহাসড়কটির ক্রমবর্ধমান যাত্রিবাহী ও বাণিজ্যিক যান চলাচলের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিওওটি/বিওটি/পিপিপি ভিত্তিতে ৪ লেনের (ভবিষ্যতে ৬ লেনের সুবিধাসহ) ২য় ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সেস কন্ট্রোল্ড্ মহাসড়ক / Elevated Expressway নির্মাণের জন্য Pre-investors Qualification আহ্বান করা হয়েছে। এ ছাড়াও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় জাতীয় মহাসড়কগুলোকে বিওটি/বিওওটি/পিপিপি ভিত্তিতে ডিভাইডারসহ ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ডিভাইডারসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১০.০২ সেতু প্রকল্প

দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও পর্যটন জেলা কক্সবাজার-এর সাথে যাতায়াত সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর ওপর নির্মিত **হযরত শাহ্ আমানত (রহঃ) সেতু** ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে ২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত **দশমিনা সেতুটি (শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু)** ফেব্রুয়ারি ২০১১-এর শেষ সপ্তাহে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। রংপুর-কুড়িগ্রাম সড়কে **তিস্তা সেতু**, পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে **খেপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুরে** ৩টি সেতু, সিলেট-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ সড়কে ১০টি সেতু, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ (ঘোনার পাড়া) সড়ক উন্নয়নসহ শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) এর অসমাপ্ত আজ সমাপ্তকরণ, টিম্বুক-রুমা সড়কে রুমা সেতু , কাচদহ সেতু নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাইকার সহায়তায় সওজ-এর কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে ১৩৬ টি মাঝারি আকারের পুরাতন সেতু পুনঃনির্মাণের জন্য ৬৯০.৯০ কোটি টাকার **'ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সওজ এর ৫১ টি সেতু সমাপ্ত করার মাধ্যমে জনগণের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে ২৮০.৬৫ কোটি ব্যয় করা হচ্ছে। চীন সরকারের সহায়তায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদারীপুরের কাজিরটেকে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে লেবুখালী সেতু নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত
হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতুর শুভ উদ্বোধন

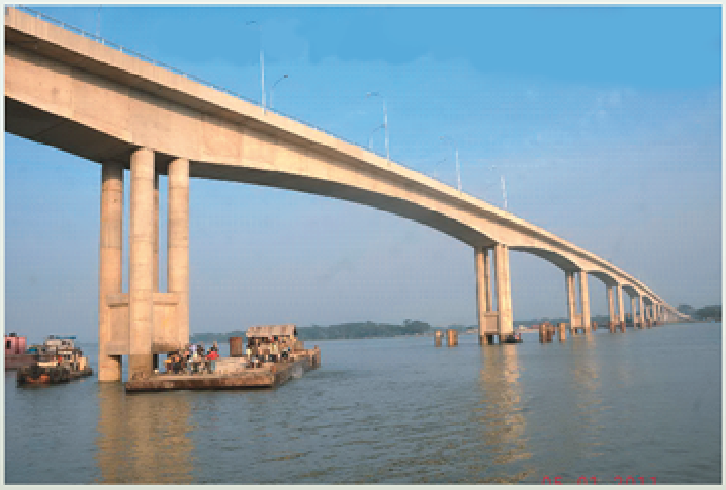

চিত্রঃ শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু (দপদপিয়া সেতু)
শীঘ্রই যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে

১০.৩ পর্যটন শিল্প উন্নয়ন সহায়ক সড়ক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে অগ্রগতি

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়সহ প্রকল্পের বর্ণনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ময়মনসিংহ-দুর্গাপুর-টাংগুয়ার হাওড় পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ।	দৈর্ঘ্য ঃ ১০৬.৭ কি.মি. ময়মনসিংহ-দুর্গাপুর অংশ ৫৪ কি.মি. তন্মধ্যে জ-৩৭০=২১কি.মি. ত-৩৭০৪=৩৩.৭কি.মি. দুর্গাপুর-টাংগুয়ার হাওড় অংশ ৫২কি.মি.		সওজ-এর আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপিতে আলোচ্য শিরোনামে কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে দুর্গাপুর-টাংগুয়ার হাওড় সড়ক সেকশনটি ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে এডিপির বরাদ্দহীন সবুজ পাতাভুক্ত আন্তঃজেলা সীমান্ত সড়ক নির্মাণ (সিলেট-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা-শেরপুর-জামালপুর) (ফেরী সংযোগসহ) প্রকল্প ত- ২৮৩৪ এর অংশ ।
২.	লাউচাপড়া-ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা-দুর্গাপুর বর্ডার রোড নির্মাণ।	৬৭কি.মি.		সওজ এর আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপিতে আলোচ্য শিরোনামে কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে উক্ত সবগুটি আন্তঃজেলা সীমান্ত সড়ক ত-২৮৩৪ (সিলেট-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা-শেরপুর-জামালপুর) (ফেরী সংযোগসহ) নির্মাণ প্রকল্প (২৫০ কি.মি.) এর অংশ।
৩.	জামালগঞ্জ থেকে পাহাড়পুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।			সওজ এর আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপিতে আলোচ্য শিরোনামে কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই।
৪.	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থেকে সিলেটের তামাবিল পর্যন্ত বর্ডার রোডের সংস্কার।	২৬২.৬ কিমি		সওজ এর আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপিতে আলোচ্য শিরোনামে কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নাই। তবে সওজ এর ২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপির বরাদ্দহীন সবুজ পাতাভুক্ত আন্তঃজেলা সীমান্ত সড়ক ত-২৮৩৪ (সিলেট-সুনামগঞ্জ- নেত্রকোনা-শেরপুর-জামালপুর) (ফেরী সংযোগসহ) প্রকল্পের ২৫০ কি.মি. উক্ত প্রকল্পের অংশ।
৫.	আমতলী থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও সেতু নির্মাণ।	২২ কি.মি. ৫৬.৯৬ কোটি টাকা সেতু ৩টির মোট দৈর্ঘ্য=১৯৭৫.১৫ মিটার ১৩০.৭৭ কোটি টাকা ক) খেপুপাড়াঃ ৯১৬.৫২ মিটার খ) হাজীপুরঃ ৫৬৩.২০ মিটার গ) মহীপুরঃ ৪৯৫.৪৩ মিটার	সড়কের অগ্রগতি ১২.২৯% সেতুর অগ্রগতি ৬.৫৯%	উক্ত প্রকল্পটি সওজ এর ২০১০-১১ অর্থবছরের এডিপিতে ২টি পৃথক চলমান প্রকল্প হিসাবে রয়েছে। ১। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া -কুয়াকাটা অংশ) ২। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে খেপুপাড়া-হাজীপুর-মহীপুর ৩টি সেতু নির্মাণ।

১১. ২০০৯ ও ২০১০ সনে অনুমোদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

সরকারের অর্থায়নে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে সারাদেশে ৪৬৪৮ কি.মি. জেলা সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সওজ এর ৮টি জোনে ১৯৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সওজ এর ৫১ টি সেতু সমাপ্ত করার মাধ্যমে জনগণের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে ২৮০.৬৫ কোটি, বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়ক উন্নয়নে ১১৫.৯৮ কোটি, উত্তর চট্টগ্রামের জনসাধারণের যাতায়াত সহজ ও সুগম করার প্রয়োজনে চট্টগ্রাম হাটহাজারী সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণে ১২৯.৫২ কোটি, গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণে ১৬৩.৯৯ কোটি, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ (ঘোনারপাড়া) সড়ক উন্নয়নসহ শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটপাতী সেতু) এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২১০.৬৪ কোটি টাকার প্রকল্পসহ ২০০৯ সনে ৩৬৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩১ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সকল প্রকল্প বর্তমান ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তা ছাড়া সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা বাইপাসসহ প্রায় ৬০০ কি.মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সওজ-এর আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬১০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬৬৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

যাত্রী আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলরত আন্তঃদেশীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের সময় কমানো হয়েছে এবং চলাচলের দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের ভিসা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, মতিঝিল ঢাকাতে ভিসা কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যাত্রীদের On Board ও Immigration Custom সম্পাদনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তার একজন সহগামীর জন্য আন্তঃনগর ট্রেনে সুলভ/শোভন শ্রেণীতে ৫০% ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে।

১৪১৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে রাজশাহী-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রুটের সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চাকুরীজীবীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নারায়ণগঞ্জ-জয়দেবপুর রুটে জুন ২০০৯ হতে তুরাগ এক্সপ্রেস নামে এক জোড়া কমিউটার ট্রেন প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে রাজশাহী-ঢাকা'র মধ্যে 'ধুমকেতু এক্সপ্রেস' এবং লালমনিরহাট-বুড়িমারী রুটে 'বুড়িমারী এক্সপ্রেস' নামে দু জোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে 'চট্টলা এক্সপ্রেস' এবং বোনারপাড়া-দিনাজপুর এর মধ্যে 'রামসাগর এক্সপ্রেস' নামে দু'জোড়া ট্রেন নভেম্বর ২০১০ হতে চালু করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ১৫-০৯-২০১০ তারিখে মোবাইলে টিকেটের তথ্যাদি এবং ০৪-০৩-২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোবাইলে/অন-লাইনে টিকেট কাটার সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী স্টেশনসমূহ থেকে সকল আন্তঃনগর ট্রেনের সকল গন্তব্যের টিকেট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। যাত্রীসাধারণের ভ্রমণ আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে সুবর্ণ এক্সপ্রেসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে ভিসপ্লে বোর্ড, ভিসিডি, এলসিডি মনিটর, মোবাইল চার্জার পয়েন্ট, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনসহ ২৬টি রেলওয়ে স্টেশনের রি-মডেলিং/উন্নয়ন এবং মোট ৪১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১৪৮৩.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি দরপত্রের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৮ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৯২.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এ যাবৎ মোট প্রায় ১২৭৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হতে গুনধুম পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। রেলওয়ে একটি নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী জনগণের সাধারণ পরিবহন মাধ্যম বিধায় বিশ্বে রেলওয়ে পরিবহনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারও বাংলাদেশ রেলওয়ের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর সাথে রেল সংযোগ করে ঢাকা হতে যশোর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন, বরিশাল পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন এবং কালুখালী হতে ভাটিয়াপাড়া হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বৎসর মেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১. সূচনা

বাংলাদেশের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে দেশের একক বৃহত্তম পরিবহন মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সরকারের একটি অন্যতম প্রধান সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সমগ্র দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক, আরামদায়ক ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য হলো সারা দেশে নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সাশ্রয়ী সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট প্রায় ২১০৪০.২৮ কিলোমিটার সড়ক আছে। তন্মধ্যে ১৮২০৯.৭২ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ২৮৩০.৫৬ কিলোমিটার ইট বিছানো ও কাঁচা সড়ক রয়েছে। এ ছাড়া সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭ টি সেতু (মোট দৈর্ঘ্য ১৩০ কিমি) এবং ১৩,৭৫১ টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৫৪কিমি) রয়েছে। অধিকন্তু ৬০টি ফেরী ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৫৩টি ফেরী যান পরিচালনার মাধ্যমে ফেরী পারাপার কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ৪২,৪০০ কোটি টাকা (ইউএস ডলার ৭.৪ মিলিয়ন) সমপরিমাণ জাতীয় সম্পদ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে।

সওজ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক শ্রেণী

সড়ক শ্রেণী	পাকা সড়ক (কিলোমিটার)	ইট বিছানো ও কাঁচা সড়ক (কিলোমিটার)	মোট (কিলোমিটার)
১। জাতীয় মহাসড়ক	৩৪৪৫.২১	৪৬.৮০	৩৪৯২.০১
২। আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪১০৫.০৮	১৬৩.১৮	৪২৬৮.২৬
৩। জেলা সড়ক	১০৬৫৯.৪৩	২৬২০.৫৮	১৩২৮০.০১
মোট	১৮২০৯.৭২	২৮৩০.৫৬	২১০৪০.২৮

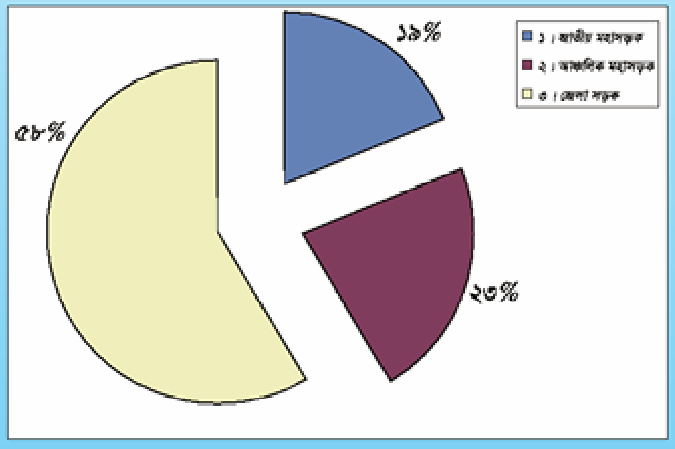

চিত্র ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক শ্রেণী

২. ২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মসূচির (বরাদ্দ ও ব্যয়) তথ্যাবলি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	এডিপি প্রকল্প সংখ্যা			বরাদ্দ				মোট ব্যয়	অগ্রগতি
	জিওবি	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	মোট	জিওবি	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	মোট বরাদ্দ	৬ মাসের জন্য মোট বরাদ্দের অর্ধেক গণ্য করা হল		
২০০৯-১০	১১০	৯	১১৯	১৭১০.৩৪	৫৯৭.৮৭	২৩০৮.২১	-	১৯৬৬.৫৭	৮৫.২০%
২০০৯-১০ (জানু-জুন/....)	১১০	৯	১১৯	১৭১০.৩৪	৫৯৭.৮৭	২৩০৮.২১	১১৫৪.১১	১৫৪৫.৬৪	৬৬.৯৬%
২০১০-১১ (জুলাই-ডিসে/১০)	১০৯	৮	১১৭	১১৭৬.০৯	৫৬০.৯৭	১৭৩৭.০৬	৮৬৮.৫৩	৪৩৪.২৭	২৫.০০%
২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট				১৪৪৩.২২	৫৭৯.৪২	২০২২.৬৪	২০২২.৬৪	১৯৭৯.৯১	৯৭.৮৯%

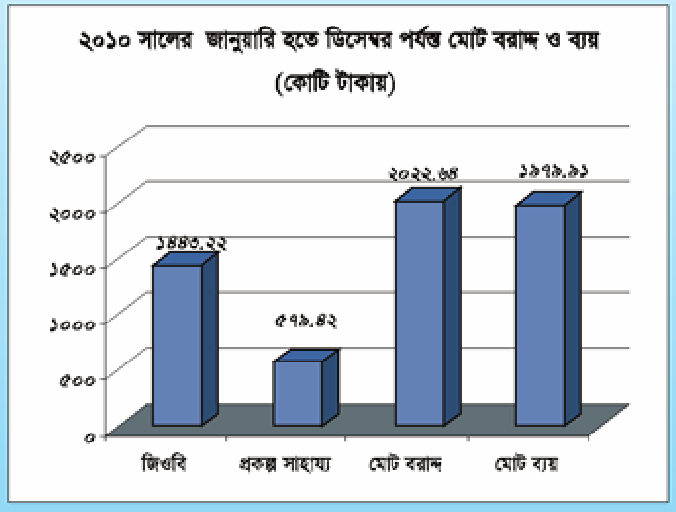

চিত্র ঃ ২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

৩. ২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

২০০৯-১০ অর্থবছরে সওজ-এর আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬১০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এর মধ্যে পিরিওডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও সেতু) কাজে ২১২.১৮ কোটি টাকা, পিএমপি (সড়ক) কাজে ২১৯.৯৮ কোটি টাকা, পিএমপি (সেতু) কাজে ৩০.০০ কোটি টাকা এবং রুটিন মেইনটেন্যান্স কাজে ২৯.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে পিরিওডিক মেইনটেন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বাইপাসসহ মোট ৪০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে সওজ-এর আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬৬৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে পিরিওডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও সেতু) কাজের জন্য ২১১.০০ কোটি টাকা, পিএমপি (সড়ক) কাজের জন্য ৩০০.০০ কোটি টাকা, বিশেষ বকেয়া কাজের জন্য ৬৯.০০ কোটি টাকা, পিএমপি (সেতু) কাজের জন্য ৩৫.০০ কোটি টাকা, জরুরি মেরামত কাজের জন্য ১৫.০০ কোটি টাকা এবং রুটিন মেইনটেন্যান্স কাজের জন্য ৩৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন পিরিওডিক মেইনটেন্যান্স কর্মসূচির আওতায় মোট ৫৯৫ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সাম্প্রতিক ব্যয়/বরাদ্দের হিসাব

অর্থবছর	পিরিওডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও সেতু)	পিএমপি (সড়ক)	পিএমপি (সেতু)	বিশেষ ও বকেয়া	রুটিন মেইনটেন্যান্স	জরুরি মেরামত
২০০৯-১০ (ব্যয়)	২১২.১৮	২১৯.৯৮	৩০.০০	-	২৯.৭৫	-
২০১০-১১ (বরাদ্দ)	২১১.০০	৩০০.০০	৩৫.০০	৬৯.০০	৩৫.০০	১৫.০০

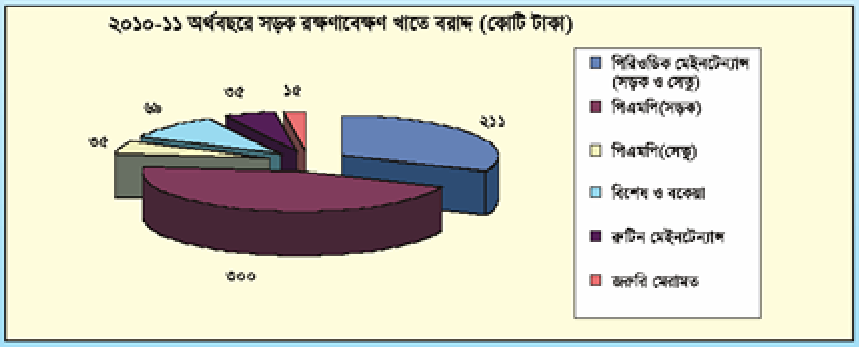

৪. সড়ক যোগাযোগ খাতে বর্তমানে প্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহ

বর্তমান সরকার নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছে :

- চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন;
- বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ;
- আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ ইশতেহার জানুয়ারি ২০১০ বাস্তবায়ন;
- সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- যানজট নিরসনে বাস্তবমুখী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সড়ক নেটওয়ার্ক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির বাস্তবায়ন; এবং
- ই-প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়ন।

রাজধানী ঢাকার সাথে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের দ্রুততর সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তব কাজ বর্তমান অর্থবছরেই আরম্ভ হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপানি ঋণ মওকুফ তহবিলের সহায়তায় ২৩৮২.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৯২ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক ৪-লেনে

উন্নীত করা হবে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সহিত যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পর্যায়ক্রমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৬-লেনে উন্নীতকরণের বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে ডিজাইনমান অর্জনের লক্ষ্যে আলোচ্য রুটে অন্তর্গত সড়ক সেকশনসহ সকল জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে সরকার আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমান সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি চীন, জাপান, কুয়েত, সৌদিআরব, বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা হতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র : ঢাকা - চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

ঢাকা বাইপাস সড়ক উদ্বোধনের দ্বারা ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এই বাইপাস দিয়ে নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বৃহত্তর সিলেট জেলাসমূহ থেকে যানবাহন ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত করছে।

চিত্র : ঢাকা বাইপাস সড়ক (জয়দেবপুর - দেবগ্রাম - ভালুকা - নয়াপুর বাজার - মদনপুর সড়ক)

৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১.১ সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি

বর্তমান সরকার ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্য নিরসন করে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র দেশব্যাপী একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত, পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যয়-সাশ্রয়ী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ২য় বছরে (২০১০) এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৬ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮১৯.০০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরের ১ম ছয় মাসে ৩৬টি নতুন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৭৭.০০ কোটি টাকা। অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হলোঃ

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	মীরপুর-এয়ারপোর্ট সড়কে ফ্লাইওভার ও বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প	১৯১৬৮
২.	বহদ্দারহাট থেকে তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর এপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	১৪২০৩
৩.	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহে সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	৯০২২২
৪.	ঢাকা শহরের জুরাইন রেলক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ	৬৫৮১
৫.	৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩৭৭৬৩
৬.	নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	৯৫৬১
৭.	উল্লাপাড়া বেলকুচি সড়কে করোতোয়া নদীর উপর সোনতলা সেতু নির্মাণ	৫৪৪৫
৮.	সরাইল-বিবাড়িয়া-সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউরা-সেনারবাদি সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	২৩৩৩৭
৯.	মদনপুর-নিরাই-শাল্লা সড়ক নির্মাণ (দিরাই-শাল্লা অংশ)	১১৯৯১
১০.	বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২৩৮৯
১১.	মানিকখালী সেতুসহ-আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন	৬৬৮৯
১২.	নড়িয়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন-মাতবরকান্দি-ডপরী-শাওড়া সড়ক	৩২৭১
১৩.	বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর (মধুপুর সংযোগসহ) সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নয়ন	১০৬১৪
১৪.	চিতলমারি-ফকিরহাট (ফলতিতা) সড়ক উন্নয়ন	২২৭৯
১৫.	বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ	৪৬৯২
১৬.	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কি.মি. এ ৬টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	২০৩৪
১৭.	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল সড়ক উন্নয়ন	৭৬৭৬
১৮.	বাজুনিয়া-গান্দাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া (রামদিয়া বাজার বাইপাসসহ) সড়ক নির্মাণ	৯০৫৩
১৯.	লেবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-কালাইয়া-দশমিনা-গলাচিপা-আমরাগাছিয়া সড়ক পুনঃনির্মাণ	৯৯২৩
২০.	মাদারীপুর (তুলপদ্দি)-কালকিনি-ভুরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন	৫০৩৭
২১.	পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে খাসপাড়া)	২৩৯৮
২২.	শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কি.মি. এ বগুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ	৫২২
২৩.	ভোমরা স্থলবন্দরসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৩৮৫৩
২৪.	মাগুরা-মোহাম্মদপুর-কালিশংকরপুর-নহাটা-লোহাগড়া সড়ক উন্নয়ন (মাগুড়া অংশ)	৩৩১০
২৫.	রংপুর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সওজ সড়কসমূহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ	৪০০০
২৬.	গফরগাঁও-বর্মী-মাওনা সড়কে ব্রিমোহনী সেতু নির্মাণ	১৯৩৩
২৭.	চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কালীন্দিরানী সড়কের ১০ম কি.মি. এ শীলক নদীর উপর রাজারহাট সেতু নির্মাণ	১০২০
২৮.	বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক	৭৩০৯
২৯.	চরখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বাড়ইগ্রাম সড়কের বিয়ানীবাজার শহরাংশে সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ	
	(সরু ও পুরাতন সেতুর স্থলে নতুন ৭টি সেতু নির্মাণসহ)	৪১০০

৫.২ সাম্প্রতিক সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- ৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে)
- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর হয়ে ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে)
- টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়কের ১ম কিলোমিটারে টঙ্গী রেলক্রসিং স্থলে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে)
- শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু নির্মাণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে)
- ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে)
- সীমান্ত (সন্ধ্যাকুড়া-হাতিপাগাড়-হালুয়াঘাট) সড়কে ভোগাই নদীর উপর ভোগাই সেতু নির্মাণ

চিত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টঙ্গী রেলক্রসিং স্থলে শহীদ আহসান উলাহ মাস্টার উড়াল সেতু উদ্বোধন করেন

চিত্র : টঙ্গী-কালীগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়কের ১ম কিমি টঙ্গী রেলক্রসিং স্থলে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু

৫.৩ সওজ বাস্তব কাজের সাম্প্রতিক অগ্রগতি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় গত জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে ৩৬৬ কি.মি. সড়ক নতুন নির্মাণ, ৩১৪ কি.মি. সড়ক প্রশস্তকরণ, ৫৭৮ কিমি সড়ক মজবুতিকরণ, ৯৪৫ কি.মি. সড়ক সার্ফেসিং, ২৭৬ কিমি সড়ক সিলকোট, ১২৫০ মিটার কংক্রিট সেতু এবং ১৭৫০ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ।

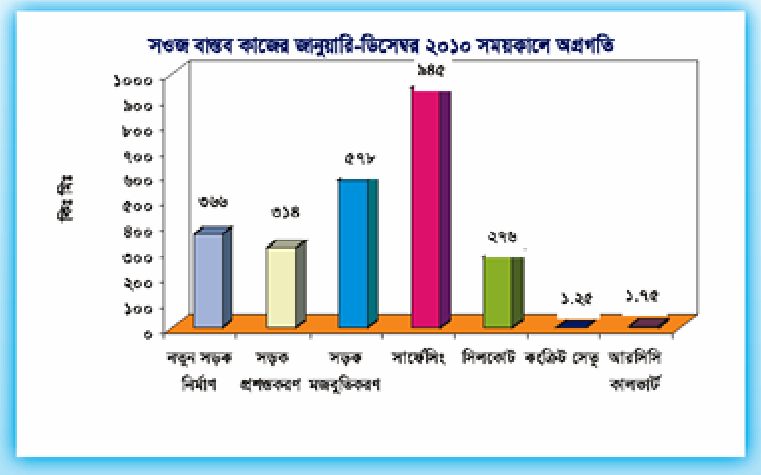

৫.৪ বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে দেশী-বিদেশী অর্থায়নে ১০৩ টি প্রকল্প চলমান আছে যার অনুকূলে ৫৬০.৯৭ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ সর্বমোট ১৭২৬.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হলো-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়
	বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে দপদপিয়া সেতু	২৯৮০০
	তিন সেতু প্রকল্পের অধীনে রংপুর-কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট সড়কে তিস্তা সেতু	১২০০০
	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	২৩৮২১৭
	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ শিংকে রোড ৪-লেনে উন্নীতকরণ	৫৫৯২
	সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-১ (বৃহত্তর ময়মনসিংহে, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল)	৬৯১০৫
	সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহে, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল)	১০৯২৯৩

	ডেমরা-আশুলিয়া-শেখের জায়গা-রামপুরা সড়ক নির্মাণ	৯৭৮৭
	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিমি) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	৫৬৯৬
	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে খেপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুরে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৩০৪৩
	গৌহনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-গোপালগঞ্জ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	১৬৪০০
	টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাইজবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৬১০৪
	মাদারীপুর-আগৈলঝড়া সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ প্রকল্প	৩১৪৭
	পাবনা থেকে বাঁধেরহাট তায়া নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট হয়ে রাজবাড়ী জেলার সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৪১৩৭
	কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিনড্রাইভ সড়ক - ২য় পর্যায় (ইনানী থেকে শিলখালী পর্যন্ত)	১৫৫৭৬
	বেতগ্রাম-তালা-পাইকপাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে শিবসা নদীর উপর শিবসা সেতু	৫৮২৯
	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭তম কিলোমিটারে শৈলমারী নদীর উপর বটিয়াঘাটা সেতু	২৫৭৫
	সুরমা নদীর উপর পুরাতন কীন সেতুর নিকটে কাজিরবাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু	৯৮৮৮

৫.৫ অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

২০১০-১১ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৬১ টি প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদনের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ১৬১ টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪৫ টি প্রকল্প সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে এবং ১৬ টি প্রকল্প বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
	পৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	কোটালীপাড়া-রাজৈর সড়ক নির্মাণ (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ সড়কে ননমোটরাইজড্ ভেহিক্যাল লেন নির্মাণ (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	মাদারীপুর (মোস্তফাপুর) তায়া কাজীরটেক ব্রীজ হতে শরীয়তপুর সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ (১/১/২০১১ ৩০/০৬/২০১৪)
	সীমান্ত (হাতিপাগার-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুহা-কামালপুর) সড়ক নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৪৩৩.৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	রৌমারী-তুরা স্থল বন্দর সড়ককে (৩টি সেতুসহ) জাতীয় মহাসড়ক হিসাবে নির্মাণ(১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর ব্রীজ (মতলব সেতু) নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
	নেত্রকোনা-মদন (আটপাড়া সংযোগসহ) সড়ক উন্নয়ন (১/১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪)
	নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১/১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪)

বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
	বাইয়ারহাট-হোয়াকো-রামগড়-সাবরুম স্থল বন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (ভারত সরকারের অর্থায়নে)
	বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে লেবুখালী সেতু নির্মাণ
	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ২য় মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণ
	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ২য় মেঘনা সেতু নির্মাণ
	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-বঙ্গবন্ধু সেতু-হাতিকামরুল সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর অংশ (পোস্তার সড়ক) ৮-লেনে উন্নীতকরণ

চিত্র ঃ কর্ণফুলী নদীর তলদেশে পরিকল্পনাধীন টানেল

৬. চলতি অর্থ বছরের সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প

২০১০-১১ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত ২১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	বক্সীগঞ্জ-সানন্দাবাড়ী-চরয়াজিবপুর সড়কে সানন্দাবাড়ী সেতু নির্মাণ (১/৭/১৯৯৮-৩০/৬/২০১১)
২.	দিগাপাইত-সরিষাবাড়ী সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বাউসি সেতু নির্মাণ ও দিগাপাইত-সরিষাবাড়ী তারাকান্দি সড়ক উন্নয়ন (১/৩/২০০৪-৩০/৬/২০১০)
৩.	কালামপুর-কাউলিয়াপাড়া-বালিয়া (সাটুরিয়া সংযোগ সহ) সড়ক উন্নয়ন (১/৫/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
৪.	নরসিংদী-মদনগঞ্জ সড়কের বাস্তল পর্যন্ত ২৯ কিমিঃ সড়ক নির্মাণ (১/১/২০০৬-৩০/০৬/২০১১)
৫.	আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকোরিয়া সড়ক উন্নয়ন (১/৭/২০০২-৩০/৬/২০১০)
৬.	চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (সংশোধিত) (১/৭/২০০৫-৩১/১২/২০১০)
৭.	ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-শ্রীকাইল-নবীপুর সড়ক উন্নয়ন (১/৭/২০০২-৩০/৬/২০১১)

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম
৮.	ক্যান্টেন লিংক সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৪-৩১/১২/২০১০)
৯.	পাঁচকিত্তা-নাগেরকান্দি সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
১০.	মাধবপুর-রাজাচাপিতলা সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)
১১.	বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে শিবসা নদীর উপর শিবসা সেতু ও ৫১তম কিলোমিটারে কয়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১/৭/২০০০-৩০/০৬/২০১০)
১২.	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭তম কিলোমিটারে শৈলমারী নদীর উপর বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) (১/৭/২০০০-৩১/১২/২০১০)
১৩.	সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (১/৭/২০০৪-৩০/৬/২০১১)
১৪.	পাবনা থেকে বাঁধেরহাট ভায়া নাজিরপুর ফেরীঘাট হয়ে রাজবাড়ী জেলার সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/২০০৪-৩০/৬/২০১১)
১৫.	চাটমোহর-হাবিয়াল-হামকুড়িয়া সড়ক উন্নয়ন (১/১২/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
১৬.	পাবনা-পাকশী নদীবন্দর (লালনশাহ্ সেতু এপ্রোচ-ঈশ্বরদী ইপিজেড) সড়ক নির্মাণ (০১/০১/২০০৯-৩১/১২/২০১১)
১৭.	কাশীনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক উন্নয়ন এবং কাজিরহাট ফেরীঘাট এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ (০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১১)
১৮.	পাগলাপীর-তালিয়া-ভিন্তা ব্যারেজ সড়ক নির্মাণ (১/১০/২০০৬-৩০/০৬/২০১১)
১৯.	জরুরি দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সড়ক পরিবহন) ২০০৭ (০১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০১০)
২০.	বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে স্টাডি ও ডিজাইন (১/৪/২০০৮-৩০/৯/২০১০)
২১.	Preparing the Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Corridor (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১১)

৭.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

বর্তমান সরকার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

৭.১ রাজস্ব খাতে শূন্যপদ পূরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল ঘাটতি রয়েছে। এ সমস্ত পদে রাজস্ব খাতে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিয়োগের সাথে একই সংগে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের দ্বারা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরি ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৭.২ ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়ন ঃ সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর বর্তমানে (Central Management System) (CMS) এবং (Project Monitoring System (PMS))-এর মাধ্যমে প্রকল্পের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং-এর কাজ করছে। এটি সম্পূর্ণ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাজধানী ঢাকাসহ মাঠ পর্যায়ের সকল স্থানের দাপ্তরিক কাজ সহজ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে (CMS)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত (প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত) অগ্রগতির তথ্য পর্যবেক্ষণসহ প্রকল্প মনিটরিং-এর সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রয়েছে। একই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পর্যায় হতে করণীয় নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কাজে নতুন Software চালু করা হয়েছে। Off line CMS কে Real-Time Online CMS এ রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া সওজের সকল টোল সড়ক ও সেতুর যাবতীয় টোলের হার Web Site এ প্রদান করা হয়েছে।

৭.৩ ই-টেন্ডার বাস্তবায়ন ঃ সরকারি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সওজ সব ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সিপিটিইউ e-Government Procurement (e-GP) সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান ও দরপত্র দাখিলের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কাজ পর্যায়ক্রমে প্রায় সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে e-Tendering এর যাবতীয় কাজ পুরোদমে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০১১ নাগাদ প্রাথমিকভাবে ৪টি সড়ক বিভাগে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও নাটোরে e-tender চালু হবে। এ প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করা গেলে সরকারি কাজ, সেবা ও সরবরাহ ক্রয় পদ্ধতিতে গতিশীলতা আসবে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর e-GP বাস্তবায়নের মাধ্যমে অচিরেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যুগান্তকারী প্রক্রিয়ায় সামিল হতে যাচ্ছে।

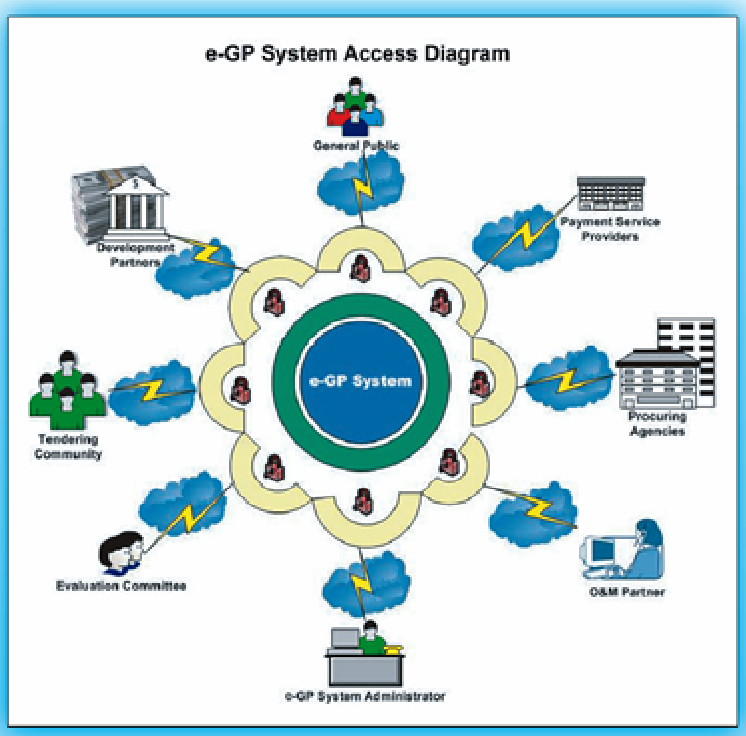

চিত্র ঃ সিপিটিইউ-এর e-Government Procurement (e-GP)

৮. আন্তঃদেশীয় সংযোগ – বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন

আন্তঃদেশীয় সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ৮ নভেম্বর ২০০৯ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ইউএন এসকাপের বিদ্যমান চুক্তিতে বাংলাদেশের নিম্নলিখিত ৩টি সড়ক রুট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ রুটগুলো হলোঃ

(১) বেনাপোল-যশোর-ভাংগা-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল (রুট AH-১) দৈর্ঘ্য ঃ ৪৯৫ কিঃমিঃ
(২) বাংলাবন্দ-হাতিকামরুল-টাঙ্গাইল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল (রুট AH-২)
দৈর্ঘ্য ঃ ৮০৫ কি.মি. (AH-১ ও AH-২ ২৮৩ কি.মি. ওভারলেপিংসহ)
(৩) মংলা-খুলনা-যশোর-পাকশী-হাতিকামরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ (রুট AH-৪১) দৈর্ঘ্য ঃ ৭৫২ কি.মি.

রুট নং (১) ও (২) আন্তর্জাতিক রুট এবং রুট নং (৩) উপ-আঞ্চলিক রুট হিসাবে এসকাপের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে এশিয়ান হাইওয়ে রুটে কতিপয় প্রকল্পের আওতায় সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এশিয়ান হাইওয়ে রুটের একটি প্রাইমারী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। এডিবির অর্থায়নে ট্রান্সপোর্ট করিডোর প্রজেক্টের আওতায় বেনাপোল-যশোর-ভাটিয়াপাড়া সড়ক (৯৮ কিমি) এবং বগুড়া-নাটোর সড়ক (৬২.৮ কিমি) নির্মাণ ও উন্নতকরণ করা হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে রুট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রক্রিয়াধীন ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- এশিয়ান হাইওয়ের ডিজাইন মান অনুযায়ী সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নতকরণ
- এশিয়ান হাইওয়ে রুটে মিসিংলিংক নির্মাণ;
- বিদ্যমান জাতীয় মহাসড়ক পর্যায়ক্রমে ৪-লেনে উন্নীত করণ
- বৃহৎ নদীসমূহের ওপর এক বা একাধিক সেতু নির্মাণ;
- এশিয়ান হাইওয়ে রুটে সাইন সিগনাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন; এবং
- এশিয়ান হাইওয়ে রুটে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- এশিয়ান হাইওয়ে রুট সংক্রান্ত সড়ক নিরাপত্তা ডাটাবেজ তৈরি।

৮.১ এশিয়ান হাইওয়ে রুটে অগ্রাধিকার প্রকল্প পরিকল্পনা

এশিয়ান হাইওয়ে রুট ম্যাপ অনুযায়ী দেশের ভিতরে কিছু প্রকল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার কতগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে (১) AH1 রুটে পদ্মা সেতু নির্মাণ, (২) AH41রুটে ঢাকা - চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং (৩) AH41 রুটে দ্বিতীয় মেঘনা এবং মেঘনা-গোমতি সেতু নির্মাণ।

৯. অন্যান্য আঞ্চলিক প্রকল্প বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণে সার্ক (SAARC), সাসেক (SASEC), বিমসটেক (BIMSTEC), বিসিআইএম (BCIM) প্রভৃতি আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থার সহায়তায় আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ বিস্তৃতির লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় আঞ্চলিক দেশসমূহের মধ্যে করিডোর ভিত্তিক মহাসড়ক সংযোগ নীতিমালার আওতায় আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক সড়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সড়ক লিংক নির্মাণ প্রকল্প (২৫ কি.মি.) বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মিয়ানমার সরকারের সাথে সড়ক সংযোগের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনদুম থেকে মিয়ানমারের বাওয়ালিবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মিয়ানমারের মাধ্যমে চীন পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সরাসরি সড়ক লিংক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ - মিয়ানমার সংযোগের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যায় যে, যথাশীঘ্র সম্ভব দু'দেশের সমর্থনে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ - মিয়ানমার সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য ১৩৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রামু থেকে বাওয়ালিবাজার পর্যন্ত অংশ প্রথম পর্বে বাংলাদেশ সরকারের অর্থে নির্মিত হবে। দ্বিতীয় পর্বে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বাওয়ালিবাজার থেকে কিয়ুকতাউ (Kyauktaw) পর্যন্ত অবশিষ্ট ১১০ কিলোমিটার সড়ক লিংক নির্মিত হবে মিয়ানমার সরকারের অর্থে। মিয়ানমারের সকল প্রদেশ ও বাণিজ্যিক শহরগুলো একদিকে কিয়ুকতাউয়ের সাথে সংযুক্ত, অন্য দিকে চীনের কুনমিং যুক্ত রয়েছে। ফলে উল্লিখিত বাংলাদেশ - মিয়ানমার সংযোগ দ্বারা চীনের কুনমিংয়ের মাধ্যমে এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও যুক্ত হওয়া যাবে। আশা করা যায় যে, মিয়ানমার সরকার আলোচ্য লিংক সড়কের দ্বিতীয় পর্বের বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ - মিয়ানমার সংযোগ সড়ক নামে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১০. যৌথ ইশতেহার বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৫টি ইস্যু (প্যারাগ্রাফ নং ২২, ২৩, ৩৫, ৩৮ ও ৩৯) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মিতব্য পালাটানা পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ভারী মালামাল (ODCs) আশুগঞ্জ হতে আখাউড়া পর্যন্ত সড়ক পথে পরিবহনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সড়ক পথে ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে আসা পণ্য পরিবহনে মংলা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করার লক্ষ্যে সড়ক রুট নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রানজিট ফি নির্ধারণের বিষয়টি ট্যারিফ কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাবরুম-রামগড় ও দেমাগিরি-তেগামুখ স্থলবন্দরকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ২টি সড়ক প্রকল্প ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া গেছে। সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সুলতানপুর-চিনইর-আখাউড়া-সেনারবাদি স্থলবন্দর সড়ক জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প, জুরাইন রেলক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ, রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, লালমনিরহাট-বুড়িমারি । উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় ১৬৬ কিমি সড়ক এবং ৪০৮ মিটার ফ্লাইওভার নির্মিত হবে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ১০৯২ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ১১৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

১১. পদ্মা সেতু একসেস রোড নির্মাণ ঃ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উন্নয়নে পদ্মা সেতু এক যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, যার ফলে এ অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়বে। বিভাগীয় শহর খুলনা ও বরিশাল, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল 'সুন্দরবন', সাগর কন্যা হিসেবে পরিচিত 'কুয়াকাটা', দেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দর বেনাপোল ও ভোমরা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। যানবাহনের অধিক চাহিদার ওপর লক্ষ্য রেখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে ঃ

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	কালনা সেতুসহ ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
২	ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
৩	ফরিদপুর-ভাংগা-বরিশাল মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
৪	মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর-সড়কে আড়িয়লখাঁ নদীর উপর কাজিরটেক সেতু (৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
৫	খুলনা-মংলা মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
৬	৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ

১২. রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসন

ঢাকার যানজট হ্রাসকরণ

ঢাকার যানজট সমস্যা সাম্প্রতিককালে রাজধানীবাসীর জন্য দৈনন্দিন দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্ভোগ নিরসনে বর্তমান সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যানজট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিগত এক বছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করেছেন ঃ

- মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ
- ঢাকা শহরের জুরাইন রেলক্রসিং -এ ওভারপাস নির্মাণ

যানজট হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঃ

- ধানমন্ডি এলাকার যানজট নিরসনের লক্ষ্যে গাবতলী-আসাদগেট-রাসেল স্কয়ার-সাইন্স ল্যাবরেটরী-পলাশি রুটে গ্রেড সেপারেটর নির্মাণ;
- গাবতলী-সোয়ারীঘাট সড়ক উন্নয়ন;
- ২য় বুড়িগঙ্গা সেতু থেকে ১ম বুড়িগঙ্গা সেতু (বাবুবাজার-পোস্তগোলা) সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- ২য় বুড়িগঙ্গা সেতু এ্যাপ্রোচ হতে মাওয়া লিংক পর্যন্ত ৪ লেনে উন্নীতকরণ;
- তৃতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর এপ্রোচ সড়ক (৩টি সেতুসহ) নির্মাণ (আটিবাজার সংযোগসহ);
- টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ; এবং
- ইস্টার্ন বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

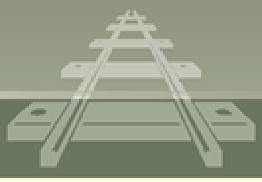

বাংলাদেশ রেলওয়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আরামদায়ক ও পরিবেশ বান্ধব দেশের অন্যতম প্রধান সরকারি পরিবহন সংস্থা। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি সেকশনে ৫৩.১১ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে এ দেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৩৫.০৪ কি.মি. রেললাইন, ৪৪০টি স্টেশন, ২৮৬ টি লোকোমোটিভ (২০৮টি মিটারগেজ ও ৭৮ টি ব্রডগেজ), ১ টি যাত্রীবাহী কোচ (১১ টি মিটারগেজ ও ৩২৪ টি ব্রডগেজ), ৮৯০৪টি ওয়াগন (৬৯৮৬টি মিটারগেজ ১৯১৮টি ব্রডগেজ) আছে। এ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাকে সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে মূলত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রায় ৬৫.৬২৭ মিলিয়ন যাত্রী, ২৬৯১০০ কুইন্টাল পার্শেল এবং ২.৩৯৯ মিলিয়ন টন মালামাল পরিবহন করেছে। বর্তমানে রেলওয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এর প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুটি জোন রয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার জোন প্রধান ।

সরকার বাংলাদেশ রেল যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে রূপকল্প-২০২১ এর আওতায় রেলওয়েকে স্থল-পরিবহণ মাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, যা দিনবদলের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। সুদীর্ঘ সময় রেলওয়ের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় রেলওয়ের সেবার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেললাইন স্থাপন এবং এর দুই পাশে রেলসংযোগের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে একটি মাইল ফলক। বর্তমানেও রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস রয়েছে।

১.০ বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন/সার্ভিস চালুকরণ

যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ১৫-০৯-২০১০ তারিখে মোবাইলে টিকেটের তথ্যাদি এবং ০৪-০৩-২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোবাইলে/অন-লাইনে টিকেট কাটার সুবিধা প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী স্টেশনসমূহ থেকে সকল আন্তঃনগর ট্রেনের সকল গন্তব্যের টিকেট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এ পর্যন্ত নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন রুটের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছেঃ

- ১৪ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে 'সিল্ক সিটি' ট্রেন সার্ভিসটি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন হতে ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১৪ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে 'নীলসাগর' আন্তঃনগর ট্রেনটি ঢাকা-সৈয়দপুরের পরিবর্তে ঢাকা-নীলফামারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১৩ জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ -এর মধ্যে একজোড়া এবং ঢাকা-জয়দেবপুরের মধ্যে দুই জোড়া 'তুরাগ এক্সপ্রেস' নামে নতুন কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে রাজশাহী-ঢাকা'র মধ্যে 'ধূমকেতু এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে লালমনিরহাট-বুড়িমারী রুটে 'বুড়িমারী এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে 'উত্তরবঙ্গ মেইল' দিনাজপুরের পরিবর্তে সান্তাহার-ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে 'বগুড়া এক্সপ্রেস' সান্তাহার-গাইবান্ধার পরিবর্তে সান্তাহার-লালমনিরহাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে 'দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস' এর রুট দিনাজপুর-বগুড়া হতে সান্তাহার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে 'দিনাজপুর কমিউটার' এর রুট লালমনিরহাট-বিরল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ঢাকা-ময়মনসিংহে চলাচলকারী 'বলাকা এক্সপ্রেস'-কে কমিউটার ট্রেনে রূপান্তর করা হয়েছে।

- ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চিত্রা ট্রেনের সার্ভিস ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ২৫ মে, ২০১০ তারিখে সুন্দরবন ট্রেনের সার্ভিস ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ০১ নভেম্বর ২০১০ তারিখে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে 'চট্টলা এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ নভেম্বর ২০১০ তারিখে বোনারপাড়া-দিনাজপুর এর মধ্যে 'রামসাগর এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয়েছে।

চিত্রঃ ৪ঠা মার্চ ২০১০ তারিখে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মোবাইলফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকেট বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করেন।

২.০ জনবল

দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়েতে জনবল নিয়োগ বন্ধ ছিল। জনবল সংকটে প্রায় ১২৫টি স্টেশন বন্ধ রয়েছে এবং নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল সংকট দূর করতে ২০০৯ সালে সুষ্ঠুভাবে রেল পরিচালনার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে লোকোমোটিভ মাস্টার ৬২ জন ও স্টেশন মাস্টার ৫৭ জন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমোদন দেয় যার মধ্যে ৮০% কর্মচারী ইতোমধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন।

পরবর্তীতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৭২৭৫ টি পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। উক্ত ছাড়পত্রের বিপরীতে ৬২ ক্যাটাগরির ৭২৭৫টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে রেলওয়ের জনবলের ঘাটতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং এর ফলে রেলওয়ের সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৩. উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.১ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এ যাবৎ মোট প্রায় ১২৭৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ২৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম মেয়াদ
১।	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে ট্রাকের ওপর লোড মনিটরিং ডিভাইস স্থাপন। (০১-০১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১০)
২।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন- পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর (০১/০২/০৯ হতে ৩১/০১/২০১২)
৩।	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ (০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১২)
৪।	ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৩/০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২)
৫।	দুর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি এম জি এবং ৮০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ (১৫/০৩/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১১)
৬।	২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
৭।	রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১২
৯।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর -চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২
১০।	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩
১১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর রেলপথ পুনঃচালুকরণ এবং পুকুরিয়া-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
১২।	বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম মিটারগেজ সিংগেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
১৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২
১৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩
১৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩
১৬।	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। ০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২
১৭।	বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ ।০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪
১৮।	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ। ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫
১৯।	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩
২০।	রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ ।০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪
২১।	খুলনা হতে মংলা পোর্ট রেলপথ নির্মাণ (৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)
২২।	১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ (০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
২৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইলপেকশন কার সংগ্রহ (২০-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
২৪।	কনটেইনার পরিবহণের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (২০-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)
২৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন (০১-৭-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)

অনুমোদিত ২৫টি প্রকল্পের বিপরীতে নতুন ১২৮ কি.মি. মিটারগেজ এবং ৩২৬.৭৫ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ; বিদ্যমান ১৫৯.৮৪ কি.মি. মিটারগেজ ও ৫৯.৪০ কি.মি. ব্রডগেজ রেলপথ পুনর্বাসন; ১৪৮ কি.মি. মিটারগেজ রেলপথ ডুয়েলগেজে ও ব্রডগেজে রূপান্তর; বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ; দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ১টি এমজি ও ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ; ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ; ২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ি পুনর্বাসন; অন্যান্য স্থাপনা ও রোলিংস্টকসহ ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি স্থাপন করা হবে। এছাড়া, ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের অর্থায়নে ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১২৫টি ব্রডগেজ ও ৪১৪টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী গাড়ি, ২টি ব্রডগেজ ইন্সপেকশন কার, ১৮০টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ২২০টি মিটারগেজ ফ্লাট ওয়াগন সংগ্রহসহ খুলনা-মংলা রেললাইন নির্মাণ এবং ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ করা হবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ এবং বিমানের জ্বালানি পরিবহনের জন্য ১০০ টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

৩.২ প্রকল্প সংশোধন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এ যাবৎ মোট ১৩০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্প সংশোধন করেছে

১।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১১)
২।	জরুরী বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (০১-১১-২০০৭ হতে ৩১-১২-২০০৯ তবে ৩০-০৬-২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত)
৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১২)
৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি বিজি ও এমজি মিক্সড্ আন্ডারফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)
৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪৬টি (৪০টি এমজি ও ৬টি বিজি) ডি.ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২য় সংশোধিত) (১৯৯৫-৯৬ হতে ৩০-০৬-২০১২)
৬।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি - চট্টগ্রাম সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) (৩০-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১১)

৩.৩ চুক্তিপত্র সম্পাদন

জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১৪৮৩.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি দরপত্রের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আরও ৩টি দরপত্র অনুমোদন হয়েছে যার চুক্তিপত্র শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে। তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	দরপত্রের কার্যক্রম	গৃহীত দর (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ
১	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প।	কনসাল্টেন্সী সংগ্রহ	১২৭৯০.৬৯	২২-০৩-২০০৯	১০-০৫-২০০৯
২	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৫০টি এমজি ফ্লাট ওয়াগন এবং ৫টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।	৫০টি এমজি ফ্লাট ওয়াগন এবং ৫টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ	১৯০৬.৮৪	৩১-০৩-২০০৯	০৪-০৫-২০০৯
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৫টি লোকোমোটিভ পুনর্বাসন।	১১২২টি ডিজেল স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ।	৮৩৩.৬১	১৭-০৬-২০০৯	২৫-০৬-২০০৯
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি এমজি বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেকে রূপান্তর।	২৭৭টি এমজি বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেকে রূপান্তর	২০৪৩.৯৮	০১-০৭-২০০৯	২০-০৮-২০০৯
৫	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের পুনর্বাসন।	২০.৮০ কি.মি রেলপথ পুনর্বাসন।	৪২১৩.৩০	২০-০৭-২০০৯	৩০-১০-২০০৯
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি বিজি ও এমজি মিক্সড আভারফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ	একটি বিজি ও এমজি মিক্সড্ আন্ডারফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ	১২০৪.০৯	০৪-০৮-২০০৯	২১-০১-২০১০
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরডি-চট্টগ্রাম পোর্ট সেকশনের পুনর্বাসন।	৩৭.৫ কি.মি. সেকশনের পুনর্বাসন	৬৫৪২.০৩	২৪-০৯-২০০৯	০৭-১১-২০০৯
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের পৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন।	৭৮.৬৪ কি.মি. সেকশনের পুনর্বাসন	১৭৪৯৪.২৩	১৩-১০-২০০৯	০৫-১১-২০০৯
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪৬টি (৪০টি এমজি ও ৬টি বিজি) ডি.ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ।	৯টি এমজি ডি ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ	১৯৮৫৯.৩৭	০১-১২-২০০৯	১১-০১-২০১
১০	জরুরি বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭।	৩০০০০টি এমজি কাঠের স্লীপার সংগ্রহ	৩৮৩.৪০	১৮-০১-২০১০	০৮-০২-২০১০
১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন	WD-1: ৪৫০-৪৯২.৫০ চেইনেজে ৪২.৫ কি.মি. পুনর্বাসন	৮৩৯৯.৪২	০৪-০২-২০১০	১৫-০২-২০১০
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন	WD-2: ৪৯২.৫০-৫৩৫ চেইনেজে ৪২.৫ কি.মি. পুনর্বাসন	৮৪৯১.২৫	০৪-০২-২০১০	১৫-০২-২০১০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	দরপত্রের কার্যক্রম	গৃহীত দর (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ
১৩	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ ও স্থাপন।	দুটি লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ ও স্থাপন	৩৪৭.১৫	০৯-০২-২০১০	০২-০৩-২০১০
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার ও আমনুরা-টাপাইনবাবগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন।	WD-1: ৩৮.৫ কি.মি. পুনর্বাসন	৬৩১৬.৫৪	১৫-০৩-২০১০	১৬-০৩-২০১০
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার ও আমনুরা-টাপাইনবাবগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন।	WD-2: আমনুরা-টাপাইনবাবগঞ্জ ও আমনুরা-রোহনপুর বর্ডার ৫৩ কি.মি. পুনর্বাসন	৮৫৭০.৭৮	১৫-০৩-২০১০	১৬-০৩-২০১০
১৬	২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ি পুনর্বাসন।	১০০টি এমজি যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন	৩১৭৭.৮৭	১৮-০২-২০১০	২৪-০৩-২০১০
১৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ-জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশন পুনর্বাসন।	WD-2: ১০৪.৮৪ কি.মি. পুনর্বাসন	১৫৬৮৩.৭৫	২১-০৪-২০১০	০৬-০৫-২০১০
১৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ।	৩৯৫০০০টি ইআরসি সংগ্রহ	৪৭২.০২	০৬-০৫-২০১০	০৯-০৫-২০১০
১৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ।	৫৪০০০টি ব্রডগেজ স্টীল স্লীপার সংগ্রহ	৬৭৭.৭০	০৬-০৫-২০১০	০৯-০৫-২০১০
২০	২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ি পুনর্বাসন।	৩০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন	১১৫২.২৫	২৮-০৪-২০১০	০৪-০৬-২০১০
২১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর।	১টি টেম্পিং মেশিন সংগ্রহ	১৫২০.৩৫	০৭-০৬-২০১০	২৮-০৬-২০১০
২২	দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ।	২টি ক্রেন সংগ্রহ	৭১৪৬.৪০	২০-০৬-২০১০	২৮-০৬-২০১০
২৩	সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন	৬৩.৭৬ কি.মি. ব্রডগেজ রেলপথ পুনর্বাসন	১৪৩৬৮.৬৯	২৬-০৮-২০১০	৩১-০৮-২০১০
২৪	সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ পুনর্বাসন	সৈয়দপুর ওয়ার্কশপের ইলেকট্রিকাল কাজ	১১৩৫.০৯	১৫-০৬-২০১০	১৫-০৬-২০১০
২৫	সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ পুনর্বাসন	সৈয়দপুর ওয়ার্কশপের সংস্কার কাজ	৩৬৬০.০৯	২৩-১২-২০১০	৩০-১২-২০১০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	দরপত্রের কার্যক্রম	গৃহীত দর (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ
স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের মোটঃ			১৪৮৩৯০.৮৯		
২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের রিফর্ম	ইআরপি সফটওয়্যার সংগ্রহ	২৯৫৩.২৪	২৩-১২-২০১০	-
২৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নজিরহাট এবং ঝোলশহর দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন	ঝোলশহর-দোহাজারী সংস্কার কাজ	৮৯৯৮.৩৬	২৭-১২-২০১০	-
২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নজিরহাট এবং ঝোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন	ঝোলশহর-দোহাজারী সংস্কার কাজ	৪৫৮৯.৯৯	২৩-১২-২০১০	-
অ-স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের মোট ঃ			১৬৫৪১.৫৯		
মোট ঃ			১৬৪৯৩২.৪৮		

৪. রেলওয়ের রিফর্ম

বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সংস্কার কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে "লাইন অব বিজনেস" এ পুনর্গঠন করা হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে।

বাংলাদেশ সরকার ও ADB এর সাথে ১৫/০২/২০০৭ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ১ম কিস্তির ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে। সংস্কার প্রকল্পের জন্য ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং টংগী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কারের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত Component সমূহের আওতায় ৪৪টি রিপোর্টের মধ্যে ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২২টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে Working Paper-1 (LoB Structure) এবং Working Paper-2 (Organogram) মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি Working Paper-এর উপর সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কারের অন্যান্য কার্যক্রম নির্ভরশীল। প্রস্তাবিত LoB Structure (Working Paper-1) এবং Organogram (Working Paper-2) এর বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গত ২৭/১০/০৯ তারিখে Summary for Cabinet অনুমোদনপূর্বক স্বাক্ষর করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ রেলওয়ের LoB Structure এবং Organogram বাস্তবায়ন করা হবে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী'র অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য ১২টি উপ-প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন উক্ত রিফর্মের সাথে শর্তযুক্ত।

৫. রেলওয়ের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

জানুয়ারি ২০০৯-এর পর হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৮ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছেঃ

১) বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত)।

২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের ১০টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)।

৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া স্টেশনের লোকোসেড, ইয়ার্ডসহ সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রি-মডেলিং (১ম সংশোধিত)।

৪) নোয়াখালী হতে চরভাটা (স্টীমার ঘাট) পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন বর্ধিতকরণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

৫) ঢাকা-জয়দেবপুর মিটারগেজ সেকশনকে দ্বৈতগেজে রূপান্তর (২য় সংশোধিত)।

৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের ১২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)

৭) বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ।

৮) বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৫টি (সংশোধিত ৪৫টি-৩৬টি এমজি ও ৯টি বিজি) লোকোমোটিভ পুনর্বাসন।

৬. বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ

ডিসেম্বর ২০১০ হতে ৪৩টি প্রকল্প চলমান আছে, যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৬টি (৪০টি এমজি এবং ৬টি বিজি) ডি,ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)। (০১/০৭/৯৬ হতে ৩০/০৬/২০১২)
২।	তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (০১/০৭/৯৯ হতে ৩১/১২/২০১০)
৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/১৪)
	১) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী - ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/১১)
	২) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/১১)
৪।	১টি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১২)
৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৫টি (৫৬টি এমজি ও ৯টি বিজি) লোকোমোটিভ পুনর্বাসন (সংশোধিত ৪৫টি ৩৬টি এমজি ও ৯টি বিজি লোকোমোটিভ)। (০১/০৭/০৪ হতে ৩১/১২/২০১০)
৬।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই -এসআরভি -চট্টগ্রাম সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
৭।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটার গেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেম রূপান্তরকরণ। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী- রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশন সমূহের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
৯।	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
১০।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
১১।	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রি-মডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১২)
১২।	জরুরি বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭ (০১/১১/০৭ হতে ৩০/০৬//২০১০ প্রস্তাবিত ৩০/০৬/২০১১) ১ম সংশোধিত।
১৩।	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) এবং ৫টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ ।(০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
১৪।	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১২)
	১) পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১১)
	২) ১১টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১২)
	৩) কনসালটেন্সী ইঞ্জিঃ সার্ভিসেস ফর ঢাকা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট
	প্রোগ্রাম (০১/০৭/০৭ হতে৩০/০৬/১৩)।
	৪) লাকসাম এবং চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্রাক নির্মাণ (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১৩)
	৫) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
১৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়াঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১২)
১৬।	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে ট্র্যাকের ওপর লোড মনিটরিং ডিভাইস স্থাপন (০১-০১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১০)
১৭।	২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ি পুনর্বাসন (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
১৮।	রপ্তানি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
১৯।	মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ (০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১২)
২০।	সৈয়দপুর -চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)
২১।	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
২২।	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর রেলপথ পুনঃচালুকরণ এবং পুকুরিয়া-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
২৩।	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিংগেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
২৪।	১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
২৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
২৬।	১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
২৭।	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)
২৮।	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
২৯।	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)
৩০।	লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
৩১।	রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় ভিতাস সেতু নির্মাণ (০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)
৩২।	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ (০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১২)
৩৩।	পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল -বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর (০১/০২/০৯ হতে ৩১/০১/২০১২)
৩৪।	ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৩/০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২)
৩৫।	দুর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি এম জি এবং ৮০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ (১৫/০৩/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১১)
৩৬।	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য কারিগরি সহায়তা (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১২)
৩৭।	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমূহের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসি সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা (০১/০৫/০৮ হতে ৩০/০৪/২০১০)
৩৮।	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে রপ্তানি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরি সহায়তা (০১/০৭/০৮ হতে ৩১/০৩/২০১০
৩৯।	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)
৪০।	১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ (০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
৪১।	২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ (২০-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
৪২।	কনটেইনার পরিবহনের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (২০-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)
৪৩।	ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-সোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন (০১-০৭-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)

২০০টি এমজি এবং ৬০০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ি পুনর্বাসনের কাজ চলছে (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)

৭. অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সম্মানিত যাত্রী সাধারণের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ মোট ৫৮ টি প্রকল্প (জিওবি-৩৩ ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট-২৫) অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, যা নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্পের মোট ব্যয় (কোঃ মুদ্রা)
(ক)	**জিওবি প্রকল্পসমূহঃ**	
১	পদ্মা সেতুর ওপরে রেল সিংকেসহ ভাঙ্গা হতে মাওয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণ।	৩৪৬৪৮১.৮৩ (১২২৩৮৩.৪৪)
২	৭০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ ০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭	২১২৯৭০.৮৪ (১৪৮০২১.৫)
৪	চিনকিআস্তানা -আশুগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ণ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ ০১/০২/২০১১-৩০/০৬/১৩	২২৮৮৮.৪ (১১৯২৪.৫৭)
৫	পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	৭৫৫৬.৩
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	৭২৭০.৬৮
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	১৫৬৬১.৭ (৪২৮৩.৪১)
৮	মির্জাপুর-মৌচাক স্টেশন এবং টাংগাইল-ইব্রাহিমাবাদ স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত কালিয়াকৈর এবং এলেংগাতে ২টি "বি" কাস স্টেশন নির্মাণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	৪৬৫৯.২৯ (১৫৭৮.৮৪)
৯	একটি পুরাকীর্তি হিসেবে কেন্দ্রীয় রেলভবন, চট্টগ্রাম-এর পুনর্বাসন। ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	২৮৪৭.৮৬
১০	৫৮টি (১৭টি বিজি এবং ৪১টি এমজি) ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ পুনর্বাসন ০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬	২৪৮৫৮.৭৯ (১৫৭১২.২)
১১	২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪	৬৫৪৪২.৯২ (৪৬৫৩৮.৩৩)
১২	ইন্টারসিটি ট্রেন এবং পার্শেল ট্রেনের জন্য ২৬টি বিজি লাগেজ ভ্যান এবং ৪টি বিজি শোভন চেয়ার উইথ প্যান্ট্রি এবং গার্ড ব্রেক সংগ্রহ। ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩।	১১৮৫৮ (৮২৮০)
১৩	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১০০৫৩.৯৭
১৪	পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (০১ -১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৫৬৯১৯.০৮ (৭৩৪২.৯০)
১৫	টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৩৮৫৬.০০
১৬	জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত সেকশনে মিটারগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩	৬৫৫৮৯.৪৫ (২৩১৮.৪২)
১৭	ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩	৫০৫৭৪.২৭
১৮	ঈশ্বরদী-ইপিজেড-এর সাথে রেল সংযোগ লাইন নির্মাণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	৬২০৫.০৩ (৬৫৮.৬৪)
১৯	উত্তরা-ইপিজেড -এর সাথে রেল সংযোগ লাইন নির্মাণ ০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩	১০৭৫৬.৯৪ (৮০.৮৫)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্পের মোট ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)
২০	নোয়াখালী হতে চেয়ারম্যান ঘাট পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলওয়ে ট্রাক বর্ধিতকরণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩	২৩০২৯.২২ (৫৪৬.১৩)
২১	ভৈরববাজার-ময়মনসিংহ সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	১৮৫৬২.২৭
২২	জামালপুর-তারাকান্দি জগন্নাথগঞ্জঘাট সেকশনের পুনর্বাসন ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	৯৭১৭.৩৫
২৩	সিলেট-ছাতকবাজার সেকশনের পুনর্বাসন ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩	১১৪১৬
২৪	বোনারপাড়া-কাউনিয়া মিটারগেজ সেকশনের পুনর্বাসন (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৪২৩১.৫১
২৫	ফেনী-বেলোনিয়া সেকশনের পুনর্বাসন (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৭৫৫০.৭২
২৬	রাজশাহী হতে আব্দুলপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৫৪৭৭২.৭৫ (৭৯২৯.১২)
২৭	নাভারন থেকে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১১)	১২৩৩.৭৮ (৭৮.০৪)
২৮	ঢাকা শহরের চারদিকে সার্কুলার রেল লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৯৬৭.১৭
২৯	নাজিরহাট থেকে পানুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সার্ভে/সমীক্ষা (০১-০১-২০১১ হতে ০১-০১-২০১২)	১৯৮.৫৮ (১৭)
৩০	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের ওপর ওভারপাস/ফ্লাইওভার নির্মাণ (৩১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২০০০০
৩১	হাটহাজারী থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (০১-০১-২০১১ হতে ০১-০১-২০১২)	১৩৭২.৩৮ (৮৩০.৫৮)
৩২	ভালারচর ও রাজবাড়ীকে সংযুক্ত করে পদ্মা নদীর ওপর রেলওয়ে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-১২-২০১২)	১২৫০০০ (৯৮০০০)
৩৩	পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সেতুসমূহের পুনর্বাসন (০৩-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১২)	৫০০
(খ)	**বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পঃ**	
১	পদ্মা সেতু রেলওয়ে লিংক প্রকল্প (পর্যায় -১) ০১-১১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১৩	৪৯৭৮৭১
২	উপ-আঞ্চলিক রেল পরিবহন প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩	১০০১২.৮৪
৩	৭০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ ০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭	২১২৯৭০.৮৪
৪	বগুড়া-সদানন্দপুর-জামতৈল মিটার গেজ লাইন নির্মাণ।	১১২২৯৩
৫	মধ্যবর্তী ব্লক সিগন্যালিং প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা এবং টঙ্গীর মধ্যে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ। ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩।	৪৩৪৪
৬	পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-দর্শনা সেকশনের ১৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪	১৬৮০০
৭	পূর্বাঞ্চলের টিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ ০১-০১-১১ হতে ৩০-০৬-১৩	১৯০৮২
৮	ভাঙ্গা-বরিশাল পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ ০১-০৭-২০১০ হতে ৩১-১২-১৪	২৯৪০০০

৯	ভাঙ্গা-যশোর পর্যন্ত মধ্য ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-১৪)	১৫০০০০
১০	ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনের ২০টি স্টেশন এবং রাজশাহী-আব্দুলপুর সেকশনে ৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।	৩০০০০
১১	দর্শনা-খুলনা সেকশনের ১৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৮০০০
১২	২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৬৫৮০০
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিবেশগত অডিট (০১-০৫-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৩৫০
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ে আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২৪৫০০০
১৫	ট্রেনিং মডিউলের উন্নয়ন এবং অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ	১৭২৫০
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ	৩৪৫০
১৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন ব্যবস্থা প্রবর্তন (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৭৯৯৬৫০
১৮	২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল হাইড্রলিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিএইচইএমইউ) সংগ্রহ (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৭২৮৫৫.২৫
১৯	কর্ণফুলী নদীর ওপর (কালুরঘাট সেতুর নিকটে) ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১০৫০০০
২০	জয়দেবপুর হতে পার্বতীপুর রেলওয়ে করিডোরে ডাবল লাইন নির্মাণের সমীক্ষাসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা (০১-০৩-১১ হতে ৩১-১২-১২)	১৬০০
২১	টুঙ্গিপাড়া হতে ফকিরহাট এবং ফকিরহাট হতে বাগেরহাট, খুলনা ও মংলা পোর্ট-এর সংযোগ রেললাইনসমূহ নির্মাণ (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-১৪)	১৫০০০০
২২		৩৫০০০
২৩	৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৬০৭৭৯.৫১
২৪	১০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৩৩১৩২.৪২
২৫	বিমানে জ্বালানি পরিবহনের জন্য ১০০টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৭৭০৭.৪৯

৮. বরাদ্দ

২০০৮-০৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫১২.৭৫ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ ছিল ১২৩৬.৭০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ১৩২৭.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৯. পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকে পদ্মা সেতুতে রেল যোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকে (ডে-ওয়ান) পদ্মা সেতুতে রেলসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ভাঙ্গা হতে জাজিরা হয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত (প্রায় ৪২ কি.মি.) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) উক্ত রেলপথের সার্ভে ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের জন্য অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য এডিবি ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে সম্মত হয়েছে। ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ভাঙ্গা হতে জাজিরা হয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকেই রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাওয়া হতে ঢাকা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

উক্ত পদ্মা সেতু রেল লিংক পর্যায়-১ রেলপথটি ভাঙ্গা হয়ে ফরিদপুর-পাচুরিয়া দিয়ে বিদ্যমান রেলপথের সাথে সংযুক্ত হবে এবং সে লক্ষ্যে পাচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ (৬০.১০ কি.মি.) পুনঃচালু করার কাজ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প গত ১৭-০৮-২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে ঃ

- কাশিয়ানী হতে গোপালগঞ্জ হয়ে টুঙ্গিপাড়া (প্রায় ৫৫ কি.মি.) পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ এবং কালুখালী হতে ভাটিয়াপাড়া (৮০.২৫ কি.মি.) পর্যন্ত রেলপথ পুনর্বাসন। প্রকল্পটি গত ০৫-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- ঈশ্বরদী হতে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত (৭৮কি.মি.) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ এবং ঐ এলাকায় পদ্মার ওপর রেলসেতু নির্মাণ। প্রকল্পটি গত ০৫-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- ভাঙ্গা হতে নড়াইল হয়ে যশোর পর্যন্ত প্রায় ৭০ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ ঃ এডিবি কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদনের পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
- ভাঙ্গা হতে মাদারীপুর হয়ে বরিশাল পর্যন্ত (প্রায় ১০০ কি.মি.) ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ। অভ্যন্তরীণ কমিটির সভার পর ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

১০.০ ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে এবং আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেলযোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

১০.১ বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্নলিখিত ৩(তিন)টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে -

টার-রুট ১ঃ গেদে (ভারত)- দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার, সাব-রুট ১ঃ টঙ্গী-ঢাকা। সাব-রুট২ঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর।

টার-রুট ২ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং -এরপর টার-রুট ১-এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

টার-রুট ৩ঃ রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ -এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network চুক্তিতে ২০তম স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ০৯ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে স্বাক্ষর করেন। ০৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় চুক্তিটি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১১-০৮-২০১০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী চুক্তিটির অনুসমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে (TAR) স্থাপনের লক্ষ্যে দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত প্রায় ১২৮কি.মি. নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প মোট ১৮৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৬-০৭-২০১০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে এরূপ দুটি সেকশনের মধ্যে রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল সেকশন চালু করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প চলমান আছে এবং কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনটি চালু করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) ০১-০৪-২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। টার-রুট ২ -এর অংশ রোহনপুর- রাজশাহী সেকশনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সেকশনটি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে পুনর্বাসন কাজ চলছে।

১০.২ আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় অনুদানে আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা রেল এলাইনমেন্ট নির্ধারণের জন্য গঠিত ভারত ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ টিম চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.৩ ভারত, নেপাল ও ভুটানকে রেলযোগে মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত ৫৩ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণের প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-এর আওতায় বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২১-১২-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০.৪ রোহনপুর-সিংগাবাদ ব্রডগেজ রেলওয়ে রুট নেপাল ট্রানজিট ট্রাফিকের জন্য ব্যবহার এবং রাধিকাপুর-বিরল মিটার গেজ রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তরের মাধ্যমে নেপাল ট্রানজিট ট্রাফিক এবং ভুটান পর্যন্ত রেলওয়ে ট্রানজিট লিংক প্রদানের বিষয়ে আদলে Lmov Addendum to the MOU on Nepal Transit Traffic between Bangladesh-India ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.৫ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্পের সমীক্ষা, ডিজাইন ও টেন্ডারিং কাজের জন্য এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নির্বাচনের কাজ চলছেঃ

(ক)	পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে দুই পর্যায়ে ঢাকা-ভাঙ্গা-যশোর রেল লাইন নির্মাণ। [পর্যায়-১ঃ ঢাকা-মাওয়া-পদ্মা সেতু-জাজিরা-ভাঙ্গা রেললাইন এবং পর্যায়-২ঃ ভাঙ্গা-নরাইল-যশোর রেললাইন]
(খ)	যমুনা নদীর ওপর বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাক রেলওয়ে সেতু নির্মাণ।
(গ)	ট্রান্স এশিয়ান ট্রাফিক চলাচলের লক্ষ্যে হার্ডিঞ্জ সেতুর শক্তি বৃদ্ধিকরণ/পুনঃনির্মাণ।
(ঘ)	সোহাগপুর হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমার বর্ডারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ।
(ঙ)	ঈশ্বরদী-পাবতীপুর সেকশনের ২০টি স্টেশন এবং রাজশাহী-আব্দুলপুর সেকশনে ৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।
(চ)	যমুনা নদীর ওপর এপ্রোচ রেল লিংকসহ ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদঘাট পর্যন্ত রেল ব্রীজ নির্মাণ।

১১.০ ঢাকা মহানগরীতে রেলওয়ে কমিউটার সার্ভিস বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে রাজধানীর সঙ্গে সমগ্র দেশের স্বল্প খরচে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক কমিউটার ট্রেন চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এলক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ১৩ জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ -এর মধ্যে একজোড়া এবং ঢাকা-জয়দেবপুরের মধ্যে দুই জোড়া 'তুরাগ এক্সপ্রেস' নামে নতুন কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১০টি ডিইএমইউ ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-এর বিপরীতে সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ০৪-০১-২০১১ তারিখে প্রকল্পের ওপর একনেক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- ২০টি ডিইএমইউ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে এবং পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৬-১২-২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মিটারগেজ ডাবল লাইন, টঙ্গী-জয়দেবপুর ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন, ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ লাইন এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মিটারগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) -এর অর্থায়নে ঢাকা-টঙ্গীর মধ্যে ব্লক সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার এপ্রাইজাল সম্পন্ন হয়েছে।

১২.০ রেলওয়ের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। আগামী ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অভ্যন্তরীণ রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৪৩৫১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২৭টি প্রকল্পের বিপরীতে কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমাপ্ত হলে রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধিসহ আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং রেলওয়ে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

যাত্রী বাহী গাড়ি পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত অবস্থায়

০১। **নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন**

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Clean Air and Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের অধীনে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (DTCB) এর মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ -এর পরিবর্তে নতুন ও যুগোপযোগী মোটরযান ও ট্রাফিক আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০২। **মোটরযানের কর ও ফি অন লাইন পদ্ধতিতে আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন**

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং গ্রাহক হয়রানি লাঘবে মোটরযানের কর ও ফি জমাদান সহজ ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। মোটরযান কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে করার কার্যক্রম গত ১৪-১১-২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে।

চিত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** অন-লাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

০৩। **বিআরটিএ ইনফরমেশন সিস্টেম (বিআরটিএ-আইএস)**

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে BRTA-IS প্যাকেজের আওতায় ২০০৩ সালে দেশব্যাপী বিআরটিএ'র সকল অফিসে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। তদনুযায়ী বিআরটিএ'র সকল অফিসে বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ করা হচ্ছে। WAN এর মাধ্যমে সকল সার্কেলে ও

জোনাল অফিসসমূহকে সদর কার্যালয়ে স্থাপিত মেইন সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদানপূর্বক নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.brta.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। আইটি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার জন্য একজন প্রিভেন্স ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

০৪। Vehicle Tracking System বা গাড়ির গতি মনিটর সংক্রান্ত

মোটরযানের গতি মনিটর ও ট্র্যাকিং -এর মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর অষ্টম তফসিলে বর্ণিত সর্বোচ্চ গতি সীমা লংঘনকারী মোটরযানের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Vehicle Tracking System প্রবর্তনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে এক দিকে যেমন দ্রুতগতিতে চলাচলকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, অন্যদিকে গাড়ি চুরি ও ছিনতাই বহুলাংশে কমে যাবে।

০৫। ভিআইসি (Vehicle Inspection Center) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বেসরকারীকরণ

বাংলাদেশের ৪টি বিভাগীয় শহর যথা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা শহরের মধ্যে ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি এবং খুলনাতে ১টি ভিআইসি (Vehicle Inspection Center) স্থাপন করা হয়েছে,যা দ্বারা সেমি-অটোমেটিক পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা করা যায়। এগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ভিআইসি অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভিআইসি পরিচালনা শুরু হলে ফিটনেস পরীক্ষায় অটোমেটিক পদ্ধতি চালু থাকবে ফলে মোটরযান পরীক্ষায় হিউম্যান এ্যারর কম হবে এবং এ খাতে দুর্নীতি কমে আসবে।

০৬। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও টেস্টিং কেন্দ্র স্থাপন

এ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত মানের **(Standard)** কোন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট নেই। ৭(সাত)টি বিভাগীয় শহরে আধুনিক ও উন্নত মানের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা হলে, বেসরকারি পর্যায়ে তা মডেল **(Model)** হিসেবে গ্রহণ করে সারাদেশে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এ মুহূর্তে এক সাথে ৭(সাত)টি স্থানে এ প্রকল্পের জিওবি খাত থেকে অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব না হলে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর অপরপ্রান্তে অবস্থিত বিআরটিএ ঢাকা সার্কেল (দক্ষিণ), ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ অফিস সংলগ্ন বিআরটিএ'র মালিকানাধীন খালি জায়গায় ১ (এক)টি মোটরযান চালনার প্রশিক্ষক ও চালকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষক ও চালকদের ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আধুনিক সরঞ্জাম, মোটরযান ইত্যাদি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের এডিপিতে জিওবি বরাদ্দের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, ইঞ্জিনিয়ার্স কস্ট এস্টিমেট সহ ১(এক)টি ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে তৈরি করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পত্র দেওয়া হয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয় গত ৩-০৬-২০১০ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্র পাঠিয়েছে। এর অনুসরণে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত বিআরটিএ অফিস সংলগ্ন বিআরটিএ'র মালিকানাধীন খালি জায়গায় ডিজিটাল সার্ভে করা হয়েছে। ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

০৭। মোটর ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন ও মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষক লাইসেন্স প্রদান

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্সের জন্য যে সকল আবেদন দীর্ঘদিন জমা ছিল সেগুলো যাচাই-বাছাইকরতঃ আবেদনকারীদের লিখিত, মৌখিক ও মাঠ পরীক্ষা গ্রহণ করে মোট ৫১ জন ড্রাইভিং প্রশিক্ষককে ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মোটর ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সকল আবেদন ছিল সেগুলো যাচাই বাছাই করে মোট ৪১টি স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে।

০৮। ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার একটি বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

(ক) ঢাকা শহর ও দেশের অন্যান্য স্থানে পুরানো ও ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান এবং অদক্ষ লাইসেন্সবিহীন চালকের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মোবাইলকোর্ট আইন, ২০০৯ এর ক্ষমতাবলে বিআরটিএ'র ২(দুই) জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ও ঢাকা জেলা প্রশাসনের সহায়তায় পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী এলাকায় বিগত ০৩-০৮-২০০৯ থেকে ২০-১২-২০১০ পর্যন্ত সময়ে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ -এর আওতায় সর্বমোট ৬,৫৯৯ টি মামলা করেছে। মোট ১,০২,৫৩,২৭০/- (এক কোটি দুই লক্ষ তেপান্ন হাজার দুইশত সত্তর) টাকা জরিমানা আদায় করেছে। ৬৪(চৌষট্টি) জন আসামীকে কারাদণ্ড দিয়েছে এবং ২৪১টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) ইহা ব্যতীত ঢাকায় রেজিস্ট্রেশনকৃত ৫,২৭,৯৮৬টি যানবাহনের মধ্যে ফিটনেসবিহীন ৮০,৬১৫টি গাড়ির একটি তালিকা বিআরটিএ'র স্মারক নং- বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/এনঃ-৯/২০০৯/৭০ তাং- ০১-০৬-২০১০ বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ সকল ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(গ) ঢাকাসহ সারাদেশে যানজট নিরসন এবং দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাল/ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী গাড়িচালক, যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ, রংচেটা, চলটা উঠা, ফিটনেসবিহীন গাড়ি ও সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অধিক হারে ভাড়া আদায়কারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি জরুরী সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।

(ঘ) ঢাকা শহরে যানজট নিরসন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০ (বিশ) বছরের অধিক পুরাতন সিএনজি চালিত বাস-মিনিবাস ও ২৫ (পঁচিশ) বছরের পুরানো পণ্যবাহী যানবাহন ঢাকায় চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসকল যানবাহন ঢাকা মহানগরীতে চলাচল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে বিআরটিএ -এর 'জরুরি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি' জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তা কার্যকর করা হচ্ছে।

(ঙ) পবিত্র ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সময় যানজট নিরসন এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাবতলী, সায়েদাবাদ এবং মহাখালী বাস টার্মিনালে ৩টি ভিজিলেন্স টিম ঈদ উৎসবের ৫ দিন পূর্ব হতে ঈদের দিন পর্যন্ত নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৯. যানজট নিরসন ও পেশাজীবী গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বিআরটিএ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	সেমিনার/কর্মশালা		পেশাজীবী গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ		ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞাপন	প্রিন্ট মিডিয়া বিজ্ঞাপন	TVC/স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
		সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ব্যাচ	গাড়ি চালকের সংখ্যা			
১.	সদর কার্যালয়	১ টি	৫০০	২টি	১০০	২০০০টি গাড়ি	১৩টি সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বছরব্যাপী প্রচার করা হয়েছে।	২ টি TVC/ স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে প্রচার প্রক্রিয়াধীন আছে।
২.	বিভাগীয় কার্যালয়	৪টি	১০০০	৮ টি	৮০০	১০০০টি গাড়ি		
৩.	সার্কেল অফিস সমূহ	১৬টি	২৫০০	১৬ টি	১৬০০	৫০০০টি গাড়ি		
	মোট	২১ টি	৪০০০	২৬ টি	২৫০০	৮,০০০টি গাড়ি		

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচি

(ক) ঢাকা শহরে যানজট নিরসন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।

(খ) যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পেশাজীবী গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বিআরটিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	সেমিনার/কর্মশালা		পেশাজীবী গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ		ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞাপন	প্রিন্ট মিডিয়া বিজ্ঞাপন	TVC/স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
		সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ব্যাচ	গাড়ি চালকের সংখ্যা			
১.	সদর কার্যালয়	১ টি বাস টার্মিনালে	১০০০	১২টি	৪৫০	২০০০টি গাড়ি	১৩টি সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বছরব্যাপী প্রচার করা হয়েছে।	১ টি TVC/ স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিটিভি সহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে প্রচার প্রক্রিয়াধীন আছে।
২.	বিভাগীয় কার্যালয়	৫ টি	২০০০	১০ টি	১৪০০	১০০০টি গাড়ি		
৩.	সার্কেল অফিস সমূহ	৩১ টি	৬৫০০	৪৩ টি	৬৪০০	৩১,০০০টি গাড়ি		
	মোট	৩৭টি	৯৫০০	৬৫টি	৮২৫০	৩৪,০০০টি গাড়ি		

(গ) মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে The Road Transport and Traffic Act নামে একটি নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	সেমিনার/কর্মশালা		পেশাজীবী গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ		ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞাপন	প্রিন্ট মিডিয়া বিজ্ঞাপন	TVC/স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
		সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ব্যাচ	গাড়ি চালকের সংখ্যা			
১.	সদর কার্যালয়	৩টি বাস টার্মিনালে	২,৫০০	১২টি	৪৮০ জন	১০,০০০টি গাড়ি	১৩টি সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বছরব্যাপী প্রচার করা।	২ টি TVC/ স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে প্রচারের নিমিত্তে তৈরি করা।
২.	বিভাগীয় কার্যালয়	৬টি	৩,০০০	১২টি	১,২০০ জন	১০,০০০টি গাড়ি		
৩.	সার্কেল অফিস সমূহ	৬৪ টি	২০,০০০	৬৪টি	৯,৬০০ জন	৩২,০০০টি গাড়ি		
	মোট	৭৩টি	২৫,৫০০	৮৮টি	১১,২৮০ জন	৫২,০০০টি গাড়ি		

চিত্রঃ সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সম্মেলন-২০১০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, যোগাযোগ সচিব জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান।

১০। বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনগণকে দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিআরটিএ তার মিশন ও ভিশন অনুযায়ী গ্রাহকগণের সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মোটরযান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে আগত জনগণকে সেবাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন। জনগণের অভিযোগ যাতে বিআরটিএ'র কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নজরে আসে সেজন্য বিশেষ করে ঢাকা প্রতিটি সার্কেলের প্রকাশ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবের জন্য বিআরটিএ'র চত্বরে বিচরণকারী দালালদেরকে প্রায়শঃ অভিযানের মাধ্যমে আটক করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করা হচ্ছে।

বিআরটিএ'র সেবা জনগণের নিকট সহজতর করার জন্য বর্তমান সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রামে একটি করে ২টি, কিশোরগঞ্জ জেলায় একটি, গোপালগঞ্জ জেলায় একটি এবং জামালপুর জেলায় একটি নতুন সার্কেল চালু করেছে। মোটরযানের ফিটনেস সহজতর করার জন্য বাস ও ট্রাকের ইন্সপেকশন গন্তব্যস্থলেও করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করা হয়েছে।

গ্রাহক সেবা উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি জনবল। বিআরটিএ'র শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এ যাবৎ পদোন্নতিযোগ্য উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য শূন্য পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। সরাসরি পদ্ধতিতে এ যাবৎ ৩৭জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদগুলো পূরণের জন্যও ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ঢাকা শহর থেকে যানজট নিরসনের জন্য আরো অধিক সংখ্যক বাস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিআরটিসি অনুধাবন করে ২০১০ সালে মে মাসে চীন হতে ১০০টি একতলা সিএনজি বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, একই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৭৫টি সিএনজি একতলা বাস ফেব্রুয়ারি ২০১১এর মধ্যেই বিআরটিসি'র বাস বহরে যুক্ত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিআরটিসি'র ১০০টি সিএনজি বাসের শুভ উদ্বোধন

এছাড়া, অন্য দুইটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি সিএনজি একতলা বাস কোরিয়া হতে ক্রয় এবং ভারত হতে ৩০০টি দ্বিতল বাস, ১০০টি একতলা বাস ও ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী জুন ২০১১ নাগাদ বাসসমূহ সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

১. সরকারি নির্দেশনার সফল বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া অন্যতম এবং তারই অংশ হিসাবে বিআরটিসি'র সিটি সার্ভিস ভলভো বাস ও নতুন সংগৃহীত ১০০টি বাসের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে যাত্রী সাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। অচিরেই এ সার্ভিসে প্রি পেইড কার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ ইলেক্ট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য বড় শহরে বিস্তৃত হবে।

চিত্র ঃ বিআরটিসি'র সিটি সার্ভিস ভলভো বাসের ইলেক্ট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম কাউন্টার

গত ১৩/০৫/২০০৯ ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবী মহিলাদের দপ্তরে আনা নেয়ার জন্য মহিলা বাস সার্ভিসে আরও বাস সংযোজন করা হয়েছে।

চিত্র ঃ কর্মজীবী মহিলাদের দপ্তরে আনা নেয়ার জন্য বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস

বর্তমান সরকার জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের একজন করে বেকার সদস্যকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং উপার্জনক্ষম করবে। সে লক্ষ্যে বিআরটিসি ইতিমধ্যে ২৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসহ মোট ৩৫৮ জন অপারেটর চালককে নিয়োগ দিয়েছে।

২. প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃংখলা সুদৃঢ়করণ

কর্পোরেশনের প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা তুলনামূলকভাবে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করা হয়েছে এবং বাস/ট্রাক বহরের আয়ের উপর যে পরিসংখ্যান/উপাত্ত পূর্বে সংগ্রহ করা হতো তা ছিল Collective System -

অর্থাৎ ডিপোগুলির নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বহরের ওপর এবং এতে দুর্নীতির সুযোগ থেকে যায়। তাই Individual বাস/ট্রাকের কিলোমিটার প্রতি আয়ের টার্গেট উপার্জন সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং এতে বিআরটিসি যথেষ্ট সুফল পাচ্ছে, দায়বদ্ধতা অনেক বেড়েছে এবং দুর্নীতি অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিআরটিসি'র অর্গানোগ্রাম অনুসারে পূর্ণ শক্তিতে লাভজনকভাবে পরিচালনা করার জন্য ১০০০টি বাস ও ৫০০টি ট্রাকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বর্তমান বাস/ট্রাক বহর এর অর্ধেকেরও কম। উপরন্তু এ বাস/ট্রাক বহর ডিজেল চালিত এবং বিআরটিসি সরকারের নিকট হতে কোনরূপ ভর্তুকি প্রাপ্ত হয় না। কর্পোরেশনের আর্থিক শৃংখলা সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতিতে এ কম সংখ্যক বাস/ট্রাক পরিচালনা করে কাংখিত রাজস্ব অর্জন করে যাচ্ছে এবং ব্যয় সংকোচন করে ক্রমান্বয়ে অধিকতর অপারেটিং সারপ্লাস অর্জন করে চলেছে, যা ভারী মেরামতাধীন বাস/ট্রাকসমূহ মেরামত কাজে ব্যয় করতে পারছে। এছাড়া, কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমি সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক রাজস্ব অর্জন সম্ভবপর হচ্ছে।

৩. ভারী মেরামতাধীন বাসসমূহ বিআরটিসি'র গাজীপুরস্থ নিজস্ব ওয়ার্কশপে রিবিল্ডকরণ

বিআরটিসি'র বাস বহরে যে উল্লেখযোগ্য অংশ ভারী মেরামতের অপেক্ষাধীন রয়েছে, সেগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে নিজস্ব ওয়ার্কশপে রিবিল্ড করে বাস বহরে যুক্ত করার জন্য সরকার হতে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত ৮০.০০ কোটি টাকা দিয়ে ইতিমধ্যে ১২৫টি ভারী মেরামতাধীন বাস রিবিল্ড-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ৯৮টি ভলভো সহ একতলা ও দ্বিতল বাসের রিবিল্ডকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র : রিবিল্ড-এর পূর্বে বাসের অবস্থা — রিবিল্ডকৃত বাস

বিআরটিসি'র বাস বহরে রিবিল্ড/মেরামতের ক্ষেত্রে রিট্রেডেবল টায়ার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করে রিট্রেডকরতঃ বিভিন্ন বাস/ট্রাকে সংযোজন করে বিপুল অংকের অর্থ মেরামতের ক্ষেত্রে সাশ্রয় করেছে।

৪. বিআরটিসি'র ভলভো সিটি সার্ভিস মেরামত

কর্পোরেশনের বাস বহরে বিগত ২০০২ সালে অত্যাধুনিক ভলভো দ্বিতল বাস সংযোজিত হয়েছিল এবং ক্রয়ের সময়ে প্রতিটি বাসের সাথে ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য এ সকল যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ভলভো বাস দ্বারা অর্জিত রাজস্ব হতে ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতখাতে কোন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়নি। সেজন্যই বর্তমানে ভলভো বাসসমূহ ৭ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ কিলোমিটার চলার কারণে সম্পূর্ণ ওভারহলিং অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্য খুচরা যন্ত্রাংশের অত্যধিক মূল্যের কারণে,

বাস প্রতি বিপুল অংকের টাকা অর্থাৎ প্রতি বাসে প্রায় ৪০.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ভলভো বাসসমূহ ডিজেল চালিত হওয়ায় এবং ঢাকা শহরের যানজটের কারণে এত বিপুল অংকের টাকায় মেরামত করা হলেও তা থেকে অপারেটিং সারপ্লাস অর্জন করা দুঃসাধ্য। বিআরটিসি'র বর্তমান প্রশাসন এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ভলভো গাড়িসমূহ মেরামতের কাজে হাত দেয় এবং ইতিমধ্যেই অনধিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ক্রমান্বয়ে ভলভো বাস মেরামত করে যাচ্ছে বিধায় কর্পোরেশন বিপুল অংকের মেরামত ব্যয় সাশ্রয় করছে।

চিত্র ঃ বিআরটিসি'র ভলভো দ্বিতল বাস

৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসন

বেকার যুবক সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়োজিত আছে। এতে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশে ও বিদেশে সম্মানের সঙ্গে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে এবং দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বিআরটিসি সম্প্রতি One stop driving license প্রদান পদ্ধতি চালু করেছে এবং এতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। গত এক বছর আট মাসে পুরুষ ও মহিলা ২০০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

যুবক সম্প্রদায়কে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং এবং মেকানিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য গোপালগঞ্জ শহরে একটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সাময়িকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় স্থায়ীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য ৭.৫ কোটি টাকার একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বেকার জনগোষ্ঠীকে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক মোটর মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

তেজগাঁও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মানিকগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

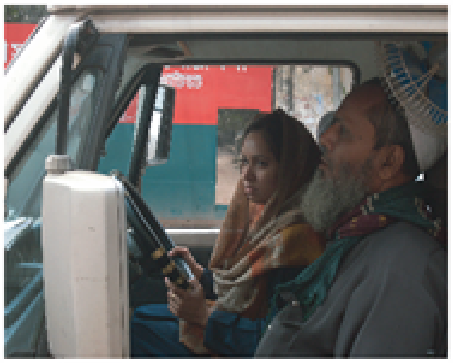

বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদেরকে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

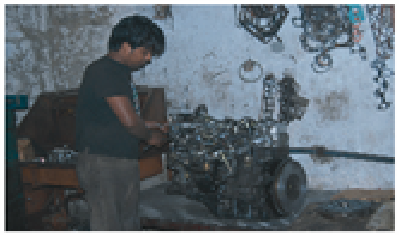

চিত্র ঃ বিআরটিসি'র ওয়ার্কশপে গাড়ি মেরামত

৬. প্রশাসনিক অগ্রগতি

গত দুই বছরে নিম্নে বর্ণিত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ঃ

১। জজকোর্টে- ০৭টি

২। লেবারকোর্টে- ০৭টি

৩। Out of court - ০২টি

৪। বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে- ২৭৩টি

বিগত জোট সরকারের আমলে গাজীপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রশাসনিক শৈথিল্যতার কারণে উক্ত বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়টি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, যা বর্তমানে এমপিওভুক্তিকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. বিআরটিসি'র বাস বহর কর্তৃক জনসেবামূলক কার্যক্রম

ঈদ এবং বিশ্বইজতেমা উপলক্ষে স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু এবং ইজতেমায় মেডিক্যাল টিম পাঠিয়ে মুসল্লীদের জন্য চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

মহিলা, বিকলাঙ্গ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে আসন সংরক্ষণ করা আছে।

ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-আগরতলা ও রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু আছে।

চিত্র : বিআরটিসি'র ওয়ার্কশপে গাড়ি মেরামত

৮. বিআরটিসি'র স্টাফ বাস

সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ভাড়ার ভিত্তিতে স্টাফ বাস চালু আছে।

৯. বিআরটিসি'র স্কুল বাস

ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশক্রমে স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের আনা নেয়ার জন্য বিআরটিসি জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রত্যেক বাস এবং ডিপো/ইউনিটে অভিযোগ কেন্দ্র চালুসহ সিটিজেন চার্টার জারি করা হয়েছে।

১০. উন্নয়ন পরিকল্পনা

১০.১ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

➢ ২০১০-২০১১

- সরকারি অর্থায়নে ১২৫টি ভারী মেরামতাধীন একতলা ও দ্বিতল বাস মেরামতকরণ। এ মেরামত প্রক্রিয়া অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিআরটিসি'র নিজস্ব সমন্বিত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপে সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৮০টি একতলা ও দ্বিতল বাসের মেরামত কার্য সম্পন্ন হয়েছে ও বাকী বাসসমূহের মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- এনডিএফ ঋণের আওতায় ২৭৫টি সিএনজি একতলা বাস ক্রয়। আগামী জুন ২০১১ নাগাদ বাস সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।
- ভারতীয় স্টেট ক্রেডিটের আওতায় ৩০০টি দ্বিতল বাস, ১০০টি একতলা বাস ও ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ক্রয়করণ। আগামী জুন ২০১০ নাগাদ বাস সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।
- কোরিয়ান ইডিসিএফ ঋণের অধীনে ৩০০টি সিএনজি একতলা বাস ক্রয়।
- বৈদেশিক আর্থিক অনুদানের আওতায় ২০০টি ট্রাক ক্রয়।
- বৈদেশিক অনুদান অথবা সরকারি তহবিলের আওতায় মতিঝিল বাস ডিপো ও অন্যান্য বড় ডিপোগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন।

১০.২ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা

➢ ২০১২-২০১৩

- বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় আরও ৫০০টি ট্রাক ক্রয়।
- বৈদেশিক যৌথ উদ্যোগে অথবা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন।
- বৈদেশিক সহায়তার আওতায় ঢাকায় আধুনিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।

১১. সীমাবদ্ধতাসমূহ ও তা থেকে উত্তরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

(ক) বিআরটিসি'র বহরে ৫৭১টি বাস এবং ১৪৫টি ট্রাক চলমান রয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ৯২৫টি নতুন বাস সংযোজন হওয়ার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন আছে। সেক্ষেত্রে সর্বমোট বাসের সংখ্যা হবে (৫৭১+৯২৫) = ১৪৯৬টি। নিয়মানুসারে বাস ও ট্রাকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চালক এবং কারিগরের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

(ক) মোট বাসের চালকের প্রয়োজন (১৪৯৬×২.২৫)= ৩৩৬৬.০০ (বাস)
,, ট্রাক ,, ,, (১৪৫×১.৫০)= ২১৭.৫০ (ট্রাক)

মোট চালকের প্রয়োজন = ৩৫৮৩.৫০ জন চালক
বর্তমানে বাস এবং ট্রাকের সর্বমোট চালকের সংখ্যা ৮০০ জন চালক

নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন =২৭৮৩.৫০ জন চালক

(খ) মোট কারিগরের প্রয়োজন (১৪৯৬ × ১.৮০) = ২৬৯২.৮০ (বাস)
,, ,, ,, (১৪৫ × ১.১৫) = ১৬৬.৭৫ (ট্রাক)

= ২৮৫৯.৫৫ জন কারিগর
বর্তমানে বাস এবং ট্রাকের মোট কারিগর রয়েছে = ১৫১.০০ জন কারিগর

নতুন ভাবে কারিগর নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন = ২৭০৮.৫৫ জন কারিগর

(খ) চালক এবং কারিগরের অভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে ২৭৮৩.৫০ জন চালক এবং ২৭০৮.৫৫ জন কারিগর নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতায় ইতঃমধ্যে ২৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসহ মোট ২৫৮ জন চালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতে দেশের বেকারত্ব হ্রাসসহ দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হয়েছে।

(গ) বিআরটিসি একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা ১৯৬১ সালে অধ্যাদেশের ২১/১ ধারা অনুসারে "কর্পোরেশন সংগত বিবেচনা করিলে যে কোন সড়কে মোটর পরিবহন পরিচালনা করিতে পারে, এবং উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ অথবা পরিবহন কমিটিসমূহের কোন এখতিয়ার থাকিবে না, উক্ত অধ্যাদেশে কর্পোরেশন কর্তৃক এইরূপ পরিবহন পরিচালনা সম্পর্কে যাহাই থাকুক"। বিআরটিসি'র মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন রুটে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার হার বাস্তবায়ন করা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যাত্রী সাধারণকে নিরাপদে দ্রুততার সাথে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেয়া। এতদসত্ত্বেও দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিআরটিসি বাস চলাচলের ক্ষেত্রে বাস মালিক সমিতির লোকজন কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিআরটিসি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাত্রী সেবা প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় সভা করেও অদ্যাবধি তার সুরাহা করা সম্ভব হয়নি। অচিরেই সৃষ্ট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(ঘ) বিআরটিসি'র বর্তমানে ১৬৫টি ট্রাক চলমান রয়েছে। উক্ত ট্রাকগুলো দীর্ঘ দিনের পুরোনো এবং ধারণ ক্ষমতা মাত্র ১০১২ টন। বর্তমানে এই অল্প ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক দিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারি খাদ্য এবং স্টেশনারী পরিবহনে একমাত্র বাহন হচ্ছে বিআরটিসি'র ট্রাক। এমনকি দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারের জরুরি খাদ্য সরবরাহের বিষয়টি বিআরটিসি'র ট্রাকই সম্পন্ন করে থাকে। এ অল্প সংখ্যক এবং কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক দ্বারা জরুরী অবস্থায় এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় মোকাবেলা করা/টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়, ২৩২ ৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০০টি ট্রাক বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে সংযোজন করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২০০টি ট্রাক সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া গেলেও অর্থের অভাবে ট্রাক ক্রয় সম্ভব হচ্ছে না।

(ঙ) বিআরটিসি'র বাস দ্বারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যাত্রী সাধারণের নিকট সেবা পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য দেশের বৃহত্তর জেলা শহরে ডিপো এবং সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক জেলা শহরে ডিপো স্থাপন করা হলে ঐ অঞ্চলের উপজেলা পর্যায়ে যাত্রী সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। এতে সারাদেশের জনগণ বিআরটিসি'র বাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় ভ্রমণ করে আর্থিকভাবে উপকৃত হবে। এমতাবস্থায়, দেশের বৃহত্তর জেলা শহরে ডিপো এবং সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিআরটিসি'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

দেশের পরিবহন সেক্টরের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি সীমিত জনবল ও আর্থিক সামর্থতা নিয়ে বর্তমান বছরে গতিশীল নেতৃত্বের কারণে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে নিজ পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি/বৈদেশিক অর্থায়নে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হলে বর্তমান সরকারের **ভিশন ২০২১** এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিআরটিসি কার্যকরী ভূমিকা রাখার বিষয়ে আশাবাদী।

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন বোর্ড

ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে পরিবহন অবকাঠামো ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন, ঢাকা মহানগরীর পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সরকার ঢাকা শহরের পরিবহন খাতকে উন্নত করার লক্ষ্যে ২০ বছর (২০২৪ সাল) মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (এসটিপি) প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে ঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর সাথে একত্রিত হয়ে ডিটিসিবি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৪৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে Clean Air Sustainable Environment (CASE) শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৯১০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উত্তরা থেকে সদরঘাট পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 এর Feasibility Study এর কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে।

- ঢাকা পরিবহন ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নত করার জন্য উত্তরা হতে আজিমপুর বাস রুটটি Bus Route Franchise করা হয়েছে।

- ঢাকা শহরের পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে। রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন Study for Institutional Strengthing and Capacity Enhancement of Transport Related Agencies as Identified in STP প্রকল্পের অধীনে ঢাকা মহানগরীর Transport Related Agencies এর Institutional Strengthing and Capacity Building এর জন্য একটি Study প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্প STP-তে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- এসটিপি তে বর্ণিত মেট্রো সার্ভিস প্রবর্তনের লক্ষ্যে মিরপুরসা য়েদাবাদ রুটে জাইকা সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান আছে।

- ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন, ২০০১ অনুসারে ঢাকার Structure Plan মোতাবেক ঢাকা মহানগরীর রাস্তার পার্শ্ববর্তী স্থানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Land Use Planning এর সাথে Transport Planning এর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে Multistoried Building এর Car Parking এবং Traffic Circulation নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বোর্ড মতামত প্রদান করে থাকে। ঢাকা মহানগরীর Transport Related Infrastructure এর Planning এবং Implementation এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

- বর্তমানে ঢাকা হযরত শাহজালাল (রঃ) বিমান বন্দর হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার Elevated Express Way'র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ও JICA কর্তৃক MRT Line-6 এর Fesibiliby Study সমাপ্তির পথে এবং Alignment চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে। MRT Line-6 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও দাতাসংস্থাসমূহের সাথে ডিটিসিবি'র কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

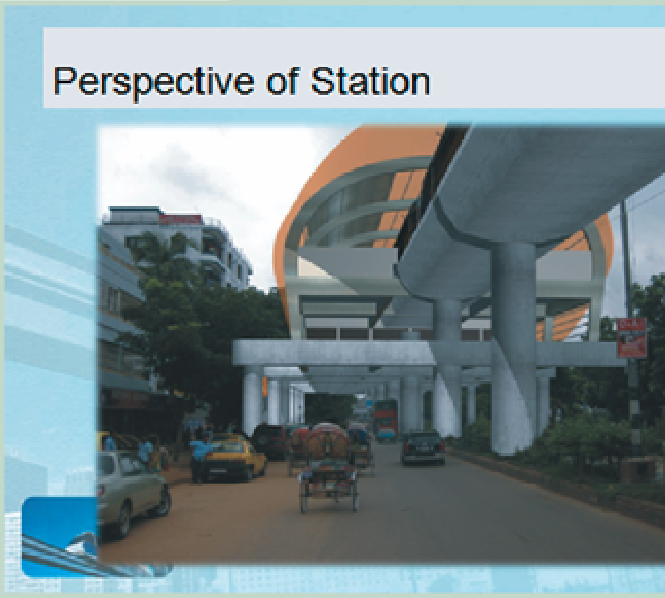

চিত্র ঃ PERSPECTIVE OF MRT

চিত্র ঃ PERSPECTIVE VIADUCT

জুন ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা মহানগরীর পরিবহন উন্নয়নের অংশ হিসাবে ডিটিসিবি বিভিন্ন সংস্থা যেমন ডিসিসি, সড়ক ও জনপথ অধি দপ্তর, বিআরটিএ এবং ডিএমপি এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মোট ৭১৪.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (ডিইউটিপি) বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের অধীনে ডিটিসিবি, ডিসিসি, বিআরটিএ এবং ডিএমপি বিভিন্ন সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাখালীতে ১.০১ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার, টঙ্গী বাইপাস সড়ক, ৩টি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল (গাবতলী, সায়েদাবাদ, মহাখালী) উন্নয়ন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন, ইন্টারসেকশন উন্নয়ন, ৫৯টি স্থানে ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন, প্রগতি সরণী, মিরপুর মাজারশরীফ সড়ক, কামাল আতাতুর্ক সড়ক, এলিফ্যান্ট রোড, মিরপুর চিড়িয়াখানা সড়ক, মতিঝিল সড়ক ও দিলকুশা সড়ক উন্নয়ন, ফুটওভার ব্রীজ ও পথচারী সড়ক নির্মাণ কাজ সাধিত হয়েছে।

MRT ROUTE-6

MRT Line-6 এর চূড়ান্ত রুট এলাইনমেন্ট। উত্তরা (৩য় পর্ব) [illegible]।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর হল সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়এর সরাসরি নিয় ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর। ১৮৯০ সালের রেলওয়ে এ্যাক্ট (ACT IX OF 1890) এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে সরকারি রেল পরিদর্শক (GIBR) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মেরামত, ঘাটতি পরণ এবং অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্তে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক করণীয় সম্পর্কে সচিব বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। যে সমস্ত বিষয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়, তা মন্ত্রণালয় হতে করা হয়। রেলপথ বিভাগের সংস্থাপন-২ শাখার প্রজ্ঞাপন নংই২/বিবিধ৭/৮৯৮৫ তারিখ ১৪১১১৯ ৯৬ বাং/ ২৬০২১৯৯০ অনুযায়ী বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচি এবং সাধারণ পরিদর্শন কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ রেলপথ পরিদর্শনসহ আকস্মিকভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক, ট্রেন, গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাদি পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া, অতি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দুর্ঘটনাসমূহের তদন্ত করা এ অধিদপ্তরের কাজ।

বার্ষিক পরিদর্শন - ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে সমগ্র বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ৫টি বার্ষিক পরিদর্শনের মাধ্যমে মোট ৩৮৬.৪৬ কিলোমিটার রেলপথসহ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

সাধারণ পরিদর্শন - ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে সমগ্র বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ৬টি সাধারণ পরিদর্শনের মাধ্যমে মোট ৪২৫.৬২ কিলোমিটার রেলপথসহ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

আকস্মিক পরিদর্শন - ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী জংশন, আখাউড়া জংশন ও চট্টগ্রাম স্টেশন আকস্মিক পরিদর্শন করেন এবং পার্বতীপুর-দিনাজপুর সেকশন আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে ৪০.৮০ কিলোমিটার রেলপথসহ বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

উইন্ডো ইন্সপেকশন – ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে চট্টগ্রাম-ঢাকা সেকশনে ১টি উইন্ডো ইন্সপেকশনের মাধ্যমে মোট ৩২০.০০ কিলোমিটার রেলপথ পরিদর্শন করেন।

বিশেষ পরিদর্শন – ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের পার্বতীপুর জংশন স্টেশন, পোড়াদহ স্টেশন ও সেতু নং১/আর এবং ঢাকা – দিনাজপুরের মধ্যে চলাচলকারী দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন বিশেষ পরিদর্শন করেন।

ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত – ২০০৯

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০০৯ সালে অতি উল্লেখযোগ্য ৩টি ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করেন এবং সুপারিশ সম্বলিত উহার প্রতিবেদন সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকাএর বরাবর প্রেরণ করেন।

বার্ষিক পরিদর্শন – ২০১০

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০১০ সালে সমগ্র বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ৫টি বার্ষিক পরিদর্শনের মাধ্যমে মোট ৩৮৬.৪৬ কিলোমিটার রেলপথসহ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

সাধারণ পরিদর্শন – ২০১০

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০১০ সালে সমগ্র বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ৭টি সাধারণ পরিদর্শনের মাধ্যমে মোট ৪৪০.৪১ কিলোমিটার রেলপথসহ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

উলিখিত পরিদর্শনসমহ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণপর্বক মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব এবং রেলওয়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট অনলিপি প্রদান করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনযায়ী দোষ ত্রুটি সংশোধন এবং ঘটতি পরণকরতঃ পতিপালন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য রেলওয়ে প্রশাসনের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা হয়।

ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত – ২০১০

সরকারি রেল পরিদর্শক ২০১০ সালে অতি উলেখযোগ্য ২টি ট্রেন দর্ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করেন এবং সপারিশ সর্শলত উহার প্রতিবেদন সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকাএর বরাব রে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন কাজের অনুমোদন

বাংলাদেশ রেলওয়ে কিংবা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিতব্য এমন কাজসমহ যেগুলি নিরাপদ ট্রেন চলাচল সংশিষ্ট, সেগুলির অনমোদনও প্রদান করতে হয়। ২০০৯ সালে অনরূপ ৯১টি এবং ২০১০ সালে ১০২টি কাজ সম্পাদনের অনমোদন প্রদান করা হয়।

সেতু বিভাগ

১. সূচনা

যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)" করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে এটি আইনে পরিণত না হওয়ায় তা অকার্যকর হয়ে যায়।

বর্তমান সরকারের আমলে সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ২৩/৫/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহান জাতীয় সংসদের ১৩/৯/২০০৯ তারিখের বৈঠকে উপস্থাপিত Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill, 2009 সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। পরবর্তীতে ৬/১০/২০০৯ তারিখে Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 সংক্রান্ত আইনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় (২০০৯ সনের ৫৬ নং আইন)। ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। মোট ৩০ জনবল নিয়ে সেতু বিভাগ এবং ১৬২ জনবল নিয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. বিভাগের মিশন এবং ভিশন

বৃহৎ সেতু, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপূর্বক সর্বসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা ।

২.১. বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন
- বৃহৎ সেতু, টোল সড়ক ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনসমূহের টোল নির্ধারণ
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সাধারণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ প্রদান
- বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান

২.২. সেতু বিভাগের জনবল

অনুমোদিত পদ			পদায়নকৃত পদের সংখ্যা	পদায়ন করা হয়নি এমন পদের সংখ্যা	মন্তব্য
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী			
৩০	৮	২২	১১	১৯	অবশিষ্ট ১৯টি পদে সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত জনবল হতে Re-designate পূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.৩ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২.৪ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলী

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু এবং টোল আদায় করা হয় এমন সড়ক, বাইপাস, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিয়েন্ত নির্মাণ ও নির্মাণোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৫ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল

অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
১৬২	৪৬	১১৬	১২৬	৩৭	৮৯	৩৬	০৯	২৭

৩. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

৩.১ বঙ্গবন্ধু (যমুনা বহুমুখী) সেতু

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালীন তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যমুনা নদীর ওপর ১৯৯৮ সালে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয়। এ সেতু নির্মাণে বৈদেশিক ঋণ ২৫৪৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

খ। অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে শুরু করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.২ ঢাকামুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশচীন মৈত্রী) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকামুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মি. দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশচীন মৈত্রী) সেতুর নির্মাণ কাজ জুলাই ২০০৫ সালে শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ৫ মাস পূর্বে সম্পন্ন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ ১২১.৮৭ কোটি টাকা। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং উক্ত জেলা ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে এখন শাকসবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়

(কোটি টাকায়)

আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত / (ঘাটতি)
৩০৫.১৩	২০৭.২৭	৯৭.৮৬

৫. ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জুন ২০১০ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			মোট	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৬	৭	
বিনিয়োগ প্রকল্প :										
১	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ।	সংশোধিত অননুমোদিত	২০৫০৭.২০	১৬২৪৯.৫২	২৩৮.০০	২৩৮.০০		২০০.০০	২০০.০০	
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :										
২	পদ্মা বহুমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সমীক্ষা।	অনুমোদিত	২৪৩.৬০	২১১.১৪	১৪৭.৩৭৫	৬.৩৭৫	১৪১.০০	১০৮.৯৮৫	৬.৩৭৫	১০২.৬১
	মোট		২০৭৫০.৮০	১৬৪৬০.৬৬	৩৮৫.৩৭৫	২৪৪.৩৭৫	১৪১.০০	৩০৮.৯৮৫ (৮০.১৮%)	২০৬.৩৭৫	১০২.৬১

৬. ২০১০-২০১১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

	প্রকল্পের নাম	২০১০-২০১১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১০-২০১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত অগ্রগতি			ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (বরাদ্দের %)	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
	২	৬	৭					৬	৭	
	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ।	১০৮৩.৮৯	৬৭৫.৮৯	৪০৮.০০	৪২.৩১	৪২.৩১		৫৬০.৭৫	৫৬০.৭৫	
	পদ্মা বহুমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সমীক্ষা।	৬৮.০০	১২.০০	৫৬.০০	৩৪.২৭	২.৫১	৩১.৭৬	১৫৯.৮৬	১০.৮৮৫	১৪৮.৯৭৫
	মোট	৮০০.৭৫	৭১২.৭৫	৮৮.০০	৭৬.৫৮ (৬.৬৩%)	৪৪.৮২	৩১.৭৬	৪৬৫.৯৮	৪১৩.৯৯	৫১.৯৯

৭. চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

৭.১ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বর্তমান সরকার দায়িত গ্রহণের পর দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সষ্ঠ এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া জাজিরা স্থানে পদ্মা সেত নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার দায়িত গ্রহণের মাত্র তের দিনের মাথায় ১৯/১/২০০৯ তারিখে অনষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯/১/২০০৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চক্তি স্বাক্ষর এবং ২/২/২০০৯ তারিখ হতে বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

চিত্র ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

২। পদ্মা সেতর জন্য ১১২৪.৭৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ এবং দখল করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে বর্তমান সরকারের আমলেই ৮/৪/২০০৯ তারিখে "পদ্মা বহুমখী সেত প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯" জারী করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপরণ প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পনর্বাসনের জন্য ৩টি পনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অর্থাৎ Resettlement Action Plan (RAP)-I (Resettlement Area), RAP-II (Main Bridge & Approach Roads) এবং RAP-III (River Training Works) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ৩টি পনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনযায়ী মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ১৪,৭০০ (ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ৭৭,৩২৯ জন)। RAP-I এর ওপর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমহের সন্তষ্টি পাওয়ায় উক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপরণ প্রদান এবং এর আওতায় ৪টি পনর্বাসন এলাকার মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় পানি ও বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং ড্রেন, রাস্তা, বিদ্যালয়সহ অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্লট হস্তান্তর করা হবে।

৩। বর্তমান সরকার দায়িত গ্রহণের পর এ সরকারের মেয়াদকালের মধ্যেই পদ্মা সেতর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Acclerated Programme গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে Main Bridge, Approach Road, Bridge End Facilities, River Training Works (RTW) এর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমহ ২৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ২/১০/২০১০ তারিখের বোর্ড সভায় ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২৫/১১/২০১০ তারিখের বোর্ড সভায় ৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের সময় জাপান সরকার কর্তৃক পদ্মা সেতুর জন্য অতিরিক্ত ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া, বিশ্বব্যাংকের ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়ে ৯/১/২০১১ সময়ে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন হয়। ২৪/২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠেয় বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় উক্ত ঋণ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

৪. পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন উপাঙ্গের ঠিকাদার নিয়োগে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল সেতু এবং নদীশাসন (River Training Works) কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রাক্ যোগ্যতার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে সম্মতির জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জাজিরা প্রান্তের সংযোগ সড়কের প্রাক্ যোগ্যতার প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলছে, যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। অন্যদিকে মাওয়া প্রান্তের সংযোগ সড়কের প্রাক্ যোগ্যতার দলিলাদির (Pre-qualification documents) Ici বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়ায় শীঘ্রই প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হবে। তাছাড়া, বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়ার পর পরই সার্ভিস এরিয়া-২ এর প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হবে।

৫. ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্তকরতঃ আগস্ট ২০১১ নাগাদ মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি পেতে পারে, যা দারিদ্র্য নিরসন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭.২ পদ্মা বহুমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ০২/০২/২০০৯ তারিখ হতে কাজ শুরু করেছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

Key Event or Deliverable	Provisional Programme Dates		Actual Date Achieved	Comments
	Original Contract	Accelerated Programme (July 2009)		
Award of Consultant Contract	-	-	29 January 2009	22 months contract duration
Commencement of Service	February 2009	-	2 February 2009	
Pre-Inception Meeting	-	-	18 March 2009	GoB/BBA requested DC to prepare accelerated design programme
Inception Report	27 April 2009	27 April 2009*	27 April 2009	
ToR for engagement of NGO for implementation of Resettlement Plan	-	11 May 2009*	11 May 2009	

Key Event or Deliverable	Provisional Programme Dates		Actual Date Achieved	Comments
	Original Contract	Accelerated Programme (July 2009)		
Submission of Interim Scheme Design for - Main Bridge - RTW - Approach Roads - BBF	-	18 June 2009*	18 June 2009	Basic details only of RTW scheme alternatives were given, supplemented in due course by separate Interim Scheme Design Report of 19 October 2009
Approval of Interim Scheme Design by BBA/Co-financiers.	-	25 June 2009*	MB: RTW: AR: BEF:	Co-financiers and PoE required further investigations, information and Technical Notes before giving approvals. Accordingly Accelerated Programme was revised in July 2009.
Technical Note on Main Bridge Options	-	27 July 2009	27 July 2009	Requested by Co-financiers and PoE after submission of Interim Scheme Design report.
Updated Traffic Study	-	27 July 2009	27 July 2009	Requested by Co-financiers and PoE
Procurement Strategy Report	-	27 July 2009	27 July 2009	No feedback received until October 2009 from Co-financiers & PoE.
Final Scheme Design - Main Bridge - Approach Roads - BEF	-	27 August 2009	27 August 2009	Additional Studies required to be substantially completed before RTW Interim and Final Scheme Designs could be prepared. Approved by BBA on 4 October 2010.
Commence Implementation of Resettlement Plan	-	24 September 2009	1st September 2009	Implementation carried out on staged basis agreed with BBA and Co-financiers. Commencement occurred 23 days ahead of schedule.
Draft EIA and EMP Reports	-	10 October 2009	15 October 2009	
Interim Scheme Design - RTW	-	19 October 2009	19 October 2009	Submitted to support Client's decision making process on the preferred alternative layout.
Updated draft PQ Documents for Main Bridge and RTW	March 2010	1st November 2009	MB: 29 Oct 2009 RTW: 2 Nov 2009	Revised based on feedback concerning procurement methods (limited 2- stage bidding)
Final Scheme Design - RTW	-	26 November 2009	26 November 2009	PoE then required more investigation of own alternative proposal; subsequently reported via Technical Notes #1

Key Event or Deliverable	Provisional Programme Dates		Actual Date Achieved	Comments
	Original Contract	Accelerated Programme (July 2009)		
Safeguard Compliance Phase II Deliverables	-	31 December 2009	31 December 2009	
Technical Note # 1 - RTW Assessment of River Training Alterative- 2 Modified	-	N/A	2 January 2010	Detailed investigations on PoE alternative for discussion during special PoE meeting on 12 January 2010
Revised Technical Note # 1 - RTW, Assessment of River Training Alternative 2 Modified	-	N/A	26 January 2010	Revised note incorporating more details as requested by PoE on 12 Jan 2010
Environmental Management Action Plan - draft	-	31 January 2010	3 February 2010	
90% Complete Design Drawing for Main Bridge and Approach Roads	-	11 February 2010	18 February 2010	
90% Complete Design Drawing for BEF	-	11 February 2010	22 February 2010	
90% Complete Drawing RTW- Mawa Side	-	29 April 2010	29 Aril 2010	
Updated Scheme Design - RTW	-	-	15 Aril 2010	ICE agrees with DC preferred alternative and suggests the use of alternative protective materials (geobags) during the 7th PoE meeting on 6 May 2010.
Final Design Drawing for Main Bridge, Approach Roads, BEF	-	15 April 2010	22 April 2010	
Detailed Design Report for Main Bridge River Spans	-	15 April 2010	30 May 2010	Requested by PoE. Also issued to ICE.
90% Complete Design Drawing for RTW - Janjira Side	-	31 May 2010	3 June 2010	

Key Event or Deliverable	Provisional Programme Dates		Actual Date Achieved	Comments
	Original Contract	Accelerated Programme (July 2009)		
Draft Design Report RTW	-	31 May 2010	15 July 2010	Approval of additional study on geobags (originally proposed by DC in April 2010) finally given on 14 June 2010, after special PoE meeting in Canada office of RTW DC from 26 - 28 May 2010. Report incorporates rock-based design but also first alternative design considerations, as additional background to be supplemented by the Geobags Model Study.
Draft Tender Documents for Main Bridge Contract.	January 2010	23 June 2010	5 July 2010	
Draft Tender Documents for RTW Contract	November 2009	25 July 2010	15 July 2010	Draft Tender Drawings submitted, but not incorporating geobag design alternatives, pending outcome of Geobag Model Study.
Technical Note RTW # 3, Discussion on Alternative Slope Protection Treatment	-	N/A	25 September 2010	PoE and ICE provide agreement for design alternatives incorporating geobags alongside the approach road during 11th PoE meeting on 25 and 26 September, 2010, based on Geobag Model Study report (submitted 18 September 2010) and this Technical Note #3.
Draft Tender Documents for Janjira Approach Road & BEF	January 2010	23 September 2010	31 October 2010	Funded by IDB. Different documents required from other contracts. PQ process also being repeated because IDB decided that now, IDB members only, are eligible to participate
Draft Tender Documents for Mawa Approach Road & BEF	January 2010	11 August 2010	7 November 2010	
Draft Tender Documents for Service Area- 2	January 2010	25 August 2010	-	

Design Report RTW	-	10 November 2010	10 November 2010	Advance submission of Annexes A, E, and F on 18, 28, and 31 October. Special PoE/ICE Meeting scheduled for 13-14 November to reach decision on last design issue of aprons, which will then allow Final Design Drawings to be prepared, then incorporated in draft Tender Documents.
Updated draft Tender Documents for Main Bridge contract.	31 January 2010	-	Part 1 & Part 3 - 15 Sept. 2010 Part 2 - 28 October 2010	
Independent Checking Engineer-contract award	-	February 2010	1st March, 2010	Kick-off meeting between ICE, BBA, and DC held 23 March 2010
ICE Proof Certificate for Main Bridge contract	-	23 August 2010	2 December 2010.	Main issues were resolved at Joint PoE/ICE Meeting held in Hong Kong, 27-28 July 2010. Meeting planned for 15-16 November 2010 in Hong Kong between ICE, DC design team and BBA to identify and resolve remaining minor items.
ICE Proof Certificate for RTW Contract	-	23 August 2010		Expect within one month after special PoE/ICE Meeting on 13, 14 November 2010.

Bidding Process

International Competitive Bid (ICB)

Component	Key Event	Status	Date	Comments
Main Bridge	First PQ Process	Invitation : Submission :	11 April 2010 8 June 2010	Process Cancelled due to not receiving " no objection" from Co-financiers
	Re-invitation PQ	Re-invitation : Submission: TEC Report Sent to WB	11 Oct 2010 24 Nov 2010 8 Jan 2011	For concurrence of WB
	Bid Document	Draft sent to WB : Final Sent to WB :	31 Oct 2010 9 Dec 2010	For concurrence of WB
	Checking Engineer approval on design	Obtained : Sent to WB :	2 Dec 2010 5 Dec 2010	
Janjira Approach Road	First PQ Process	Invitation : Submission :	25 July 2010 29 Sep 2010	Process Cancelled because IDB changed the eligibility requirements for Applications
	Re-invitation PQ	Re-invitation : Submission :	24 Oct 2010 23 Dec 2010	PQ applications evaluation in progress.
	Bid Document	Sent to IDB :	2 Nov 2010	For concurrence of IDB
River Training Works (RTW)	PQ Applications	Invitation : Submission : TEC Report Sent to WB	24 July 2010 7 Oct 2010 24 Dec 2010	For concurrence of WB
	RTW Bid Document			Will be finalized after Main Bridge bid document finalization
	RTW Design Document , Tech specification	Sent to WB :	20 Dec 2010	For concurrence of WB
Mawa Approach Road	PQ Document	Sent to WB :	21 Nov 2010	For concurrence of WB
	Bid Document	Sent to WB :	8 Dec 2010	For concurrence of WB
Service Area - 2	PQ Document	Sent to WB :	2 Dec 2010	For concurrence of WB
Construction Supervision Consultant (CSC)	RFP	Proposal received on PEC Report send to WB	30 June 2010 20 December 2010	For concurrence of WB
Management Support Consultant (MSC)	RFP	RFP issued on RFP Submission	10 Aug 2010 30 April 2011	

National Competitive Bid (NCB) :

Key Event	Status	Date	Comments
Earth filling at 04 nos resettlement sites-			Work Completed by June 2010
Amenities at resettlement sites-RS2, Jasaldia	Contract Awarded on	12 August 2010	Works going on
Amenities at resettlement sites-RS3-Kumarbogh	Contract Agreement Signed on	30 July 2010	Works going on
Amenities at resettlement sites-RS4- Naodaba	Contract Awarded on	30 July 2010	Works going on
Amenities at resettlement sites-RS5- Bakhorakandi	Contract Awarded on	30 July 2010	Works going on
Construction Yard-1 Mawa	Contract Awarded on	20 Dec 2010	Contractor will be mobilized soon
Construction Yard-2 Janjira-	Contract Awarded on	20 Dec 2010	Contractor will be mobilized soon
Service Area -1	Contract Awarded on	11 Nov 2010	Contractor mobilized
Service Area -3	Contract Awarded on	11 Nov 2010	Contractor mobilized

Future Plan:

Sl. No.	Activities		Expected Date
1	Appointment of Contractor for Main Bridge	:	July/August 2011.
2	Appointment of Contractor for River Training Works (RTW)	:	July/August 2011.
3	Appointment of Contractor for Janjira Approach Road & Bridge End Facilities	:	June 2011
4	Appointment of Contractor for Mawa Approach Road & Bridge End Facilities	:	November 2011
5	Appointment of Contractor for Service Area-2	:	November 2011
6	Appointment of Construction Supervision Consultant (CSC)	:	April 2011
7	Appointment Management Support Consultant (MSC)	:	June 2011
8	Physical work will start for Main Bridge & River Training Works	:	August 2011
9	Physical Work will be completed for Main Bridge and Janjira & Mawa Approach Roads.	:	December 2011

চিত্র ঃ যানবাহন চলাচলের জন্য সেতুর ওপরের অংশ

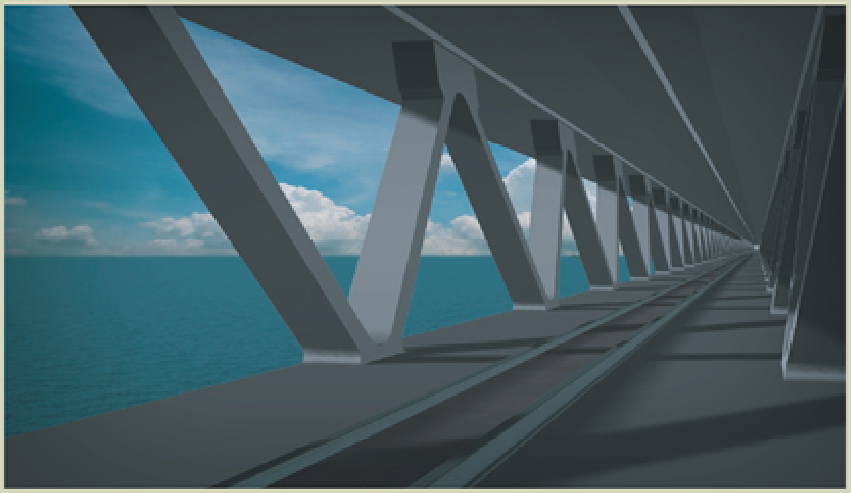

চিত্র ঃ রেল চলাচলের জন্য সেতুর নিচের অংশ

চিত্র ঃ প্রস্তাবিত Two level composite steel truss Padma Multipurpose Bridge

চিত্র ঃ প্রস্তাবিত পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ পদ্ধতি

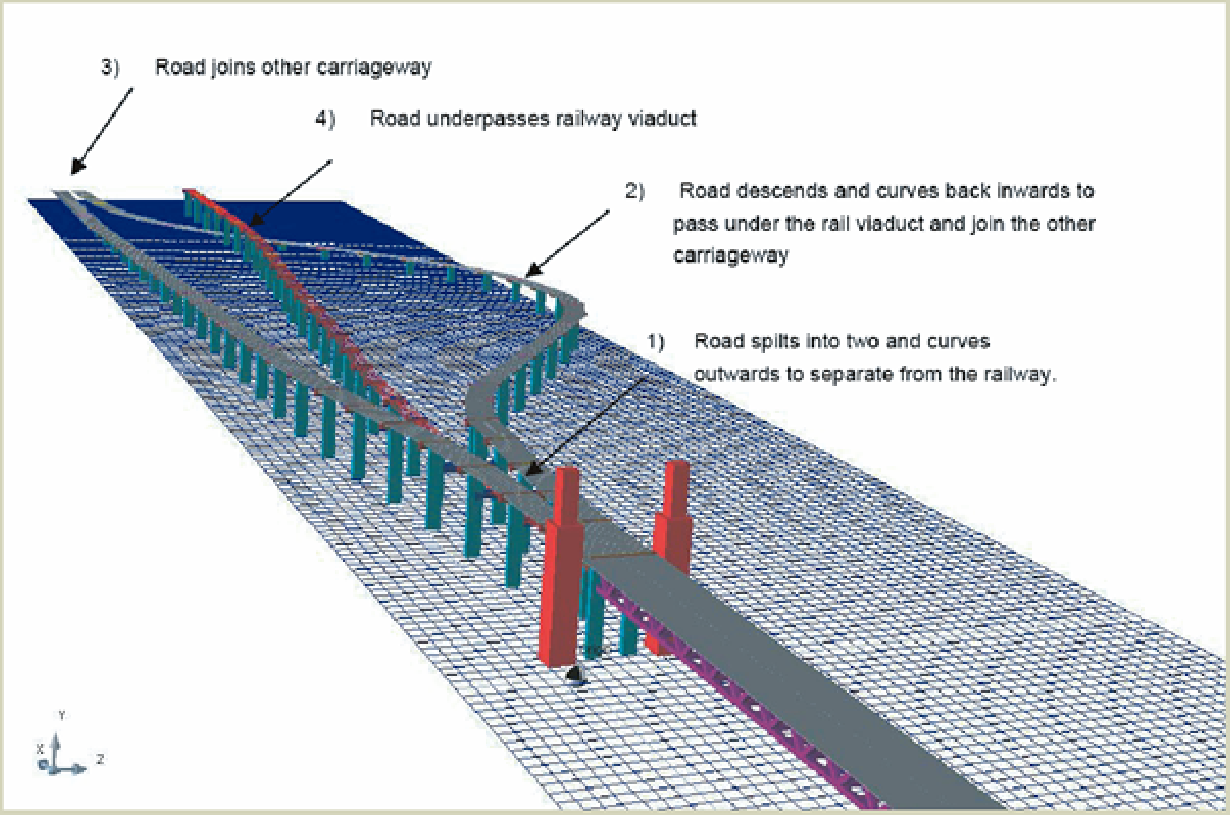

চিত্র ঃ প্রস্তাবিত পদ্মা বহুমুখী সেতুর রোড এবং রেল আলাইনমেন্ট

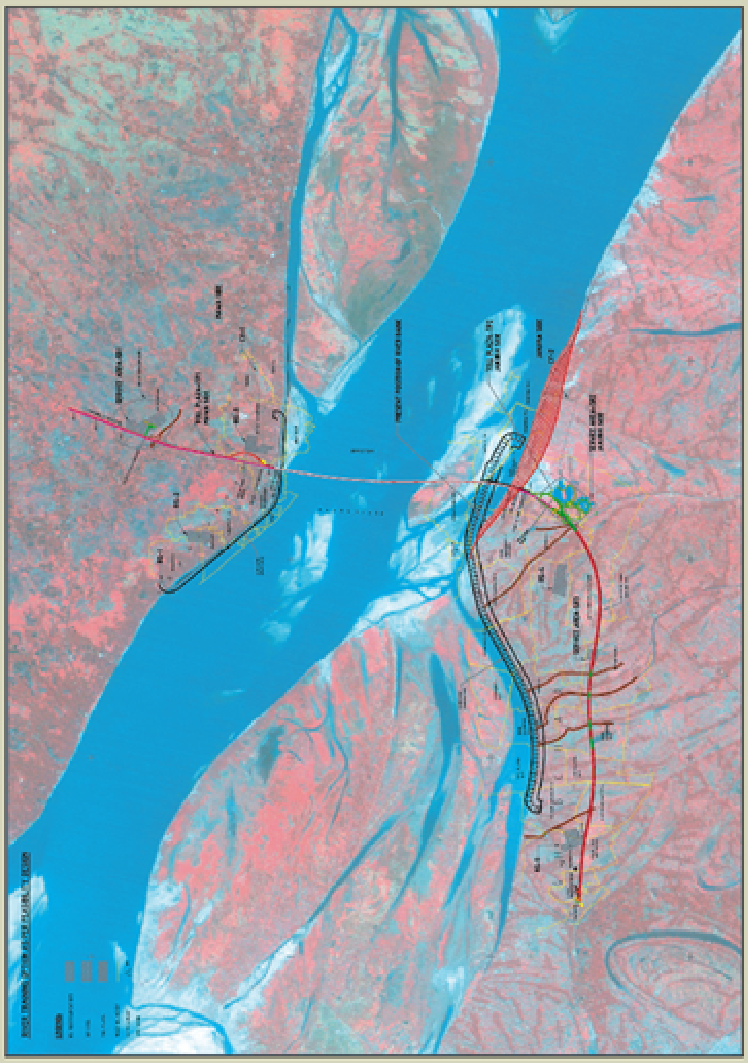

চিত্র ঃ প্রস্তাবিত ৬.১৫ কি.মি দীর্ঘ Two level composite steel truss Padma Multipurpose Bridge

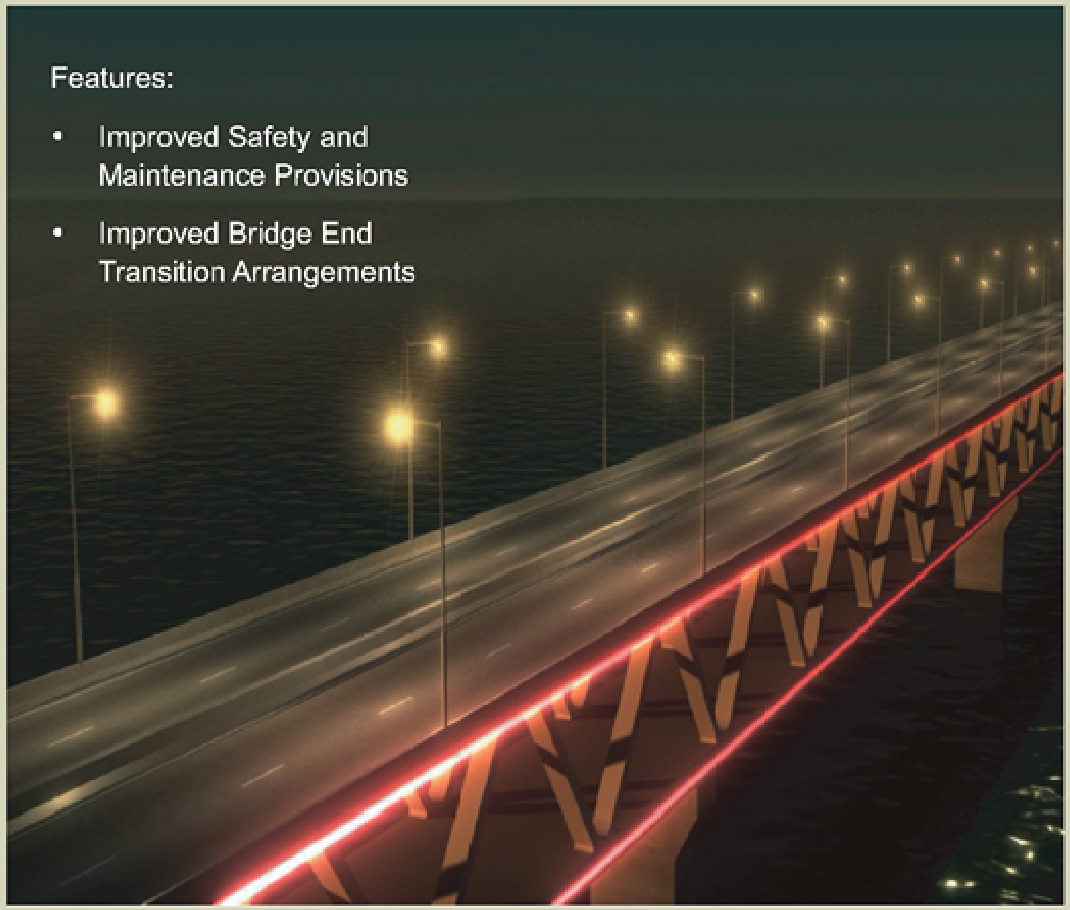

৭.৩ । Elevated Expressway PPP প্রকল্প

১। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনকল্পে বর্তমান সরকার প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ Dhaka Elevated Expressway নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৭/৬/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় প্রকল্পটি বেসরকারী বিনিয়োগ নির্দেশিকা অনুসরণে বেসরকারী অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তকরণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০/৮/২০০৯ তারিখের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০/১০/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines এর বিভিন্ন ধাপগুলো অনুসরণ করা থেকে অব্যাহতি প্রদান ও সরাসরি বিনিয়োগকারী নিয়োগে প্রাকযোগ্যতা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সেতু বিভাগকে অনুমতি দেয়। বিনিয়োগকারী নিয়োগে pre-qualification এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ৪টি প্রতিষ্ঠান প্রাকযোগ্য বিবেচিত হয়ঃ

1. Italian –Thai Development Public Company Ltd. (Thailand)
2. Sikder Real Estate – KCC JV (Bangladesh–Korea)
3. Gammon Infrastructure Projects Ltd.–Bouygus Travaux Publics SA Consortium (India-France)

4.) China Railway International Ltd. (China)

চিত্র ঃ প্রস্তাবিত Dhaka Elevated Expressway

২। মন্ত্রিসভার ২৩/৮/২০১০ তারিখের বৈঠকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কড়িল বনানী মহাখালী তেজগাও সাতরাস্তা মগবাজার রেল ক্রসিংয়ের খিলগাও কমলাপুর গোলাপবাগ ঢাকা চট্টগ্রাম রোড (কতবখালীর নিকটে) রুট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

প্রাকযোগ্য প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP (Request for Proposal) ইস্যু করা হলে ২৩/১১/২০১০ তারিখে নিম্নোক্ত ২টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে ঃ

(১) Italian – Thai Development Public Company Limited; এবং
(২) Sikder Real Estate – KCC JV Ltd.

চিত্র ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০১১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান
Italian–Thai Development Public Company Limited **এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।**

০৩. কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত Italian –Thai Development Public Company Limited এর সাথে গত ১৯/১/২০১১ তারিখ Concession চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে Dhaka Elevated Expressway এর নির্মাণ কাজ শুরু করে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

৮. বাস্তবায়িতব্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

৮.১ পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু নির্মাণ

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় এনে পাটুরিয়া গোয়ালন্দ অবস্থানে প্রায় ৬ কি.মি. দীর্ঘ ২য় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের Preliminary Development Project Proposal (PDPP) ২৬/৮/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থের যোগান সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৮.২ ঢাকার জাহাঙ্গীর গেইট হতে রোকেয়া সরণী এবং কর্ণফুলি নদীতে টানেল নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য জাহাঙ্গীর গেইট হতে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত প্রায় ১.০০ কি.মি. দীর্ঘ এবং চট্টগ্রাম শহরের এক অংশের সাথে অপর অংশের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কর্ণফুলি নদীতে প্রায় ২ কি.মি. দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টানেল দ'টি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে যথাসময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৮.৩ পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া সেতু নির্মাণ

বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে পিরোজপুর ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর প্রায় ১.৫০ কি.মি. দীর্ঘ বেকটিয়া সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৬৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের পিডিপিপি গত ১/৭/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। এ সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে যথাসময়ে সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৮.৪ মুক্তারপুর সেতু সংযোগ সড়ক নির্মাণ

মুক্তারপুর সেতুর সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি হতে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত ৭.৫ কি. মি. দীর্ঘ বিদ্যমান সড়কটির একপাশ প্রশস্তকরণ এবং বাকী অংশগুলো সোজা করে ৪ লেনে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এ প্রকল্পের Development Project Proposal (DPP) এর ওপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে একনেকের অনুমোদনের পর আগামী অর্থবছর হতে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৯ অন্যান্য কর্মকাণ্ডসমূহ

৯.১ বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়

বঙ্গবন্ধু সেতুর ১ম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করে দক্ষিণ আফ্রিকার JOMAC Ltd. ২৩ জুন ১৯৯৮ হতে ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত। ১ এপ্রিল ২০০৪ হতে ৩১ মে ২০০৯ পর্যন্ত ২য় O&M Operator, Marga Net One Ltd সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। জুন ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে এ সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করেছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগকৃত Guangxi Scientific Institute of Communications (GSIC) এবং Metallurgical Construction Company Ltd.-SEL-UDC JV প্রতিষ্ঠান দ'টি নভেম্বর ২০১০ হতে যথাক্রমে টোল আদায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

২. বঙ্গবন্ধু সেতু হতে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিক সংখ্যক যানবাহন পারাপার হচ্ছে। ১৯৯৭ ৯৮ হতে ২০০৯ ২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে টোল আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন ১৯৯৮ হতে)	১.০৬	০.৯৯	৯৩.২৬
১৯৯৮-১৯৯৯	৫৪.১৭	৫৮.৮১	১০৮.৫৬
১৯৯৯-২০০০	৬৬.০৩	৬৪.৭৭	৯৮.০৯
২০০০-২০০১	৭৮.০৯	৮১.১৫	১০৩.৯১
২০০১-২০০২	৮৪.৯৫	৯২.০০	১০৮.৩০
২০০২-২০০৩	৯৫.০৩	১০৭.০২	১১২.৬১
২০০৩-২০০৪	১০৬.২২	১২৯.৩০	১২১.৭৩
২০০৪-২০০৫	১১৭.৬০	১৫০.৪৩	১২৭.৯১
২০০৫-২০০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৩	১১৮.৭৮
২০০৬-২০০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১
২০০৭-২০০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-২০০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৪	১১৭.০০
২০০৯-২০১০	১৯৭.৩০	২৪১.০৭	১২২.৩৪

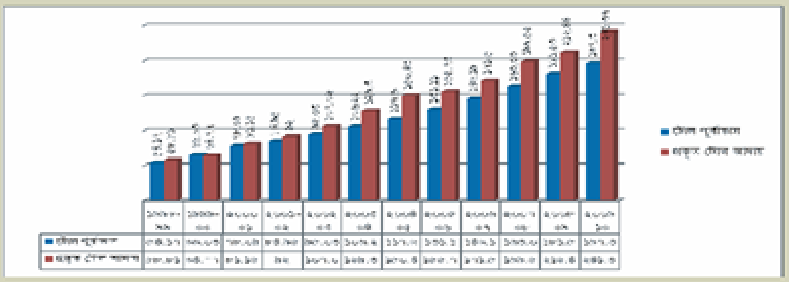

বছরওয়ারী টোল পূর্বাভাস এবং প্রকৃত টোল আদায়ের পরিমাণ

৯.২ বঙ্গবন্ধু সেতুতে সৃষ্ট ফাটল মেরামত

ক। বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু সেতুতে সৃষ্ট ফাটলসমূহ জরুরীর ভিত্তিতে মেরামতের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুযায়ী ফাটল মেরামতের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব ১৫/৯/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপন করা হলে পুনরায় দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হলে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাসের মধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।

৯.৩ বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার সৌন্দর্য বর্ধন

বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমগ্র এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনসহ সেতু এলাকার ভবিষ্যত মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে খসড়া Master Plan দাখিল করেছে।

৯.৪ বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় জাতির জনকের প্রতিকৃতি স্থাপন

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পার্শ্বে জাতির জনকের প্রতিকৃতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

১০. অন্যান্য প্রকল্প

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নলিখিত স্থানে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

- বরিশাল ঝালকাঠি ভান্ডারিয়া পিরোজপুর সড়কে কচা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ;
- পটুয়াখালি আমতলী বরগুনা কাকচিড়া সড়কে বলেশ্বর নদীর ওপর সেতু নির্মাণ;
- কচুয়া বেতাগি পটুয়াখালী লোহালিয়া কালিয়া সড়কে সেতু নির্মাণ;
- লেবুখালী দমকী বগা দশমিনা গলাচিপা আমড়াগাছি সড়কে সেতু নির্মাণ;
- মেহেন্দীগঞ্জ বরিশাল সড়কে জয়ন্তি নদীর ওপর সেতু নির্মাণ;
- পিরোজপুর বাসেরহাট সড়কে ঘাসিয়াখালি নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ;
- কড়িগ্রাম গাইবান্ধা সিরাজগঞ্জ সড়কে ২য় তিস্তা সেতু নির্মাণ;
- রহমতপুর হিজলাকক সড়কে আড়িয়ালখা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ;
- ভোলা বাসস্টান্ড লাহারহাট সড়কে কালাবদর নদীতে সেতু নির্মাণ।

১১. বিগত ২ বছরে সেতু বিভাগের অর্জিত সাফল্যসমূহ

- বর্তমান সরকারের আমলে মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদন ও মহান জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ" নামকরণ করা হয় এবং ৬/১০/২০০৯ তারিখে এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।
- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র তের দিনের মাথায় ১৯/১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯/১/২০০৯ তারিখে পদ্মা সেতুর ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২/২/২০০৯ তারিখ হতে বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।
- পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ৮/৪/২০০৯ তারিখে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ জারী করা হয়।

- পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১১টি ভলিউম সমন্বয়ে প্রণীত Safeguard policy এর ওপর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়।

- পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে ৩টি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা ১এর আওতায় ৪টি পুনর্বাসন এলাকার মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব এলাকায় বর্তমানে রাস্তাঘাট, ইউটিলিটি সার্ভিস ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলছে।

- পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের জন্য মাওয়া ও জাজিরা উভয় পয়েন্টে কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগকরতঃ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

- পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান সরকারের আমলে এ সেতু বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ২/১০/২০১০ তারিখের বোর্ড সভায় ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে ২৫/১১/২০১০ তারিখে বোর্ড সভায় ৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে জাপান সরকার পদ্মা সেতুর জন্য ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ প্রদানের বিষয়ে ৬ ৯/১/২০১১ সময়ে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে।

- পদ্মা সেতুর ঠিকাদার নিয়োগেও কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন মূল সেতু নির্মাণে প্রি কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়সীমা ২৪/১১/২০১০ তারিখে মোট ১০টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাব মূল্যায়ন করে দশটি Short listed তালিকা বিশ্বব্যাংকের সম্মতির জন্য পেশ করা হয়েছে। নদীশাসন কাজে ঠিকাদার নিয়োগে প্রাক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত সময় ৭/১০/২০১০ তারিখে মোট ১১টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে সম্মতির জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জাজিরা পাড়ের সংযোগ সড়কের জন্যও প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলছে। এসব কাজের জন্য অচিরেই দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে।

- Dhaka Elevated Expressway PPP প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০/৮/২০০৯ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২০/১০/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines এর বিভিন্ন ধারাগুলো অনুসরণ হতে অব্যাহতি প্রদান এবং সরাসরি বিনিয়োগকারী নিয়োগে প্রাক যোগ্যতা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সেতু বিভাগকে অনুমতি দেয়।

- Dhaka Elevated Expressway বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারী নিয়োগে pre-qualification এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৪টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রাকযোগ্য বিবেচিত হয়।

- Dhaka Elevated Expressway বাস্তবায়নে মন্ত্রিসভা কমিটির ২৩/৮/২০১০ তারিখের বৈঠকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কড়ৈল বনানী মহাখালী তেজগাঁও নাতরাস্তা মগবাজার রেল ক্রসিংয়ের খিলগাঁও কমলাপুর গোলাপবাগ ঢাকা চট্টগ্রাম রোড (কতবখালীর নিকটে)" রুট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

- প্রাক যোগ্য ৪টি প্রতিষ্ঠান বরাবর ২/১/২০১০ তারিখে Request For Proposal (RFP) ইস্যু করা হলে ২টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। এর মধ্যে কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত Italian –Thai Development Public Company Limited এর সাথে গত ১৯/১/২০১১ তারিখ Concession চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- পাটুরিয়া গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে ১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত Preliminary Development Project Proposal (PDPP) ২৬/৮/২০০৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- শিরোজপুর ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর বেকটিয়া সেতু নির্মাণে ৪৬৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Preliminary Development Project Proposal (PDPP) ১/৭/২০০৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- শিরোজপুর ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর প্রায় ১.৫০ কি.মি. দীর্ঘ বেকটিয়া সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে Short listed প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চূড়ান্তকরত: Request For Proposal (RFP) ইস্যু করা হলে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্তকরতঃ সমীক্ষা কাজ শুরু করা হবে।
- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে জাহাঙ্গীর গেইট রেকেয়া সরণী এবং চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলি নদীতে টানেল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে Short Listed প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চূড়ান্তকরতঃ Request For Proposal (RFP) ইস্যু করা হলে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্তকরতঃ সমীক্ষার কাজ শুরু হবে।
- কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণে অর্থায়নের বিষয়ে কুয়েত সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
- "বরিশাল ঝালকাঠি ভান্ডারিয়া শিরোজপুর সড়কে" এবং "পটুয়াখালী আমতলী বরগুনা কাকচইড়া সড়কে" সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

১২. সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।